Rift puts riot bill on ice

MANAN KUMAR

New Delhi, Dec. 5: The bill against communal riots has been sent to the cold storage following several states' resistance to a proposal that would have given the Centre special powers for direct intervention when violence spins out of control.

The Communal Violence (Prevention, Control and Rehabilitation of Victims) Bill was introduced in the Rajya Sabha today. However, unsure of the support the legislation would have received in the Lok Sabha, the government decided to refer the bill to the parliamentary standing committee on home affairs.

Such a referral means that the bill is unlikely to be passed in a hurry. The bill will also be put on a website for comments from citizens.

A clause that has turned controversial relates to the Centre's special powers to intervene when the state administration fails to check riots as was the case in Gujarat — the trigger that made the UPA government conceive the bill.

The clause says that if the Centre feels that its directives to tackle a riot have not been followed by a state, the federal government can notify any area within the state as a communally disturbed area.

However, pulls and pressures from several state governments have introduced a conflicting clause in the legislation.

According to the bill in its present form, after notifying an area as disturbed, the Centre can deploy armed forces only on a request from the state government. This clause virtually reduces the Centre to a mere spectator until the state government chooses to ask for help.

In the original draft, the Centre was not at the mercy of the state, thanks to two crucial words — "or otherwise". The words would have enabled the Centre to deploy forces on the request of the state government "or otherwise".

The words were dropped following opposition from some state governments which felt that they went against the federal grain.

Home minister Shivraj Patil, whose department drafted the bill, said today that he had favoured inclusion of the provision "or otherwise".

"The provision of 'or otherwise' would have enabled the Centre to act. But in view of the opposition, we decided not to change the shape of the Constitution till there is acceptance by all," he said.

The bill also seeks to give sweeping powers and immunity to state and central officials dealing with communal riots.

Section 57 of Chapter XII says "no suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the state government, the central government or any officer" for "anything which is done in good faith" to enforce the rules of the bill.

06 DEC 2005 THE TELEGRAPH

সরকারিয়া কমিশনের সুপারিশ পাল্টে আরও ক্ষমতা চায় কেন্দ্র

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

১ ডিসেম্বর: কেন্দ্রের হাতে অধিক ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন মনে করে মনমোহন সিংহের সরকার।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের পুনর্বিন্যাসের জন্য নতুন কমিশনের মাধ্যমে সাংবিধানিক ক্ষমতার নবমূল্যায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বাজপেয়ী সরকারের আমলে সরকারিয়া কমিশনের প্রায় সমস্ত সুপারিশ কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বিষয়টিতে ইতি টানা হয়েছিল। কিন্তু ইউপিএ-র অভিন্ন ন্যূনতম কর্মসূচিতে নতুন আর একটি কমিশন তৈরির প্রস্তাব নেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এ বার সেই কমিশনের যে সব করণীয় বিষয় ঠিক করেছে, তাতে কেন্দ্রের হাতে আরও অনেক বেশি ক্ষমতা অর্পণের কথা বলা হয়েছে। তাতেই বোঝা যাচ্ছে, মনমোহন সরকার বর্তমান জাতীয় পরিস্থিতিতে আরও শক্তিশালী কেন্দ্র চাইছে।

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক পুনর্বিচারের জন্য নতুন সম্ভাব্য কমিশন-এর 'টার্মস অফ রেফারেন্স' (বিচার্য বিষয়)-এ রাজ্যের পরামর্শ ছাড়াই প্রয়োজনে রাজ্যে কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ করা, কেন্দ্রীয় পুলিশ পাঠানোর মতো ক্ষমতা রাখা হয়েছে। এমনকী, পঞ্চায়েতের ক্ষমতার সীমানাও বেঁধে দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। এ ছাড়া, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্য কেন্দ্র যে বিল আনতে চলেছে, তাতেও রাজ্যের জরুরি আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য সরাসরি কেন্দ্রীয় পুলিশ পাঠানোর প্রস্তাব রাখা হয়েছে। রাজ্যের অনুমতি ছাড়া এতদিন কেন্দ্র এই কাজ করতে পারেনি।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই সিদ্ধান্ত নিলেও তা কার্যকর করা কতটা সম্ভব হবে, তা নিয়ে অবশ্য এখনই প্রশ্ন উঠেছে। বাম দলগুলিই শুধু নয়, বিজেপি শাসিত রাজ্য সরকারগুলিও এই ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানাবে বলে মনে করা হচ্ছে। লালকৃষ্ণ আডবাণী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা কালে আন্তঃরাজ্য পরিষদের বৈঠকে আমেরিকার কায়দায় ফেডারেল পুলিশ গঠনের প্রস্তাব দিয়েছিলেন। পশ্চিমবঙ্গ-সহ বিভিন্ন রাজ্য প্রতিবাদ জানানোয় তা কার্যকর করা যায়নি। শুধু এই ঘটনা নয়, এনডিএ সরকার কেন্দ্রের হাতে আরও ক্ষমতা দেওয়ার চেষ্টা করে পদে পদে ব্যর্থ হয়। উল্টে সরকারিয়া কমিশনের মাধ্যমে রাজ্যের হাতে আরও ক্ষমতা অর্পণের সিদ্ধান্তই নেওয়া হয়েছিল।

সম্প্রতি এক জন পূর্ণাঙ্গ চেয়ারপার্সন এবং চার জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গড়ার বিষয়ে নোটিস জারি হয়ে গিয়েছে। কমিশনের প্রধান হবেন কোনও প্রাক্তন বিচারপতি। বলা হয়েছে, 'ভারতের অর্থনীতি এবং রাজনীতিতে আমূল পরিবর্তন আসার জন্য এই নতুন কমিশন তৈরি করা হয়েছে।... কেন্দ্র ও রাজ্যের আইনগত সম্পর্ক, বিচারবিভাগীয় সম্পর্ক, প্রশাসনিক সম্পর্ক, আর্থিক সম্পর্ক, রাজ্যপালের ভূমিকা, পঞ্চায়েতি রাজের ক্ষমতা, জরুরি অবস্থা সংক্রান্ত ব্যবস্থা, ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রসঙ্গগুলি খতিয়ে নিরীক্ষা করবে এই নতুন কমিশন।' এর পর কমিশনের প্রধান বিচার্য বিষয়গুলি নির্দিষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে:

● কোনও রাজ্যের বা কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কিত অথবা জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক প্রভাব রয়েছে, এমন সব অপরাধের তদন্ত কেন্দ্র নিজে থেকেই করতে পারবে। তার জন্য কেন্দ্রীয় আইন বলবৎ করার সংস্থা তৈরি।

● পরিস্থিতি দাবি করলে কেন্দ্র সংবিধানের ৩৫৫ ধারা অনুযায়ী একটি আইন প্রণয়ন করে নিজে থেকেই (রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা না করেই) কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠাতে পারবে।

● রাজ্যগুলি কেমন কাজ করছে, তার ভিত্তিতে তাদের কেন্দ্রীয় আর্থিক সাহায্য দেওয়ার কথা বিচার করা। তার জন্য কেন্দ্রের প্রশাসনিক অধিকারকে চিহ্নিত করা।

● পঞ্চায়েত রাজ ও ষষ্ঠ তফসিলে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার স্বাধিকার ও ক্ষমতার ব্যবহার প্রসঙ্গে কেন্দ্রের ভূমিকা, দায়িত্ব এবং অধিকার নির্ণয়।

● জেলাস্তরে স্বাধীন পরিকল্পনা

এর পর পাঁচের পাতায়

ANANDABAZAR PATRIKA

Concern over inter-State water disputes

HD-1 1/12

J. Centre State rel.

Rivers should unite, not divide, us: Manmohan

Gargi Parsai

- **Need to improve water management practices**
- **AIBP is "our window" to complete irrigation projects**

NEW DELHI: Prime Minister Manmohan Singh on Wednesday expressed concern over inter-State water disputes and urged the State Governments to show adequate "understanding, consideration, statesmanship and an appreciation of other point of view" to move forward and show positive results.

Inaugurating the 13th Conference of Irrigation Ministers here, he said that in the recent past many promising inter-State projects had been delayed because of an inability to arrive at a consensus among riparian States. "Rivers are a shared heritage of the country. They should be the strings that unite us, not strings that divide," he said.

Irrigation neglected

Irrigation had been neglected in the last decade and States were committing less funds to this sector. "One hears stories of large irrigation department bureaucracies, created in earlier decades, sitting idle without adequate work and budgetary allocations basically going to meet their salary expenditures. Whatever is available for investment has got thinly spread leading to delays, cost overruns and ultimately, under-utilisation of our potential," he said, his remarks echoing the observations of the World Bank in its recently released draft report on India's water situation.

Highlighting water management as one of the priority areas, Dr. Singh said water management practices needed considerable improvement to close the gap between the irrigation potential created and utilised.

Describing the Accelerated Irrigation Benefits Programme (AIBP) as "our window" to ensure quick completion of irrigation projects, Dr. Singh said the projects were suffering from slippages. "This is not an acceptable proposition. We must get over the *chalta hai* (anything goes) attitude and put our best foot forward in the management of water resources of our country."

Planning Commission Deputy Chairman Montek Singh Ahluwalia said resources for AIBP were not a constraint but their full utilisation by States was an issue that needed to be addressed. He reiterated the need for pricing of water, ground water regulation and empowerment of water user associations.

Water Resources secretary J. Hari Narayan said a 25 per cent hike was proposed for the 11th Plan outlay in water resources.

However, one of the major issues that agitated the States participating in the conference was the decision of the Centre to ask them to raise loans for the AIBP programme.

States such as Maharashtra, Karnataka and Jharkhand wanted the Centre to fully fund the AIBP programme as before.

Haryana, on the other hand, raised the issue of the non-completion of the Sutlej-Yamuna Link canal in Punjab depriving it of its share of Indus waters.

Rajasthan too sought its share of Indus waters.

01 DEC 2005 THE HINDU

Willing to discuss all Assam issues: Manmohan

Meets ULFA appointed 11-member delegation of the PCG

Special Correspondent

NEW DELHI: Prime Minister Manmohan Singh told the People's Consultative Group (PCG) of the United Liberation Front of Asom (ULFA) on Wednesday that the Government was willing to discuss "all issues" concerning Assam.

"I am willing to listen to whatever concerns you may raise. I am willing to discuss issues bothering the people of Assam," Prime Minister's media adviser Sanjaya Baru quoted him as telling the 11-member PCG team which met him here. The Prime Minister said he was a "servant of the Constitution" and all issues had to sorted out within its framework.

"Time has come to end violence. Let us work together to bring a glorious chapter for the people of Assam," he said.

Arup Borbora, a member of the PCG team and its spokesman, said it was agreed at the meeting that the nearly three-decade long conflict "could be resolved through political negotiations and peace dialogue."

Chief Minister Tarun Gogoi, who was present at the meeting said the Prime Minister was "not afraid" to discuss any issue but had to work within the framework of the Constitution. "It is a good message to ULFA; I hope they will respond," he said.

The first-ever meeting between of the PCG and the Government, including National Security Adviser M.K. Narayanan, lasted for more than an hour. It is learnt that during their talks, the PCG members said the core issue was sovereignty.

Mr. Borbora said they were happy with the talks. He claimed that the Government was willing to discuss all issues, including that of sovereignty. Describing the talks as "congenial, open minded and heart-to-heart," he hoped that similar rounds would take place in the near future, than in the distant future.

Official sources said the next round of talks would be held with the Home Ministry but no timeframe had been fixed yet.

THE HINDU

PM does not disown responsibility for Bihar

TNN AND AGENCIES

Chandigarh: In the face of the stinging supreme court judgment on Bihar, Prime Minister Manmohan Singh on Saturday said that he did not disown his responsibility in regard to the dissolution of the state assembly which he defended as the only "practical course" open.

"I don't disown our responsibility and my responsibility as prime minister," he said in his first comment after the supreme court order at a press conference here. Congress president Sonia Gandhi was with him when he said this at the end of the party chief ministers' conclave.

Singh refused to spell out the future course of action in the wake of the apex court order, saying he will have to wait for the detailed judgment. Justifying the decision to dissolve the House, he said: "There were specific circumstances that were brought to our notice. It was our considered judgment then that taking into account the objective situation dissolution of the assembly was the only practical course open."

He said: "The honourable court had by majority judgment held it (the decision) unconstitutional. I still don't know the reasons that led the honourable court to arrive at that decision. I have to wait for a detailed judgment."

Buta's days are numbered

Chandigarh: In the aftermath of

the apex court ruling on the Bihar House dissolution against the Centre's decision, it seems, the days of Buta Singh in the Patna Raj Bhavan are numbered. Prime Minister Manmohan Singh discussed the issue with party president Sonia Gandhi soon after his arrival in Chandigarh to attend the Congress CMs' conclave on Friday. Though the Congress core committee did not formally meet, some senior cabinet ministers and party functionaries took note of the fact that the issue called for an adequate political response. There was a broad agreement among top Congress functionaries that the governor had misled the Union cabinet in May by his recommendation for the House dissolution. Buta's removal, said a source, is being linked to the reshuffle in the Union cabinet. TNN

THE [illegible]

Court gives Delhi a bloody nose

There was an assault on democracy. The judgment holds that assault to be unconstitutional
— **BJP**

We will decide the future course of action only after getting the judgment legally examined
— **Congress**

A serious attempt should be made to change the structure of the institution of governor
— **CPM**

Who hurts more: Manmohan or Buta?

OUR LEGAL CORRESPONDENT

New Delhi, Oct. 7: The Supreme Court today struck down dissolution of the Bihar Assembly, inflicting the biggest embarrassment on the Manmohan Singh government in its 17-month tenure.

It said the dissolution by governor Buta Singh under Article 356 was "unconstitutional", but declined to stay the elections which start later this month, explaining that, given the "circumstances", restoring the Assembly was not an option.

Amid loud demands for Buta's dismissal and pressure from the government and the Congress on him to quit on his own, the Opposition also attacked Manmohan Singh whose cabinet accepted the governor's recommendation.

The Prime Minister met the President after the verdict and headed to Chandigarh for a Congress conclave.

BJP general secretary Arun Jaitley said: "The Prime Minister's image is getting dented and his veneer of political correctness is wearing away."

Home minister Shivraj Patil would only say: "We have not received the [illegible] tire verdict and cannot comment on it."

Laloo Prasad Yadav, who is part of the government at the Centre and is the BJP-led alliance's rival in Bihar, read the judgment as it suited him. "It is our victory as the apex court has not ordered the revival of the dissolved Assembly and said the elections will be held on schedule."

An order holding the dissolution unconstitutional would have "automatically" revived the Assembly and "annulled the elections", as the judges had repeatedly observed during the two-week hearings.

Today, however, the five-judge bench said: "Despite unconstitutionality of the impugned proclamation (dissolving the Assembly), but having regard to the facts and circumstances of the case, the present is not a case where in exercise of discretionary jurisdiction the status quo ante deserves to be ordered to restore the legislative Assembly."

The two-paragraph interim order simply said: "The proclamation dated 23rd May 2005 dissolving the legislative Assembly of the state of Bihar is unconstitutional.

"Pronouncement of judgment with detailed reasons is likely to take some time and, therefore, at this stage, we are pronouncing this brief order."

This indicates that in the final judgment the court will say why, despite outlawing the dissolution, the elections were not annulled.

Justices Y.K. Sabharwal, K.G. Balakrishnan, B.N. Agrawal, Ashok Bhan and Arijit Passayat also made it clear that there was a "dissenting" judgment. That would also be revealed with the main judgment later.

The other questions referred to the Constitution bench about summoning the governor to answer the query of a court of law about his commissions and omissions, his personal and legal mala fide and stopping of polls in cases of "unconstitutional" dissolution will also be discussed in that judgment.

Supreme Court lawyer Viplav Sharma, who is one of the petitioners who had challenged the dissolution, said the judgment in the landmark S.R. Bommai case "is clear about remedial steps in such situations" as it had suggested "stopping of fresh elections".

The order came on three petitions, one by four NDA members of the dissolved Assembly and the other two by an Independent legislator and Sharma.

■ **See Page 6**

A rap on the knuckles for the UPA

The Supreme Court order declaring the dissolution of the Bihar Assembly unconstitutional is a rap on the knuckles for the United Progressive Alliance Government but does not derail the State from the electoral course it has been set on. The grounds on which the dissolution has been found unconstitutional have not yet been spelt out but two crucial issues that came under focus were: whether the Governor's action in recommending dissolution was *mala fide* and partisan and whether he had explored all possibilities of forming a government from out of the newly-elected Assembly. The order also states "having regard to the facts and circumstances of the case, the present is not a case where, in exercise of discretionary jurisdiction, the *status quo ante* deserves to be ordered" and the Assembly resurrected. In terms of the decision in the Bommai case, the Court could have ordered the revival of the dissolved Assembly at its discretion and during the course of the hearings, it could have also stayed the holding of new elections. In institutional terms, the Court has asserted that it would not shy away from examining the constitutional role of the executive and holding it to exacting standards. The detailed judgment that should become available later may provide guidelines on what acts would be considered unconstitutional and what the proper constitutional course would be in the circumstances in which Bihar was placed. What is apparent, however, is that the Court did not consider the dissolution such an outrage as to reverse it completely and halt the election process.

It is clear that the ways of Governor Buta Singh, the clumsy manner in which the dissolution was effected, and the timing smacked of gross impropriety. Nevertheless, the objective situation in Bihar provided no alternative to dissolution: the fractured electoral verdict and the inflexible positions taken by the major parties had made government formation impossible under the normal rules of the game. Holding the balance was Ram Vilas Paswan's Lok Janshakti Party with 29 MLAs, and it was unwilling to join either of the major formations – the National Democratic Alliance led by Nitish Kumar and the Rashtriya Janata Dal of Lalu Prasad. Only through a constitutionally suspect course of inducing mass defections from the LJP under the guise of a merger could the NDA have claimed majority support. An appeal to the people, even if it had to be so close on the heels of an election held in March, was the only democratic way out of the impasse. The elections now under way should produce a more decisive verdict and the hope is that Bihar will come out of this present pause in democratic governance. There is no doubt that the handling of Bihar has proved to be a major source of embarrassment to the UPA, and the ways of Mr. Buta Singh have brought it much discredit. If the ruling combine is to get its act in order in the State, the first priority should be to install a new Governor who would administer the State during elections and approach the task of government formation with fairness and due regard to constitutional values.

THE HINDU

States firm up measures to combat naxalism

Use force but in a proper and discreet manner, says Patil

Special Correspondent

NEW DELHI: The Union Government and the States affected by naxalite menace, on Monday, agreed to make the Inter-State Joint Task Forces functional "very quickly" to facilitate coordinated anti-naxalite operations.

The decision came at the first meeting of the Standing Committee of Chief Ministers of the affected States, presided over by Union Home Minister Shivraj Patil. As the first step, the States will appoint nodal officers who will coordinate with each other and the Centre.

Briefing newspersons after the meeting, Mr. Patil said a special group would be formed in every State to set up administrative structures at the State and district levels for better governance and faster socio-economic development. The States agreed to take steps to raise India Reserve Battalions and prepare action plans. "Act compassionately but in a determined manner. Use force but in a proper and discreet manner," Mr. Patil told the Chief Ministers.

Mr. Patil said the States agreed to bring about development in the affected areas. They would strengthen and upgrade their police forces and improve intelligence gathering.

"Use funds fully"

Mr. Patil asked the States to make full use of the funds released under the police modernisation and security related expenditure. The police modernisation scheme has been revised with an annual outlay of Rs. 1645 crores from the current year onwards. Under the revised scheme, all States would get 75 per cent Central funds except Jammu and Kashmir and the north-eastern States.

The Chief Ministers who participated were: Jayalalithaa of Tamil Nadu, Dharam Singh of Karnataka, Y.S. Rajasekhara Reddy of Andhra Pradesh, Raman Singh of Chhattisgarh, Arjun Munda of Jharkhand, Babulal Gaur of Madhya Pradesh, and Navin Patnaik of Orissa. Bihar was represented by Governor Buta Singh and Uttar Pradesh, Uttaranchal and Kerala by Ministers.

Union Minister A. Raja and top officials of the Home Ministry and States were also present.

Photograph on Page 12

কলকাতা-মায়ানমার সড়ক গড়বে কেন্দ্র

জয়ন্ত ঘোষাল ● নয়াদিল্লি

৮ সেপ্টেম্বর: কলকাতা থেকে চট্টগ্রাম হয়ে মায়ানমার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কেন্দ্র। বাংলাদেশ ও মায়ানমারের সঙ্গে যৌথ ভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহ মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে বিষয়টি জানিয়েছেন। প্রস্তাবিত এই সড়কের ব্যাপারে রাজ্যের কাছে সবিস্তার রিপোর্টও তলব করা হয়েছে। 'পুবে তাকাও' নীতি রূপায়ণের জন্য এই সড়কের বিষয়ে আগ্রহ রয়েছে খোদ প্রধানমন্ত্রীরই। তাই সড়কের জন্য জমি দেওয়ার দায় রাজ্যের হলেও যোজনা কমিশন এ বিষয়ে পৃথক সমীক্ষা করবে। এই ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সাহায্যও রাজ্যের বিশেষ ভাবে প্রয়োজন হবে। তবে কাল যোজনা কমিশনের যে প্রতিনিধি দল কলকাতায় পৌঁছচ্ছে, তাদের সঙ্গে রাজ্যের বৈঠকে উঠবে না এই সড়কের প্রসঙ্গ। এ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সরাসরি কথা হবে প্রধানমন্ত্রীরই।

পশ্চিমবঙ্গের ভারপ্রাপ্ত উপদেষ্টা চন্দ্রপালের নেতৃত্বে যোজনা কমিশনের ২০ জনের প্রতিনিধি দলের উদ্দেশ্য হবে রাজ্যের যোজনা রূপায়ণ-সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা। অক্টোবরের শেষে বার্ষিক যোজনা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য আলোচনা শুরু হবে। তার আগে এই পর্যালোচনার কাজ প্রথামাফিক। যোজনা কমিশনের দল রাজ্যে যাওয়ার আগে আজ রাজ্যের অর্থসচিব দিল্লিতে এসে যোজনা কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক দফা বৈঠক সেরেছেন।

কাল ও পরশু রাজ্যের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কমিশনের এই বৈঠক বসছে। বৈঠকে যে সব প্রস্তাব উঠছে সেগুলি হল:

● শুধু 'মউ' বা সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করলেই চলবে না, এই সব সমঝোতায় রাজ্যে গত কয়েক বছরে কত টাকা লগ্নি হয়েছে, সে ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট তথ্য চাইবে কমিশন।

● সালিম গোষ্ঠীর মতো বেসরকারি বিনিয়োগে কমিশনের সমর্থন থাকলেও কমিশন শুধু এ ব্যাপারে রাজ্যের নীতি নিয়ে আলোচনা করবে। বেসরকারি সংস্থার ব্যাপারে মত ব্যক্ত করবে না।

যোজনা রূপায়ণ নিয়ে বৈঠক আজ

● কলেজ স্ট্রিটের উপরে চাপ কমাতে কলকাতা শহর থেকে কিছু দূরে মুদ্রণ-প্রকাশনের পৃথক কেন্দ্র গড়ে তোলার প্রস্তাব দেওয়া হবে।

● হাওড়ায় বিক্ষিপ্ত ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ঢালাই শিল্পগুলিকে অবিলম্বে সরিয়ে পৃথক ঢালাই শিল্প-তালুক গড়ে তোলার প্রস্তাব উঠবে। রাজ্য সরকারও ইতিমধ্যে হাওড়ার জন্য এশীয় ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছে পৃথক প্রস্তাব দিয়েছে।

● আসন্ন বার্ষিক যোজনায় উত্তরবঙ্গে শিল্প বিকাশের জন্য পৃথক পরিকল্পনা নেওয়ার কথা উঠবে।

● রাজ্যের আর্থিক ঘাটতি কমানোর জন্যও চাপ দেবে কমিশন। রাষ্ট্রপুঞ্জের রিপোর্ট থেকে রাজ্যের মানবসম্পদ উন্নয়ন রিপোর্ট, সর্বত্রই রাজ্যের এক করুণ আর্থিক চিত্র ফুটে উঠেছে।

তবে যোজনা কমিশনের হিসাব অনুযায়ী, আগের তুলনায় বরং ঘাটতি কমাতে পেরেছে রাজ্য। দ্বাদশ অর্থ কমিশনের রিপোর্টে পশ্চিমবঙ্গের যে আর্থিক পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা করা হয়েছিল, তা সম্প্রতি অনেকটাই কাটিয়ে উঠেছে রাজ্য।

● তা সত্ত্বেও পুরনো প্রকল্পের কাজ শেষ না-হওয়া পর্যন্ত নতুন প্রকল্পে আর টাকা দেবে না কমিশন। '৫৬ সালের কংসাবতী জলাধার প্রকল্প বা তিস্তা প্রকল্পের মতো পুরনো প্রকল্পে আর অর্থ বরাদ্দ করা হবে না। প্রকল্প রূপায়ণের ব্যাপারে এই দীর্ঘসূত্রিতায় ইতি টানতে চায় কমিশন।

● স্বাস্থ্য, জলসেচ ও পরিবহণ— এই তিনটি ক্ষেত্রে হাল সব চেয়ে খারাপ পশ্চিমবঙ্গে। এই বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার প্রসঙ্গও উঠবে।

● বক্রেশ্বরের নব পর্যায় ছাড়াও সাগরদিঘি, বলাগড় ও কাটোয়ার নতুন বিদ্যুৎ প্রকল্পগুলি দ্রুত রূপায়ণের জন্য চাপ দেবে কমিশন।

দু'দিনের এই বৈঠকের শেষে কমিশনের ওই প্রতিনিধি দলকে সুন্দরবন সফরে নিয়ে যাবে রাজ্য।

কলকাতা-মায়ানমার সড়কের (ভায়া চট্টগ্রাম) বিষয়টি আগামী দু'দিনের আলোচ্য সূচিতে না-থাকলেও এ বিষয়ে সরাসরি বুদ্ধদেবের সঙ্গে কথা বলবেন মনমোহন। অটলবিহারী বাজপেয়ীর আমলে ইম্ফল থেকে মায়ানমার পর্যন্ত সড়ক নির্মাণের কথা হয়েছিল। মনমোহন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে ব্যাঙ্ককে বিমস্টেক সম্মেলনেও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে এই সড়ক নির্মাণের ব্যাপারে কথা হয়। আসন্ন সার্ক সম্মেলনেও বাংলাদেশের সঙ্গে ফের এ বিষয়ে কথা বলবে ভারত। ট্রান্স-এশীয় ট্রেন লাইনের প্রস্তাব নিয়েও সরকারের শীর্ষ স্তরে বেশ কিছু দিন থেকেই আলোচনা চলছে। কিন্তু কলকাতা-চট্টগ্রাম-মায়ানমার সড়ক কলকাতা-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক চিত্র বদলে দিতে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্র।

বুদ্ধদেববাবু নিজেও রাজ্যের অফিসারদের সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করেছেন। অতীতে মুর্শিদাবাদ থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার রাস্তা ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে নবাব খাজান আলি এই সড়ক নির্মাণ করিয়েছিলেন। সেই সড়কের ইতিহাস এখন খুঁজে বার করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এক সময়ে ভৈরবী, জলঙ্গী ও পদ্মায় বাঁধ গড়ে তোলার প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু দেশভাগ হয়ে যাওয়ায় সেই বাঁধ নির্মাণ হয়নি। স্বাধীনতার পরে ফরাক্কায় এই বাঁধ নির্মাণ করে ভারত। যোগাযোগ ছিল ভৈরবী নদীর উপরে এক সেতুর মাধ্যমেও। এখন সেই সব ইতিহাস খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

Quiet satisfaction

PM, Hurriyat pow-wow

It is gratifying to note that there has been no attempt to hype the first ever meeting between the Prime Minister and leaders of one faction of the All Party Hurriyat Conference, which ought to be the opener in a series of interactions with the several voices that profess to "speak" for the people of Jammu and Kashmir. That superlatives were shunned, as were specific proposals, augurs well: only after mutual suspicions are worked off and a degree of understanding — if not trust — established will it be advisable to get down to striking mini-deals that will require both sides to "deliver". Yet there is some significance to the blanket condemnation of violence, of particular advantage to the image of the Hurriyat because despite its protestations it is widely perceived as being supportive of militancy. Having committed itself to dialogue (maybe not for the first time) the stance it adopts should violence persist, as it undoubtedly will, shall come under careful scrutiny. Not only will the Hurriyat have to dispel the impression of being the "overground" face of some militant outfits, it will also have to silence those critics who accuse it of being a puppet of certain forces in Pakistan. These are harsh realities, perhaps undiplomatic to articulate, yet they cannot be ducked for sake of political convenience. Because until there is a general acceptance of their credentials (which would be best established courtesy electoral success) it would not be easy for any government in New Delhi to get down to business with the conglomerate.

The Prime Minister has given nothing away by agreeing to a time-bound review of those being detained under now-repealed POTA and the Public Safety Act. Any civilised administration would undertake such reviews for unwarranted detention is a sore that festers in several ways. The state government is unlikely to oppose such moves that would fit in nicely with Mufti Mohd. Sayeed's approach and give his shrill daughter less cause to snipe over an overdose of security. Yet in linking further troop reduction to a sustained decline in violence, Dr Manmohan Singh has displayed a desired degree of firmness. Rather than wax eloquent about taking the "high road", the option put on the table is to keep talking in the unostentatious hope of finding common ground upon which something might be built someday.

ESMAN

Centre gets court rap on Bihar voices

OUR LEGAL CORRESPONDENT

New Delhi, Sept. 6: The Supreme Court today asked the Centre to "speak in one voice" in the Bihar Assembly dissolution case after the attorney-general and the additional solicitor-general differed on a key issue.

Attorney-general Milon Banerjee argued that a governor (Buta Singh in this instance) can be summoned to answer the court if he has committed an act of "personal malafide", but not if the only charge against him is of

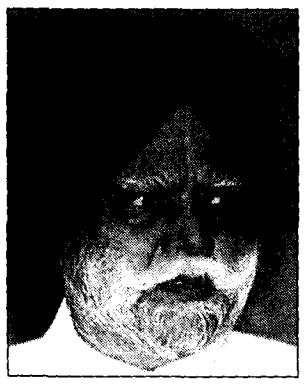

Buta Singh: Summon tussle

"legal malafide". But Gopal Subramanian held that a governor cannot be summoned on either count.

A charge of personal malafide implies the accused acted out of bad intention; one of legal malafide implies he acted without realising that his action or decision is legally wrong.

As the five-judge Constitution bench of Justices Y.K. Sabharwal, K.G. Balakrishnan, B.N. Agrawal, Ashok Bhan and Arijit Pasayat began hearing the case today, it was Banerjee who gave his opinion first. He said in case of "proven personal malafide", the court can issue a notice to a governor to appear and answer its questions.

But Subramanian stood firm that "though the court could examine the personal as well as legal malafide alleged against the governor, under no circumstances could the court issue notice to him".

The judges asked whether this did not amount to the Centre taking "two stands". When Banerjee replied that he was appearing merely in his personal capacity as "attorney-general of India", the bench said he was "first of all, the first of all law officers of the country" and "should know" the Centre's stand.

The bench is to judge if the May 23 dissolution of the Bihar Assembly was constitutionally sound and, if not, whether the House should be revived. It is also to decide if governor Buta Singh can be summoned and whether the Election Commission should be restrained from issuing a formal poll notification.

If the commission officially notifies a new election, courts cannot intervene any more and the petitions seeking revival of the House become infructuous.

The bench said it would take up the challenge to the Assembly dissolution first so that a verdict can be passed before October 18, the date for the first phase of Bihar elections.

At this the commission's counsel, S. Muralidhar, mentioned that the panel has already announced in a press release that the formal notification will be issued on September 23. So, after that date, no court can interfere in the election process.

"The model code of conduct has already come into force," Muralidhar told the court.

The bench clarified that it wasn't talking of a stay on the poll process but only about the constitutional validity of the Bihar House dissolution.

"If the proclamation is bad, the decision must come before October 18 because so much money is spent and the rights of the electorate (are) involved," Justice Sabharwal, the presiding judge, said.

Guv reports to be given to SC

But Buta above suspicion for Centre

HT Correspondent
New Delhi, August 30

THE Centre, on Tuesday, expressed its willingness to put up for judicial scrutiny two reports of Bihar Governor Buta Singh recommending dissolution of the state Assembly, but opposed any move to subject the Governor to similar scrutiny.

"The Union is answerable for the Governor's actions", additional solicitor-general Gopal Subramanium said during the course of his arguments. He took the stand before a Bench comprising chief justice R.C. Lahoti, justice G.P. Mathur and justice P.K. Balasubramanyan — which was hearing the pleas of former NDA MLAs challenging the dissolution of the House on May 23 — that the Centre was ready to make available to parties copies of the Governor's reports.

He, however, opposed any move to either implead the Governor as a party to the petition or issue notice to him in view of the specific bar contained in Article 361 of the Constitution.

Courts had no jurisdiction over the Governor, he said. Courts could, in terms of the Bommai judgment, scrutinise whether his actions were mala fide, but he could not be subjected to such scrutiny, the AS-G said.

Although attorney-general Milon K. Bannerjee, who opened the arguments, left open such a possibility for a later stage, in the light of the Union's submission, the court wondered who should be answerable for non-performance of the Governor's duties. Could he be issued directions to carry out the same? the court sought to know.

The AS-G, however, persisted with the view that, in such a case, the court could issue a mandamus to the Centre to ensure that the Governor carries out his duties. "As long as every constitutional functionary fulfils his duties, there's no need for courts to issue any directions, but what happens if they fail to do so?" chief justice Lahoti asked. "What do we do in such a chaotic situation?"

Justice Lahoti asked the Union government to spell out its stand on whether the court could issue a directive to a Governor to administer the oath of office to newly elected members after elections if he fails to do so. Appearing for the MLAs, senior counsel Soli J. Sorabjee, said the Governor could be impleaded as a party if legal mala fides were alleged to him, as in the case of Bihar. But it was up to him to appear before the court.

Sorabjee said the court should test if the reports mentioned sufficient material evidence for the Governor to come to a "grave apprehension" of horse-trading in the Assembly, which was put under suspended animation since March 7, four days after the declaration of the election results. The A-G said there was no need to make the Governor a party or issue notices to him at this stage, but it could be done subsequently.

However, his AS-G said the Governor could not, in any case, be made answerable to the court for actions carried out in his official capacity.

Meanwhile, criticising the Bihar government under Governor Buta Singh on issues such as rising cases of atrocities against Dalits, the floods scam and loot of public money, CPI(M-L) politburo member Ram Naresh Ram said on Tuesday that his the party would raise these issues during the public awareness programme next month and seek the support of the people for a mandate in the polls.

The CPI(M-L) would seek to cobble up a viable political alternative led by the Left parties against the RJD-Congress combine in Bihar in the run-up to the Assembly elections.

DEFENDING BUTA

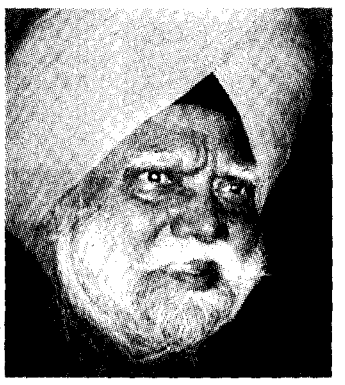

- Additional solicitor-general (ASG) Gopal Subramanium said that courts had no jurisdiction over the Governor
- The court wondered who should be answerable for non-performance of Governors
- The AS-G said the court could issue a mandamus to the Centre to ensure that Governor carries out his duties

New panel to study Centre-state relations

Governor's Role And Appointment To Be Reviewed

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: A new commission on Centre-state relations will examine the governor's role, and the issue of appointments, Union home minister Shivraj Patil said on Wednesday. With ally CPM finding it strange that the government was re-opening certain issues which had already been decided, Patil told the Rajya Sabha during Question Hour that the government had decided to set up a new commission given the "sea changes" in polity and economy since the Sarkaria Commission looked at the issues.

Patil made clear the government's reservations on some issues as SP's Shahid Siddiqui said the politicisation of the governor's role had created problems in Centre-state relations, particularly in the more recent past.

Patil said the Sarkaria report recommendations on the governor's role had been considered, and essentially rejected, by both the NDA government and the Inter-state Council. The new commission's terms of reference include the governor's role and if there are fresh recommendations, they can be considered.

When Rajya Sabha chairman B S Shekhawat pitched with his own concerns on the issue of governor appointments. Patil said phrases such as effective consultation could be interpreted subjectively — they are not clear to everybody and politics creeps in to further cloud the issue.

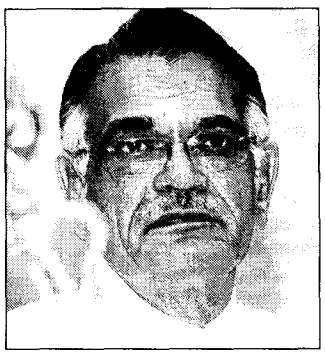

The commission should look at all this and suggest what can be done, he said. CPM MP Nilotpal Basu, insistently raising the issue of transferring specific Centrally-sponsored schemes to states, said it was strange that the government was re-opening issues which had already been decided, but not implemented, by the National Development Council. Patil voiced readiness to a discussion on this. MP Brinda Karat, focusing on the point of linking Central assistance to state performance, brought in the conditions the World Bank imposes on its assistance and said there were questions on how state performance would be defined.

AIADMK MP T T V Dhinakaran, who raised the question, sought an assurance that Sarkaria Commission recommendations on delegation of powers to states would be implemented anyway while his colleague, P G Narayanan, wanted the Centre to give up its "stranglehold over the divisible pool of taxes."

Of 247 recommendations made by the Sarkaria Commission, Patil said 179 have been implemented, 63 have been rejected and five are pending.

The commission's terms of reference say it will review the working of existing arrangements, address the growing challenges of ensuring good governance and make recommendations on the role, responsibility and jurisdiction of the Centre versus states during major and prolonged outbreaks of communal or caste violence or any other social conflict.

কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে নয়া কমিশন

নয়াদিল্লি, ২৪ অগস্ট: কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখতে একটি আলাদা কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে মনমোহন সরকার। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাটিল আজ জানান, রাজ্যপালের ভূমিকা কী হওয়া উচিত, তা এই কমিশনের বিচার্য হতে পারে। পাটিলের কথায়, "কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নিয়ে সারকারিয়া কমিশনের সুপারিশের পরে প্রায় দু'দশক কেটে গিয়েছে। তা মাথায় রেখেই মন্ত্রিগোষ্ঠী নতুন কমিশন গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, সারকারিয়া কমিশনের ২৪৭টি সুপারিশের মধ্যে ১৭৯টি রূপায়িত হয়েছে। ৬৩টি গ্রহণ করা হয়নি। — পি টি আই

কেন্দ্রের পুরো টাকা আগাম চান বামেরা

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ১৬ অগস্ট: কর্মসংস্থান বিলে রাজ্যের দশ শতাংশ আর্থিক দায় মানতে নিমরাজি বামেরা কেন্দ্রের দেয় নব্বই শতাংশ টাকা আগাম দেওয়ার দাবি তুললেন। এবং কেন্দ্র সেই দাবি মেনে নিতে চলেছে বলেই সরকারি সূত্রের খবর।

রাজ্যগুলির কাঁধে দশ শতাংশ দায় চাপানোর বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের দৃষ্টিভঙ্গিই শেষ পর্যন্ত বাম মহলে স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু তার বিনিময়ে আজ সরকারের সঙ্গে আলোচনার সময় বামপন্থীরা বলেছেন, কেন্দ্রের অর্থ আগাম পাওয়া না-গেলে রাজ্যগুলির পক্ষে এই প্রকল্প রূপায়ণ করা সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেন্দ্র টাকা পাঠাতে দেরি করলে প্রকল্পের কাজ শুরু হবে না, এবং তখন কেউ আদালতে চলে গেলে রাজ্যকে বেকার ভাতা দিতে হবে। এই কারণেই কাজ না-পাওয়ার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার বিষয়টিকেও 'নাম নথিভুক্ত করার পরে পনেরো দিনের' বদলে 'এক বছর' করার দাবি তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্ত। আজ কেন্দ্রের সঙ্গে বামেদের আলোচনায় তিনিই বামপন্থীদের নেতৃত্ব দেন।

কর্মসংস্থান প্রকল্প

রাজ্যগুলির দশ শতাংশ আর্থিক দায় নিয়ে কেন্দ্র আগেই অনড় অবস্থান নিয়েছিল। আর আজ সরকার-বাম আলোচনার পরে লোকসভার নেতা প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেন, "প্রকল্পের দশ শতাংশ আর্থিক দায় ও বেকার ভাতার দায় রাজ্যগুলিকেই বহন করতে হবে।" অসীমবাবু এ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে না-চাইলেও সিপিএম পলিটব্যুরোর সদস্য বৃন্দা কারাট বলেন, "এ নিয়ে আলোচনা চলছে। তবে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হল কেন্দ্রের টাকা অগ্রিম পাঠানো এবং কাজ দেওয়ার ক্ষেত্রে বৈচিত্র আনা।" অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে বামেরা যে নরম, তা স্পষ্ট। বিষয়টি নিয়ে প্রণববাবু গত সপ্তাহে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

আজকের আলোচনায় কাজ শুরুর আগেই কেন্দ্রের টাকা দেওয়ার প্রশ্নে বামেদের সঙ্গে সরকারের মোটের উপর মতৈক্য হয়েছে। তা ছাড়া, শুধু মাটি কাটার পরিবর্তে নানা ধরনের কাজকে এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বামেদের দাবি কেন্দ্র বিবেচনা করছে। বামেরা চান এই প্রকল্পের আওতায় ন্যূনতম মজুরি দেওয়া নিশ্চিত করতে হবে, এক তৃতীয়াংশ কাজ মহিলাদের দিতে হবে, কাজ দেওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে, এবং কী ধরনের কাজ দেওয়া যায় তা নিয়ে রাজ্যের সঙ্গে আলোচনার ব্যবস্থা করতে হবে। বৃন্দার কথায়, "বন্যার পরে তো মাটি কাটার কাজ দেওয়া সম্ভব নয়। তখন অন্য কাজের ব্যবস্থা করতে হবে।" এর ব্যাখ্যা দিয়ে আরএসপির মনোজ ভট্টাচার্য বলেন, "সে সময় মহিলা ও শিশু কল্যাণের অথবা স্কুলবাড়ি তৈরির কাজ দেওয়া যেতে পারে।"

তবে বামেরা শেষ মুহূর্তে নতুন নতুন শর্ত আরোপ করতে থাকায় সরকার খানিকটা অসন্তুষ্টই হয়েছে। আলোচনার পরে প্রণববাবু বলেন, "বামেদের একগুচ্ছ দাবি রয়েছে এবং আমরা সেগুলি বিবেচনা করছি।" আর রঘুবংশ সরস ভাষায় বলেন, "নানা রঙের সুপারিশ এসেছে। আমরা দেখছি কোনগুলো মানা সম্ভব।"

আজ প্রণববাবুর উপস্থিতিতে কেন্দ্রের সঙ্গে বাম নেতাদের কর্মসংস্থান বিল নিয়ে দেড় ঘণ্টা আলোচনা হয়েছে। সেই আলোচনায় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী রঘুবংশ প্রসাদ সিংহ ছাড়া সংসদীয় মন্ত্রী গুলাম নবি আজাদও উপস্থিত ছিলেন। বামেদের পক্ষে অসীমবাবু, বৃন্দা কারাট ছাড়াও ছিলেন সিপিএমের বাসুদেব আচারিয়া ও নীলোৎপল বসু, সিপিআইয়ের অজয় মুখোপাধ্যায়, আরএসপির মনোজ ভট্টাচার্য প্রমুখ। অসীমের উপস্থিতি আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করে। তাঁর কথায়, তাঁকে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে এই বৈঠকে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

অসীমবাবু বলেন, "বিলের উদ্দেশ্য ঠিক হলেও এর কতগুলো দিক আছে যার ফলে বাস্তবে অসুবিধা হতে পারে। আমাদেরও কিছু অভিজ্ঞতা আছে। তাই রূপায়ণের আগে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাইছি। চেষ্টা করছি যাতে ঐকমত্যে পৌঁছনো যায়।" আর বৃন্দা বলেন, "আমরা আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি জানিয়েছি। আলোচনায় কিছুটা অগ্রগতিও হয়েছে। আশা করি, সরকার সংশোধনী-সহ বিলটি শীঘ্রই নিয়ে আসবে।" আজ সন্ধ্যায় সংসদের পরামর্শদাতা কমিটিতে বিলটি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। কালই সেটি লোকসভায় পেশ হওয়ার কথা।

Buta put on notice, Delhi to run Bihar

SAROJ Nagi and RAJNISH Sharma
New Delhi, August 1

THE CENTRE is understood to have put Buta Singh on notice by making it clear to him that henceforth, all his actions as Governor would be under scrutiny by the Union home ministry. Summoned to New Delhi by home minister Shivraj Patil on Monday night, Singh was told that New Delhi would closely monitor the law and order situation in Bihar, vet all transfers and appointments and keep a close eye on funds.

It was an action-packed Monday as far as Bihar was concerned and Buta was in the line of fire of the Opposition on the issue of the abrupt transfer of 17 IPS officers in the state. In the morning, a delegation of NDA leaders led by BJP president L.K. Advani and George Fernandes met the President and conveyed their deep anguish over the events in Bihar. They handed over a memorandum to Kalam alleging that chief secretary G.S. Kang was forced to go on leave because of the "brazen manner in which the Governor is manipulating the entire administration".

To make matters worse for Buta, the IAS Association of Bihar passed a resolution backing the chief secretary.

It seems that Buta Singh is turning out to be a liability for the Congress in Bihar, fuelling speculation that Prime Minister Manmohan Singh and Sonia Gandhi may be compelled to replace him to contain the damage. Well-placed sources, however, ruled out an immediate change of guard in Patna lest this be taken as the Centre's endorsement of the Opposition's charge that the Governor had misused his office to favour RJD chief Lalu Yadav.

But state-level Congress leaders have begun to complain to party bosses about the growing perception that Governor's rule in Bihar is turning out to be far worse than the earlier regimes. It is being said that during his meeting with Patil, Buta will be handed a list of do's and don'ts.

Continued on Page 3

Nod for Central rule extension

Statesman News Service

NEW DELHI, Aug. 1. — Preceded by a noisy walk-out by the BJP-led NDA Opposition, the Rajya Sabha today approved a 6-month extension of President's rule in Bihar where elections to the Assembly are expected in October-November.

The extension will be for six months from 7 September at the end of the first six months from 7 March when President's Rule in the state was imposed. The Statutory Resolution, approving the extension was approved by voice vote minutes after the protest walkout by NDA members who alleged that the extension was a ploy to put off elections.

Rejecting the charge that the Centre frustrated NDA's efforts to form a government in Bihar, the home minister, Mr Shivraj Patil stoutly defended Governor Buta Singh's recommendation for dissolution of the Assembly. Replying to an acrimonious discussion on the Statutory Resolution, Mr Patil said that as recommended by the Governor, the Centre dissolved the assembly for seeking a fresh mandate and putting an end to "horse trading".

Repudiating fears and doubts that polls would be put off, he noted that the Election Commission was planning polls for October-November.

Though government had nothing to do with the poll schedule, it would be happy if the elections were held earlier, he said.

Before walking out, senior BJP member Sushma Swaraj said the NDA was not satisfied with the reply of the Home Minister who has "failed" to explain "crucial issues", including the row between the Governor and state chief secretary GS Kang who had proceeded on leave after mass transfer of IPS officers in the state.

Mr Patil had said that all decisions on transfers were taken by a committee after reaching a consensus." We were told that transfer of officials was decided by a committee by consensus."

He said the committee was formed to carry out transfer before the notification o elections in the state wa issued. The state chief secre tary, the Home Secretary an other officials were part o the committee and the reached consensus on trans fers except in case of two or three districts, he said.

The discussion, initiated by BJP's Ravi Shankar Prasad, went on party lines with the Opposition charging the Governor with denying the democratic right to NDA to form the government as it had enjoyed "a clear majority."

The Treasury Benches strongly questioned this claim and said President's rule was the only way out to "save democracy" and stop "horse-trading".

CENTRE EXTENDS PRESIDENT'S RULE

SC to hear Bihar NDA petition

SNS & PTI

NEW DELHI, Juiy 25. — While the Supreme Court today rejected the objections of the Centre on entertaining a challenge to the decision to dissolve the Bihar Assembly and said that the former NDA MLAs "have made out a case" for hearing of their petition, the Centre extended President's rule in Bihar for another six months.

Putting searching questions regarding the materials placed for satisfaction of the President, who was abroad at that time, before the step under Article 356 of the Constitution was taken, a three-judge Bench headed by Chief Justice Mr RC Lahoti issued notices to the Centre and the Bihar Governor while asking them to file replies within three weeks. The Bench, also comprising Mr Justice CK Thakker and Mr Justice PK Balasubramanyan, perused the file detailing the 11 p.m. Cabinet meeting on 22 May, the transmission of the notification and other documents to the President's secretariat and the transmission of documents to the President after 1 a.m. that night from Delhi to Moscow for his perusal and assent.

When senior advocate Mr Gopal Subramaniam said the President gave his assent to the Cabinet decision at "3:30 a.m. local time", the Bench, which took note of the swift manner in which the decision was taken and the Presidential assent to it, said "this case calls for hearing".

Appearing for the NDA MLAs, senior advocate Mr Soli J Sorabjee said the Governor, as per the Supreme Court ruling in the Bommai case, was required to make an effort to find out as to which party could form a stable government. The Governor did nothing of that and on mere conjectures and surmises about "horsetrading of MLAs" recommended the dissolution of the House, he argued.

Reacting to the Supreme Court's notices to the Centre and the Bihar Governor, the BJP, which intends to raise the matter in Lok Sabha tomorrow, said the government's action showed it was in a hurry to "cover up". BJP spokesman Mr VK Malhotra said the verdict was "a slap in the face of the government". The Centre, surprisingly, showed undue haste in extending President's rule in Bihar though the first six-month term was to expire on 6 Septembern, he said.

Meanwhile, an eight-member Election Commission. led by its adviser Mr KJ Rao, will visit Bihar from tomorrow.

উন্নয়নে, জঙ্গি দমনে একজোট পশ্চিমবঙ্গ-ঝাড়খণ্ড

স্টাফ রিপোর্টার: আর কোনও চাপান-উতোর নয়। দুই রাজ্যের আর্থিক উন্নয়ন ও নকশাল জঙ্গি দমনে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ড। বৃহস্পতিবার মহাকরণে দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে আলোচনার নির্যাস এটাই।

শুধু ঝাড়খণ্ড নয়, রাজনৈতিক মতাদর্শ পাশে সরিয়ে রেখে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ওড়িশা ও ছত্তীসগঢ়কে সঙ্গে নিয়ে পরিষদ গঠন করে আগামী দিনে আর্থিক উন্নয়নের পথে হাঁটতে চাইছেন।

বৈঠকের পরে বুদ্ধবাবু বলেন, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ দুই রাজ্যের স্বার্থ রক্ষা করেই একসঙ্গে এগিয়ে যাওয়ার কথা হয়েছে। তাঁর এই পরিকল্পনায় অর্জুন মুন্ডাও একমত বলে জানান তিনি। এমনকী এই পরিষদ গঠনের ক্ষেত্রে ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়কও এগিয়ে আসার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে বুদ্ধবাবু জানিয়েছেন।

এ দিন মহাকরণে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে দুই মুখ্যমন্ত্রীর মধ্যে বৈঠক চলে। মূলত তিনটি বিষয়ে দু'পক্ষের আলোচনা হয়েছে। তার মধ্যে আছে শিল্পায়নের স্বার্থে দুই রাজ্যের মধ্যে আকরিক লোহার মতো খনিজ সম্পদের জোগান সুনিশ্চিত করা; চার রাজ্যকে নিয়ে পরিষদ গঠন করে পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নে কেন্দ্রের কাছে দাবি আদায়; নকশাল দমন ও অনুপ্রবেশের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা প্রতিরোধে পারস্পরিক সহযোগিতা; পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন বাঁধ থেকে ঝাড়খণ্ডের নদীগুলিতে জল সরবরাহ বাড়ানো।

বৃহস্পতিবারের বৈঠকে স্থির হয়েছে, উন্নয়নের লক্ষ্যে আপাতত ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গ পরস্পরের চাহিদা মেটাতে একটি নীতি তৈরি করবে। এই নীতি রূপায়ণে কেন্দ্রীয় খনিজ, ইস্পাত ও পরিবেশ মন্ত্রকের প্রয়োজনীয় অনুমোদনের জন্য দুই মুখ্যমন্ত্রী একসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। খুব শীঘ্রই এই বিষয়ে দুই রাজ্যের মধ্যে ফের আলোচনা হবে বলে বুদ্ধবাবু জানিয়েছেন।

বুদ্ধবাবু অবশ্য জিন্দলদের প্রসঙ্গ বারবার এড়িয়ে গিয়ে ঝাড়খণ্ড থেকে আকরিক লোহার জোগানের ব্যাপারে বলেন, "আগে ওঁদের ইস্পাত প্রকল্পগুলি হোক। তার পরে পশ্চিমবঙ্গকে যা দেওয়ার দেবেন। এখন দেখতে হবে, উনি কতটা দিতে পারেন এবং আমরা কতখানি নিতে পারি।"

অর্জুন মুন্ডা বলেন, দুই রাজ্যের অগ্রগতির ব্যাপারে তিনিও হাত মিলিয়ে কাজ করতে আগ্রহী। তিনি যে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে দিল্লি যাবেন, তা-ও জানিয়ে দেন তিনি।

এত দিন মাওবাদীদের দৌরাত্ম্য নিয়ে প্রতিবেশী দুই রাজ্য পরস্পরকে দায়ী করে এসেছে। দুই রাজ্যের চাপান-উতোরের সুযোগ নিয়েই নিজেদের সংগঠন বাড়িয়েছে মাওবাদীরা। এত দিনে দুই রাজ্যের সরকারই এটা বুঝেছে। দুই মুখ্যমন্ত্রী এ দিন ঘোষণা করেন, জঙ্গি কার্যকলাপ দমনে দুই রাজ্যের পুলিশ যৌথ অভিযান চালাবে। তৈরি করবে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। এই নিয়ে কেন্দ্রের সঙ্গে দুই রাজ্যের পুলিশকর্তারা আলোচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলবেন দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। সেখানে দুই রাজ্যের উন্নয়নের সঙ্গে মাওবাদী সমস্যা নিয়েও সবিস্তার আলোচনা হবে।

রাজ্যের বিভিন্ন বাঁধ থেকে ঝাড়খণ্ডে চাষের জল সরবরাহের ব্যাপারে বুদ্ধবাবু এ দিন খুবই সহানুভূতিশীল ছিলেন। ঝাড়খণ্ডের কৃষকদের কাছে চাষের জল যে এখন বড় সমস্যা, তা স্বীকার করে তিনি বলেন, জল না-পেয়ে ঝাড়খণ্ডের ক্ষতি হচ্ছে। এই সমস্যার সমাধানে পশ্চিমবঙ্গকে নমনীয় মনোভাব দেখাতে হবে। বৈঠকে ঠিক হয়েছে, খুব শীঘ্রই দুই রাজ্যের সেচ দফতর আলোচনায় বসে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা করবে।

এ দিনের বৈঠকে অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়েও বেশ কিছু ক্ষণ আলোচনা হয়। কয়েক দিন আগে রাজ্যপালদের বৈঠকে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গাঁধী বলেছিলেন, এই রাজ্যে অনুপ্রবেশ একটি ভয়াবহ সমস্যা। মুন্ডা এ দিন বুদ্ধবাবুকে বলেন, অনুপ্রবেশের ধাক্কা ঝাড়খণ্ডের পাকুড় পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত। বুদ্ধবাবু বলেন, এটা ঠিকই যে, অনুপ্রবেশ ভয়াবহ, বিপজ্জনক। তবে এটাও দেখতে হবে, বাংলায় কথা বললেই বাংলাদেশি নয়। সন্দেহ হলে সেই রাজ্য সরকার যেন পশ্চিমবঙ্গকে জানায়। রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে।

Govt sets up GoM to study SC ruling on IMDT Act

Our Political Bureau
NEW DELHI 14 JULY

THE Supreme Court order striking down the Illegal Migrants (Determination by Tribunal) Act (IMDT) has made it clear to the Centre that the Assam government should be tutored in the restraints of the rule of law. The Manmohan Singh government has now opted for the familar committee route to extrictate itself, for the time being, from the controversial issue. At a meeting of the Cabinet committee on political affairs, Manmohan Singh constituted a group of ministers (GoM) to "study" the Supreme Court ruling on the IMDT Act and advised the government on what has to be done. "The GoM will hear the views of various parties and advise the Government for further action," government spokesman said after the meeting.

The development was not unexpected as the Centre does not have much option. A petition to review the issue at this jucture would have amounted to insulting the legal process. The court has severely indicted the Centre for not performing its duty to protect Assam from "external aggression".

However, appeasement Sultans in the ruling party like former chief minister of Madhya Pradesh, whose reflexes waver between political cleverness and constitutional timidity, defended the Assam government's IMDT track record. "The government cannot be seen as sharing their obsession with unprincipled acts. The GoM will give the government enough time and opportunity to contemplate on the issue," a government functionary said. Politically, too, a pro-IMDT move can be costly as the BJP already made it its principal campiagn theme in the coming polls in Assam.

Striking down the IMDT Act as unconstitutional, a bench of Chief Justice RC Lahoti, Justice GP Mathur and PK Balasubramnyan said the law on illegal migrants enacted by the Centre for Assam "negated the mandate" of Article 355 of the Constitution casting a duty on it to protect every state against external aggression and internal disturbance.The Court took serious note of the report of then Assam Governor Lt Gen SK Sinha to the Centre in 1998 about the migration changing the demography in several districts of the state and encouraging insurgency in the entire region. "There can be no doubt that Assam is facing external aggression and internal disturbance on account of largescale illegal migration of Bangladesh nationals," Justice Mathur, writing the unanimous judgement, said.

JUL 2005 The Economic Times

"Police need to be caring, humane"

Manmohan lays stress on good governance

Special Correspondent

NEW DELHI: There is need to ensure that our police forces and criminal justice systems are "responsible, sensitive, caring and humane," Prime Minister Manmohan Singh said here on Tuesday.

In his concluding remarks at the ninth meeting of the Inter-State Council here, Dr. Singh said the police and other law enforcement machinery as well as the service delivery wings were fields where the common man had an interface with the Government. "It is in these spheres that a citizen runs into the brutal, insensitive side of government, and hence the need for good governance. There is a need to ensure that our police forces and criminal justice systems are responsive, sensitive, caring and humane. They need to be not just efficient or accountable but also responsive to the citizen's needs," he said.

Dr. Singh said the service delivery wings of government — such as those providing electricity, water supply, health care, education, municipal services — had a high degree of public interface. "Here too, the principle of good governance can ensure that government-citizen interactions are pleasant and responsive," he told the Chief Ministers who attended the meeting.

Describing the increasing government expenditure as "natural," Dr. Singh said as the economy grew and became more broadbased, the Government took on many development and welfare functions. Given the rising trend in the physical and financial size of the Government, it became essential that governments functioned in an efficient, effective and accountable manner. "Even with the changes in our economy over the last decade, during which period government has reduced its role as a licensor or controller in many sectors, government continues to play a role as an umpire," he said.

He urged the Chief Ministers to initiate measures for disaster mitigation and integrate disaster management into development planning.

There was need to move away from a purely relief-centric approach and the Government was already moving in that direction.

Emphasising the role of community and Panchayati Raj institutions in disaster mitigation, Dr. Singh said a multi-disciplinary approach and the involvement of the corporate sector, youth organisations and the community were essential in working together for a safer India.

Referring to the response of the Centre, the State governments and NGOs to the tsunami, the Prime Minister said it bore testimony to their abilities to work together for providing succour to the affected people.

Later, briefing reporters, Union Home Minister Shivraj Patil said several Chief Ministers suggested the setting up of a commission to look into the entire gamut of Centre-State relations, a promise made by the UPA Government in the Common Minimum Programme.

29 JUN 2005 THE HINDU

পরিষদ বৈঠকে কেন্দ্র-রাজ্য দর কষাকষি

ঋণের বোঝা হ্রাসে অসীমের প্রস্তাব মানলেন মনমোহন

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: কেন্দ্রের ঋণনীতি নিয়ে রাজ্যের আপত্তি খতিয়ে দেখতে রাজি হল কেন্দ্র।

রাজ্যের ঋণের বোঝা কমাতে পশ্চিমবঙ্গের অর্থমন্ত্রী অসীম দাশগুপ্তের অনুরোধ মেনে সরাসরি হস্তক্ষেপ করছেন প্রধানমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে তাঁর নির্দেশ, জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের আওতায় একটি সাব কমিটি গড়তে হবে। জাতীয় স্বল্প সঞ্চয় তহবিল থেকে রাজ্যগুলিকে কম সুদে ঋণদান ফের চালু করার বিষয়টি খতিয়ে দেখবে এই সাবকমিটি। নেতৃত্বে থাকবেন অর্থমন্ত্রী চিদম্বরম।

আজ অসীমবাবু তথ্য-পরিসংখ্যান পেশ করে অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের উন্নাসিক মনোভাবের কারণেই রাজ্যগুলি ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ছে। তিনি বলেন, রাজ্যগুলি এক সময় জাতীয় ক্ষুদ্র সঞ্চয় তহবিল থেকে কম সুদে (প্রায় সাত শতাংশ) ঋণ নিতে পারত। পশ্চিমবঙ্গ ৭০ শতাংশ ঋণই নিত এই তহবিল থেকে। কিন্তু ১৯৯৯-২০০০ সাল থেকে তা বন্ধ। ফলে, বাজার থেকে প্রায় ১১ শতাংশ হারে ঋণ নিতে বাধ্য হয় রাজ্যগুলি। অসীমবাবুর দাবি, কেন্দ্র এই তহবিল থেকে ফের ঋণ দিক, দরকারে প্রশাসনিক শুল্ক আদায় করুক। পাশাপাশি, কেন্দ্রীয় সহায়তা প্রাপ্ত প্রকল্পগুলির অর্থ সরাসরি রাজ্যের হাতে তুলে দিতেও দাবি জানান অসীমবাবু। কারণ, রাজ্যই এই প্রকল্প রূপায়িত করে।

কালই পরিষদের বৈঠকে কেন্দ্রের বঞ্চনার প্রতিবাদে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। তার পাল্টা হিসাবে যোজনা কমিশনের মূল্যায়ন রিপোর্ট তুলে ধরে রাজ্যকে চাপ দিয়েছিল কেন্দ্র। বাম-কংগ্রেস টানাপোড়েনের প্রেক্ষিতে এই চাপানউতোর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। দুপক্ষের নরমগরমের রাজনীতি আজ আরও স্পষ্ট হল মনমোহন অসীমবাবুর অনুরোধ মেনে চিদম্বরমকে নির্দেশ দেওয়ায়।

আজ পরিষদের বৈঠকে অসীমবাবু শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সব রাজ্যের আর্থিক সমস্যার নানা দিক প্রধানমন্ত্রীর গোচরে আনেন। কেন্দ্রীয় সহায়তাপ্রাপ্ত প্রকল্পগুলির ক্ষেত্রেও দিল্লির আমলাতান্ত্রিক লালফিতে যে রাজ্যগুলির দ্রুত উন্নয়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, সেই ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকের মাঝেই চিদম্বরমকে ডেকে রাজ্যগুলির সমস্যা লাঘবে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেন। কৃষি নিয়েও একটি সাবকমিটি গঠিত হবে।

পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে যোজনা কমিশনের মূল্যায়ন রিপোর্ট নিয়ে আপত্তি আছে অসীমবাবুর। পরিকল্পনাবর্হিভূত খাতে রাজ্য উদার ভাবে ব্যয়বৃদ্ধি করেছে, যোজনা কমিশনের এই ব্যাখ্যা মানতে তিনি নারাজ। তাঁর মতে, আমলাদের পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে কাজকর্মের মূল্যায়ন ঠিক হয় না।

পেনশন সংস্কারে এগোক রাজ্যগুলি, চাইছেন চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ২৮ জুন: কেন্দ্রীয় বাজেটে বিভিন্ন মন্ত্রকে বরাদ্দ অর্থের সদ্ব্যবহার কী ভাবে হয়েছে, তার চিত্র পেশ করতে আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে 'আউটকাম বাজেট' বা 'খরচের হিসাব' প্রকাশিত হবে বলে জানিয়েছেন অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। সরকারি ব্যয়ের কার্যকারিতা পেশ করতে এই ধরনের প্রচেষ্টা এই প্রথম। পাশাপাশি রাজ্যগুলিকে পেনশন ক্ষেত্রে সংস্কারের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দিলেন চিদম্বরম। তাঁর আশঙ্কা, ২০০৯-'১০ সালের মধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির পেনশন দায় লক্ষ কোটি টাকা ছাড়িয়ে যাবে।

জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে চিদম্বরম বলেন, বরাদ্দ বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়। ওই অর্থ কী ভাবে ব্যয়িত হচ্ছে, তা দেখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যয়ের চরিত্র নির্দিষ্ট ভাবে প্রকাশ করা প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। এর ফলে বরাদ্দ কার্যকর হচ্ছে কি না, তা পরিষ্কার হয়ে যাবে এবং সরকারি ব্যয়ে স্বচ্ছতা বাড়বে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী। রাজ্যগুলিকেও এই ধরনের বাজেট প্রকাশ করতে পরামর্শ দেন চিদম্বরম।

আজ এখানে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে নিজের বক্তব্য পেশ করে সাংবাদিকদের অর্থমন্ত্রী বলেন, পেনশন তহবিল নিয়ন্ত্রক ও উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বিল সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। কেন্দ্র ছাড়া ন'টি রাজ্য নতুন পেনশন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। আরও চারটি রাজ্য এই ব্যবস্থায় আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

আগে থেকে নির্দিষ্ট প্রতিশ্রুত হারে পেনশন ব্যবস্থার বিপদ সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রীদের সতর্ক করে দিয়ে চিদম্বরম বলেন, "এমন ব্যবস্থায় রাজকোষের উপরে যে চাপ পড়ে, তাতে অনেক দেশের পক্ষেই প্রতিশ্রুত পেনশন দেওয়া সম্ভব হয় না। বিশ্বে এমন নজির বহু দেশেই আছে। পরিবর্তে নতুন ব্যবস্থা অনেক নমনীয় হবে। যার ফলে যাঁরা সরকারি কর্মচারী নন, তাঁরাও ভবিষ্যতে পেনশন পাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরে সঞ্চয় করতে পারবেন।

বর্তমান ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা ব্যাখ্যা করে চিদম্বরম বলেন, মোট শ্রমিকের মাত্র ১২ শতাংশ পেনশনের সুবিধা পান। নতুন ব্যবস্থায় এই হার অনেক বাড়বে। তবে এই ক্ষেত্রে একটি উপযুক্ত নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন। আর ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়েই নতুন বিলটি তৈরি হয়েছে।

পেনশন, বেতন, সুদ ও ভর্তুকির বিল কী ভাবে রাজস্বে থাবা বসিয়ে উন্নয়নের অর্থে ভাগ বসায়, তা ব্যাখ্যা করে অর্থমন্ত্রী বলেন, এই খাতে কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির মিলিত রাজস্বের ১১০ শতাংশ ব্যয় হয়ে যায়। ফলে কী ভাবে রাজস্ব বাড়িয়ে উন্নয়ন খাতে বরাদ্দ বাড়ানো যায়, সে দিকে মনোযোগী হতে রাজ্যগুলিকে পরামর্শ দেন তিনি।-পিটিআই

Delhi not to get water from U.P.

Water woes to continue

Sujay Mehdudia

NEW DELHI: With the Uttar Pradesh Government on Wednesday ruling out possibility of release of water to kick-start the controversial 140 million-gallons-a-day (MGD) Sonia Vihar water treatment plant here for the time being, Delhiites it seems would now have to wait for the monsoon to get any relief from the sweltering heat and the acute water scarcity.

Thanks to pressure from the Ajit Singh-led Rashtriya Lok Dal, it will take some time before any extra water is released for Delhi.

No official word

According to sources in the Delhi Government, there has been no official word from Uttar Pradesh on release of water but it has been conveyed to Delhi that it would not be possible to spare water at present in view of stiff opposition from the close ally of Chief Minister Mulayam Singh Yadav.

Although Mr. Yadav had assured that he would view the situation sympathetically, the RLD leader, Anuradha Chaudhary, who is also the Chairperson of Uttar Pradesh Jal Nigam, is understood to have made it clear that there was no possibility of releasing water to Delhi by sacrificing the interests of farmers of western Uttar Pradesh. A meeting of the Irrigation and Water Department was held in Lucknow this evening to decide on Delhi's request for release of water, but it did not bring any good news.

The Uttar Pradesh Government has pleaded that many of its townships are faced with an acute shortage of water and the level in the Ganga and the Yamuna was not comfortable for release of any extra water for Delhi.

For their part, Delhi Jal Board officials said they were now resigned to the fact that the crisis would end only after the arrival of monsoon. "If Uttar Pradesh decides to release extra water to Delhi after the arrival of monsoon, it would be of no use to us as by that time the damage would have been done and crisis would be over," said an official.

"There has been no official communication to us from Uttar Pradesh. We are still awaiting a word from them. There is enough water in both the Ganga and the Yamuna and we fail to understand why it is not being released to Delhi. However, we continue to be hopeful of an early resolution of the situation and Delhi getting its share of water," remarked the Chief Minister, Sheila Dikshit, who returned from her four-day official tour to London on Tuesday night.

It is understood that Delhi Jal Board officials also briefed Ms. Dikshit on Wednesday about the ground realities.

Water from Haryana

On the other hand, Outer Delhi Member of Parliament Sajjan Kumar has come to the rescue of the Sheila Dikshit Government. It is learnt that Mr. Kumar has taken up cudgels on behalf of the Delhi Government to impress upon Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda to release extra water in the Yamuna for Delhi to allow the Nangloi water treatment plant to work at its full capacity and also make the Bawana water treatment plant operational. It is learnt that Mr. Kumar has the authorisation of Ms. Dikshit to urge Haryana to part with some extra water to meet the water needs of rural Delhi. Mr. Kumar it seems has been able to convince Mr. Hooda to release at least 50 to 80 cusecs of extra water into Yamuna to provide some relief from the tight situation.

23 JUN 2005

জঙ্গি ঠেকাতে উন্নয়ন, কেন্দ্র-রাজ্য একমত

শ্যামল মুখোপাধ্যায় ● রাঁচি

৩০ মে: বন্দুক নয়, নকশাল মোকাবিলায় 'উন্নয়ন'-কেই প্রধান হাতিয়ার করার বিষয়ে কেন্দ্র-রাজ্য একমত। নকশাল প্রভাবিত এলাকার গরিবিই যে এই সমস্যার মূলে সেই বিষয়েও দ্বিমত নেই শিবরাজ পাটিলের সঙ্গে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কিংবা অর্জুন মুন্ডার। সেই কারণেই নকশাল জঙ্গিদের বিরুদ্ধে প্রাথমিক প্রতিরোধ গড়তে যে প্রথমে সাধারণ মানুষের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে তা নিয়ে সংশয় নেই কারও। এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় রাজ্যগুলির পারস্পরিক আর্থিক সম্পর্কের উন্নয়নের জন্য 'অর্থনৈতিক কাউন্সিল' গঠনের প্রস্তাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

পশ্চিমবঙ্গের কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কথায়: যে ভয়ানক দারিদ্র্য, বেকারি এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের অভাবে বিভিন্ন রাজ্যের অনুন্নত এলাকার মানুষ উগ্রপন্থার দিকে ঝুঁকছেন, তা দুর করাই হবে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের চুড়ান্ত লক্ষ্য। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছতে গেলে নকশাল অধ্যুষিত রাজ্যগুলির মধ্যে সমন্বয় জরুরি। মুখ্যমন্ত্রীর প্রস্তাব: সমন্বয়ে গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা নিক কেন্দ্র। বুদ্ধবাবুর বক্তব্যের জের টেনেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বলেন,"গ্রামের গরিব মানুষদের কাজ পাওয়ার অধিকার সংক্রান্ত একটি বিল সংসদের আগামী অধিবেশনে পাশ করানোর জন্য আনা হচ্ছে। তাতে স্পষ্ট বলা হয়েছে কর্মহীন গ্রামীন মানুষদের জন্য বছরে একশো দিন কাজ পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত করা হবে।" এই প্রকল্প রূপায়ণে রাজ্যগুলির সদর্থক ভূমিকা দাবি করেন তিনি।

দীর্ঘদিন পর আন্তঃ রাজ্য পরিষদের পূর্বাঞ্চলীয় শাখার বৈঠক বসেছিল রাঁচিতে। বৈঠকে হাজির ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী অর্জুন মুন্ডা, ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়েক, সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী পবন সিংহ চামলিং, বিহারের রাজ্যপাল বুটা সিংহ প্রমুখ। বুদ্ধবাবু অবশ্য জরুরি কাজের জন্য এদিন বৈঠকের মাঝপথেই বেরিয়ে গিয়ে হাওড়াগামী শতাব্দী এক্সপ্রেসে উঠে বসেন। বৈঠকের পরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান, যে কোনও মূল্যে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিকে সফল করতেই হবে। এই ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীদের মধ্যে কোনও দ্বিমত নেই। এই কারণেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর প্রস্তাব, 'অর্থনৈতিক কাউন্সিল' গঠন করা জরুরি। তাতে বিভিন্ন রাজ্যগুলির মধ্যে পারস্পরিক অর্থনৈতিক সম্পর্ক আরও জোরদার হবে এবং রাজ্যের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন বলে তাঁর বিশ্বাস। গ্রামের গরিব মানুষের কাজ পাওয়ার 'গ্যারান্টির' পাশপাশি উগ্রপন্থীদের বন্দুকবাজি ঠেকাতে নকশাল অধ্যুষিত প্রতিটি রাজ্যে 'নোডাল অফিসার' নিয়োগের প্রস্তাব নিয়ে কেন্দ্র ভাবনা চিন্তা করছে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন। নোডাল অফিসারেরা নকশালদের গতিবিধি, গ্রামের মানুষের মনোভাব, তাঁদের সমস্যার বিস্তারিত খোঁজ রাখবেন। বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত নোডাল অফিসারদের মধ্যে সমন্বয় থাকবে। ফলে, নকশাল অধ্যুষিত জেলাগুলিতে কিছু ঘটলে সঙ্গে সঙ্গেই তা পাশাপাশি রাজ্যগুলি জানতে পারবে। এই ব্যবস্থা উগ্রপন্থা দমনে ভীষণ কার্যকর হবে বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ধারণা। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীরাও তাঁর এই নোডাল অফিসার নিয়োগের ব্যাপারটিকে সমর্থন জানিয়েছেন।

নকশাল এবং উগ্রপন্থী দমনে কেন্দ্র নরম মনোভাব নিচ্ছে—এই অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "রাজ্যে পুলিশ রয়েছে। আমরাও সিআরপিএফ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে রাজ্যগুলিকে সাহায্য করছি। পুলিশের আধুনিকীকরণের জন্য রাজ্যসরকারগুলিকে প্রচুর টাকা দেওয়া হয়েছে।" তিনি বলেন, " ভুলে গেলে চলবে না, ওই ছেলেরা আমাদেরই ঘরের। শুধু পুলিশ দিয়ে মোকাবিলা করাই শেষ কথা নয়।" কয়লাখনির রয়্যালটি পাওয়ার বিষয়টিতে বঞ্চনার অভিযোগ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীরা ছিলেন সরব। তাঁদের যুক্তি মেনেই কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "মাস তিনেকের মধ্যেই সেস এবং রয়্যালটির ব্যাপারে কেন্দ্র ফের পর্যালোচনায় বসছে।"

13 yrs on, east council meet

MANOJ PRASAD
RANCHI MAY 29

AFTER a lapse of over 13 years, the Eastern Zonal Council will meet here tomorrow. Its participants including six Union ministers will gather at the Indian Institute of Coal Management, amidst heavy security — 50 bullet-proof cars, two companies of the CRPF and police, metal detectors, explosive trackers and sniffer dogs.

As Jharkhand lacks infrastructure of its own, the government is holding the meet at this PSU building (its plan of a new capital is in limbo since its inception in November 15, 2000). The meeting is slated to be attended by two dozen-odd participants including West Bengal CM Buddhadeb Bhattacharya, Orissa CM Navin Patnaik, Sikkim CM Pawan Chamling, Bihar Governor Buta Singh, Union Commerce Minister Kamal Nath, Union Agriculture Minister Sharad Pawar and three Union ministers of state for Home Shri Prakash Jaiswal, Manik Rao and R.Raghupati. Union Home Minister Shivraj Patil is scheduled to preside its one-day session. Andaman and Nicobar's chief secretary D.S. Negi will also be present.

The council formed as part of the State Reorganisation Act, 1956, and National Development Council, is aimed at addressing common interests of the member states for national integration and economic development.

But the Council was a defunct body for years. It had met last at Bhubaneswar on September 21, 1991, but the outcome of this meeting was not known.

State Secretary (Home) J.B. Tubid said the agenda of the May 30 meet was multi fold — rates of royalty over minerals, migration of labour, tourism, environment, promotion agriculture, commerce, import, export, flood management, policing of the National Highways, and security are going to be discussed. Simply put, its theme would be control crime through inter-state policing and accelerating economic development. At the end of the meeting, Patil is slated to brief the media.

Gyanvani for Guwahati, Shillong

SHILLONG: HRD Minister Arjun Singh on Sunday inaugurated the Indira Gandhi National Open University (IGNOU's) Gyanvani FM radio stations for Guwahati and Shillong. "In the North-East, apart from many other things, nature has given challenges in communication and access. But modern technology has been able to overcome this," he said, inaugurating the radio stations, the first of their kind by IGNOU in the north-east.

All state capitals would soon be connected by Gyanvani FM radio stations in the near future, the minister said. Welcoming the radio station, Assam CM Tarun Gogoi said the students of north-east, although very talented, did not get "ample opportunities because of inaccessibility". —PTI

30 MAY 2005 INDIAN EXPRESS

শান্তি আলোচনায় বসার জন্য আলফাকে চিঠি কেন্দ্রের

স্টাফ রিপোর্টার, আগরতলা, ২৮ মে: এ বার আলফাকে অস্ত্রসংবরণ চুক্তি করার লিখিত প্রস্তাব দিল কেন্দ্র। অসমের লেখিকা ও উগ্রপন্থীদের সঙ্গে মধ্যস্থতাকারী মামনি রায়সম ওরফে ইন্দিরা গোস্বামীর মাধ্যমে কেন্দ্র চিঠিটি পাঠিয়েছে। ইন্দিরা নিজেই এ খবর জানিয়ে বলেছেন, ইতিমধ্যেই আলফার দুই সর্বোচ্চ নেতার কাছে চিঠি পৌঁছে গিয়েছে। তাঁদের সঙ্গে তাঁর টেলিফোনে প্রাথমিক কথাবার্তাও হয়েছে।

ইন্দিরা বর্তমানে দিল্লিতে। সেখান থেকে আজ ফোনে তিনি বলেন, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা এম কে নারায়ণন পরশু গুয়াহাটিতে তাঁর কাছে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। সেখানে আলফাকে আনুষ্ঠানিকভাবে শান্তি আলোচনার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। চিঠিতে অস্ত্রসংবরণ চুক্তি করার কথাও বলা হয়। ইন্দিরার দাবি, আলোচনায় বসার জন্য কোনও পূর্বশর্ত রাখা হবে না, কেন্দ্র না কি সেই আশ্বাসও আলফা নেতৃত্বকে দিয়েছে। এমনকী আলফার দাবি অনুযায়ী অসমের 'সার্বভৌমত্ব' নিয়েও আলোচনায় বসতে কেন্দ্র প্রস্তুত। তবে ঠিক কবে এই আলোচনা হবে, তা কেন্দ্র স্থির করেনি।কিন্তু ওই চিঠির প্রতিলিপি সংবাদ মাধ্যমকে দেখাতে ইন্দিরা কিছুতেই রাজি হননি। তিনি বলেন, বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের এক উচ্চপদস্থ অফিসার মামনির হাতে নারায়ণনের স্বাক্ষরিত চিঠিটি দেন। কাল তিনি ওই চিঠির প্রতিলিপি আলফার স্বঘোষিত 'চেয়ারম্যান' অরবিন্দ রাজখোয়ার কাছে ই-মেলে পাঠিয়ে দিয়েছেন।

একই চিঠি আলফার 'কমান্ডার-ইন-চিফ' পরেশ বরুয়ার কাছেও পাঠানো হয়েছে। ইন্দিরা জানিয়েছেন, এই নিয়ে আজ তাঁর সঙ্গে পরেশের ফোনে কথাবার্তাও হয়েছে। চিঠিতে আলোচনায় বসার একমাত্র পূর্বশর্ত হিসাবে শুধু সন্ত্রাস থামানোর কথা বলেছে কেন্দ্র, তাঁর কাছে এই বিষয়টির বিস্তারিত ব্যাখ্যা চান পরেশ। তিনি ইন্দিরাকে জানান, চিঠি নিয়ে তাঁদের সংগঠনের সর্বস্তরে আলোচনার পরেই ভারত সরকারকে মতামত জানানো হবে। দিন কয়েক আগে এনডিএফবির সঙ্গে কেন্দ্রের অস্ত্রবিরতি চুক্তি হওয়ার পরে এখন আলফাই অসমের একমাত্র সন্ত্রাসবাদী সংগঠন। এক দিকে ঢাকার উপর দিল্লির কূটনৈতিক চাপ, অন্য দিকে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সহযোগী দলগুলোর সরে যাওয়া, এ দুইয়ের ফলে আলফার অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি একটু নড়বড়ে বলেই মনে হচ্ছে। এই সময় কেন্দ্রের প্রস্তাব সংগঠনটির কাছে মুখরক্ষার একটি সুযোগও হতে পারে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

29 MAY 2005

29 MAY 2005 ANADABAZAR PATRIKA

Bodo rebels sign truce with Centre

■ Ceasefire for one year
■ Monitoring group soon

HT Correspondent
New Delhi, May 25

IN A major boost to the peace process in the Northeast, the National Democratic Front of Bodoland (NDFB) has signed a ceasefire agreement with the Centre and the Assam Government leading to suspension of operations by the outfit in Assam in over two decades. The agreement will be existence for one year.

The NDFB has agreed to suspend all violent activity in the State against security forces and civilians. Similarly, security forces will not carry out any operations against the NDFB. According to the the accord signed on Tuesday, all three sides will suspend operations for one year beginning June 1, 2005 and the Bodo outfit will maintain peace during this period. The security forces will, in turn, not carry out any operations against the NDFB. Also, the NDFB cadres will not carry arms or move in uniform during this period. It will also desist from assisting other militant groups.

The agreement was signed by special secretary in Union home ministry, Assam's home secretary B.K. Gohain and general secretary of the National Democratic Front of Bodoland (NDFB), ending 20 years of insurgency by the group in which over 1,000 people have been killed. After his meeting with the Bodo leaders on Wednesday, Union home minister Shivraj Patil said the accord would help in strengthening the peace process in Assam and other states in the Northeast.

"It is a step forward in the peace process and will encourage other insurgent organisations to come forward and form agreements," said the home minister. He said the ceasefire would help in the all-round development of the area and in fulfilling the legitimate desires of the people. Patil said a Joint Monitoring Group (JMG) would be formed to oversee the implementation of the agreement.

The JMG will comprise equal representatives from the Centre, the Assam government and the NDFB. The joint secretary (Northeast) in the home ministry would be the chairperson of the group. As per the agreement, the NDFB will stay in designated camps and the list of cadres and weapons in these camps will be given to Assam police.

Responding to a peace offer by Assam chief minister Tarun Gogoi, the NDFB had declared a unilateral ceasefire on October 15. It had later renewed the ceasefire for a second time on April 15 this year. They later sent feelers to the Centre for talks, which took place in the Capital. In the past 20 years, over 1,000 people, including NDFB activists and security force personnel, have been killed in clashes in the state.

Congress, Opposition welcome move

Hailing the peace accord with NDFB, the Assam Congress president, Bhubaneswar Kalita, said, "We welcome this effort which will be the beginning of an era of peace and prosperity in the state".

The Opposition Asom Gana Parishad president, Brindaban Goswami, also welcomed the ceasefire saying, "Peace would now return and this accord will help the Bodo people to fulfil their hopes and aspirations in a region without bloodshed".

AP

Shivraj Patil shakes hands with NDFB general secretary B. Swmkhwr after signing the accord in New Delhi on Wednesday.

Assam cops behind exodus

RAHUL Karmakar
Guwahati, May 25

LIKE THEIR counterparts in post-Godhra Gujarat, Assam Police officers might have played a major role in the oust-Bangladeshi campaign, which the Tarun Gogoi government claims has been manipulated by the BJP against Muslims.

"We are aware of senior police officers saying the so-called economic sanction against suspected Bangladeshis is being carried out in the national interest," minister of state for planning and development Himanta Biswa Sarma said on behalf of the government on Wednesday.

MIGRANTS ON THE RUN

"These police officers will be made accountable."

The hitherto unknown Chiring Chapori Yuva Mancha (CCYM) launched the oust-Bangladeshi campaign in mid-April by circulating leaflets and sending SMS asking people to deny work, food and shelter to suspected Bangladeshis.

Consequently, some 10,000 people, mostly from the minority community, fled the eastern Assam districts of Dibrugarh, Golaghat and Tezpur. The official estimate, though, is roughly around 2,000.

According to Sarma, the BJP and Sangh Parivar hatched the anti-Bangladeshi campaign to undo the government's effort to solve the foreign nationals' issue 16 years after the Assam Accord was signed.

The Centre, state government and All Assam Students' Union (AASU) had a "major breakthrough" during tripartite talks on implementing the Assam Accord on May 6.

One outcome was the agreement on updating the National Register of Citizenship of 1951 on the basis of the 1971 electoral rolls in Assam. The Assam Accord entails that all those who entered Assam after March 25, 1971 would be deemed as foreigners.

26 MAY 2005 THE HINDUSTAN TIMES

18 MAY 2005 INDIAN EXPRESS

It was necessary: Karimov on Ferghana crackdown

C.J. CHIVERS
& ETHAN WILENSKY-LANFORD
MOSCOW/KYRGYZSTAN, MAY 17

EVEN as Uzbekistan's government maintained that it had acted to minimise the use of force in putting down a prison break and demonstration in the Ferghana valley late last week, survivors of the crackdown said on Tuesday that security forces had fired indiscriminately at unarmed civilians, and struck women and children.

In interviews in at the Suzak regional hospital in Kyrgyzstan, just across the Uzbek border from the site of some of shooting, survivors with gunshot wounds excoriated the government of President Islam A. Karimov, saying the authorities had turned weapons on civilians in the public square in Andizhan with little warning.

The wounded described scenes of one-sided violence and chaos. Some said that after they fled, they came under fire again near a border crossing to Kyrgyzstan.

The crackdown began on Friday, after armed Uzbeks and demonstrators, protesting what they regard as the unjust prosecution of 23 Uzbek businessmen, stormed a local prison, releasing the businessmen and about 2,000 other prisoners.

Survivors of the crackdown said that after the prison break, when news circulated that Karimov would be traveling to Andijon, many civilians gathered in the city's square hoping to see him and present their complaints of joblessness, sporadic utility services and poverty. Instead of meeting Karimov, the survivors said, they were met by advancing government troops.

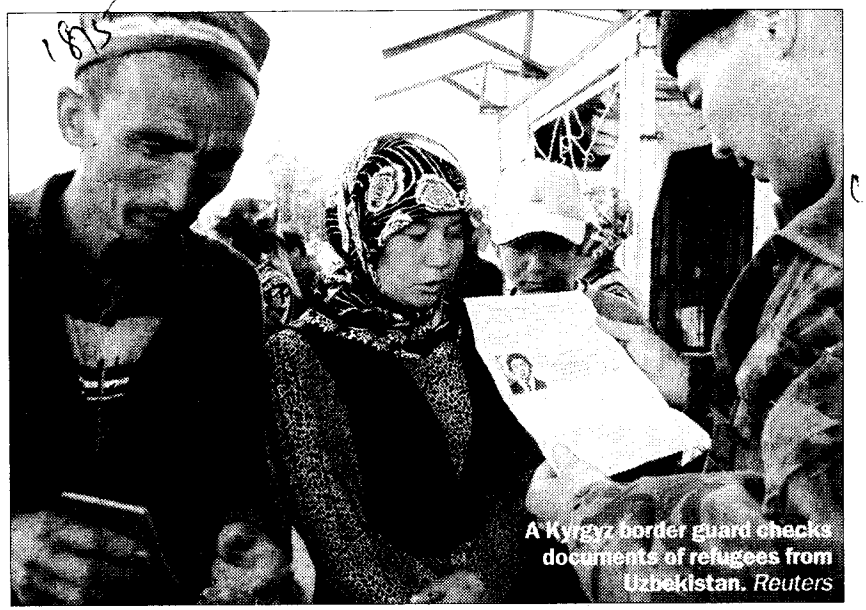

A Kyrgyz border guard checks documents of refugees from Uzbekistan. *Reuters*

"Tanks came, with soldiers," said Makhammed Mavlanov, a trader and Kyrgyz citizen with a gunshot wound in his left arm. "Shooting started. There was no fight. It was just mass death."

Details of the crackdown and violence that has occurred intermittently since then have been sketchy and contradictory, with movement through the areas of the most intense confrontations largely restricted. Both telephone and Internet services have been either inconsistent or inoperable.

The Uzbek government has blamed the violence on those who stormed the prison, describing the heavy response as necessary. The Uzbek leadership said 10 government troops and "many more rebels" had been killed.

An employee of the information office of Uzbekistan's Foreign Ministry refused to comment on Tuesday on the reports of extensive civilian casualties, referring back to Karimov's public statements on Saturday, when the president said that troops had fired only after being fired upon first.

Karimov also blamed the unrest on Islamic extremist groups, a description he has used for political opponents in recent years that his critics say is a pretext for maintaining a repressive state.

Most of Uzbekistan was reported to be calmer on Tuesday, although there were reports of skirmishes in or near Andizhan, and of thousands of Uzbek refugees making their way to Kyrgyzstan. There were also indications that the Uzbek government did not have full control of a portion of the Ferghana valley. —*NYT*

Uzbek Opp party says 745 killed

REUTERS
TASHKENT, MAY 17

AN UZBEK Opposition party said on Tuesday it had compiled a list of 745 people killed by Uzbek troops who bloodily suppressed a rebellion in the east of the Central Asian state late last week.

It is by far the highest estimate for the death toll in the shootings by troops in the densely populated Ferghana Valley, which the autocratic Uzbek government sees as riddled with Islamic extremists.

Nigara Khidoyatova, head of the Free Peasants Party, said party workers had spoken to friends and relatives of the dead after troops opened fire on a crowd of rebels, protesters and onlookers in Andizhan.

"According to our lists a total of 542 people died in Andizhan and 203 in Pakhtabad," she said by telephone. he said the party believed that the deaths in Pakhtabad, just north of Andizhan, were people fleeing from Andizhan, but added they did not have reliable reports.

Witnesses and a human rights activist in Andizhan have said they estimate around 500 people were killed in the town. Uzbek President Islam Karimov has said 10 police and "many more" rebels died. —*Reuters*

Uzbek protesters ask US to help oust Karimov

TASHKENT: Uzbekistan nascent Opposition movement, galvanised by the bloody suppression of a revolt in the east, urged the United States on Tuesday to help it oust hardline President Islam Karimov. Dozens of human rights and Opposition activists gathered outside the US Embassy in the capital Tashkent despite police attempts to prevent the rally which comes after troops opened fire on protesters in the town of Andizhan on Friday.

"We want the US to see Uzbekistan not only as a giant military base in their war on terror, but also as a country where people want freedom and human rights," said Akhtam Shaimardanov, member of a small Opposition party.

"War is just about to break out in Uzbekistan. We want them (US) to realise this and help us," he said, holding a crudely written banner reading 'We demand the USA to stop supporting Karimov's regime'. Protesters said at least three activists were arrested earlier in the day when police broke into their flats.

Washington hardened its line on Uzbekistan after the Andizhan massacre saying it was "deeply disturbed" by reports that soldiers fired on protesters. —*Reuters*

Manmohan unhappy with NEC performance

Press Trust of India

NEW DELHI, April 12 — [illegible]

[illegible]

[illegible]

Police try to break KCP's week-long strike

IMPHAL, April 12 — The week-long general strike called by the [illegible] Communist Party entered its third day today amidst [illegible] of the organisation [illegible] called any general strike.

[illegible]

However, [illegible]

08 APR 2005

ANANDABAZAR PATRIKA

পাহাড়ে সেপ্টেম্বরে ভোট করতে দিল্লিকে চাপ বুদ্ধের

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৭ এপ্রিল: দার্জিলিঙে যাতে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই নির্বাচন হতে পারে, তা নিয়ে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে প্রায় পৌনে এক ঘণ্টার এই বৈঠকে বুদ্ধবাবু মনমোহনকে জানিয়েছেন, দার্জিলিং পার্বত্য পরিষদ ভেঙে যাওয়ার পরে তদারকি প্রশাসক হিসাবে ঘিসিং-এর দায়িত্বগ্রহণ পর্ব নির্বিঘ্নেই মিটেছে। এ বার সেপ্টেম্বরের মধ্যে ভালোয় ভালোয় নির্বাচনপর্ব মেটানোর পক্ষপাতী মনমোহন ও বুদ্ধবাবু, দু'জনেই।

আদতে দার্জিলিং নিয়ে কেন্দ্রের দুশ্চিন্তার অন্যতম কারণ যে নেপালের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি তথা মাওবাদীদের প্রকোপ, তা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা কে আর নারায়ণের এ দিনের বক্তব্য থেকেই স্পষ্ট। তিনি বলেন, " বুদ্ধদেববাবু যে দার্জিলিং নিয়ে কেন্দ্রের দুশ্চিন্তার বিষয়টি অনুধাবন করেছেন তাতে আমরা খুশি।" বস্তুত বুদ্ধদেববাবুর সঙ্গে মনমোহনের আলোচনার আগেই দার্জিলিঙের পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেন নারায়ণন। সেখানকার অবস্থার যাতে অবনতি না হয়, সে ব্যাপারে বুদ্ধদেববাবু যে 'দুরদৃষ্টির' পরিচয় দিয়েছেন, তাতে রীতিমতো কৃতজ্ঞই বোধ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

যে দার্জিলিঙে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করাতে পারলে রাজ্য সরকারও যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আজ বুদ্ধবাবুর কথাতেও ইঙ্গিত মিলেছে। বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের সঙ্গেও দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠকের পরে তিনি বলেন, "দার্জিলিং নিয়ে ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার জন্য কেন্দ্রের কাছে আবেদন জানিয়েছি আমি। তার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব নির্বাচন করাতে পারলে ভাল হয়।" কাল কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধীর সঙ্গে দেখা করবেন বুদ্ধদেববাবু। মনমোহনের সঙ্গে এ দিনের বৈঠকে রাজ্যে বিনিয়োগ টানতেও তাঁর সহায়তা চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। কারণ, জাপানের প্রধানমন্ত্রীর আসন্ন ভারত সফরের সময়েই কলকাতায় মনোরেল প্রকল্পে তাদের বিনিয়োগের বিষয়টি পাকা করতে চান তিনি। আজ পাটিলের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকের পরে সাংবাদিকেরা বুদ্ধবাবুকে প্রশ্ন করেন, " আডবাণী তো বলেছেন, বাংলাদেশ থেকে যে ভাবে অনুপ্রবেশ ঘটছে তাতে রাজ্যের সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।" বুদ্ধবাবু প্রথমে বলেন, " এই সব বাজে কথার উত্তর দিই না।" পরে অবশ্য তিনি বলেন, " সমস্যা তো আছেই। তবে ওরা ওদের (বিজেপি) রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বলছে। ভারত ভারতেই থাকবে।"

বস্তুত, আডবাণী যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তখন থেকেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়ে বুদ্ধবাবুর সঙ্গে কেন্দ্রের বারেবারে কথা হয়েছে। সীমান্তবর্তী জেলাগুলিতে বেআইনি মাদ্রাসার কার্যকলাপও রাজ্যের শিরঃপীড়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেন্দ্র ও রাজ্যের গোয়েন্দা বিভাগগুলিও জানিয়েছে, বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়ে ভারত-বিরোধী জঙ্গিরা কার্যকলাপ বাড়াচ্ছে। উলফা জঙ্গিরা অনেকেই আশ্রয় নিয়েছে বাংলাদেশে। সব গোত্রের জঙ্গিদেরই বড় ধরনের মদত মিলছে আই এস আই থেকে। ১৫ এপ্রিল ফের মুখ্যমন্ত্রী আসছেন দিল্লিতে। জাতীয় নিরাপত্তা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকে যোগ দিতে। তিনি জানিয়েছেন, ওই বৈঠকে দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হবে।

Modi meets Vajpayee, talks of his governance style

HT Correspondent
New Delhi, March 29

WITH DISSIDENTS stepping up pressure for his removal, Gujarat chief minister Narendra Modi could not help but talk about the quality of his governance.

On a day that he met former PM A.B. Vajpayee and other BJP functionaries, Modi used the forum of the Inter-State Council Standing Committee meeting to convey what kind of governance he has effected in Gujarat.

Modi has always prided himself as a most efficient chief minister who has ushered in "transparency, accountability and people's participation".

He told the special meeting, "We've made 225 centres in the state to resolve the problems of the people within a day. Applicants who come in morning go back with their work done in the evening". But more than 60 of the BJP's 129 legislators have been demanding a change in leadership, alleging that Modi's style of functioning is autocratic and he is ignoring party legislators in decision-making. His detractors in the BJP have complained to party chief L.K. Advani that he runs the show like a dictator and cannot tolerate dissenting opinion on any issue.

Modi had a 45-minute meeting with Vajpayee and went to the BJP headquarters to meet party general secretary Sanjay Joshi, who is in charge of organisation and former Gujarat Governor Kailashpati Mishra, who was removed from the post by the UPA government. Modi is understood to have discussed — among other things — the issue of dissidence with these leaders.

Advani will, on Thursday, meet former CMs Keshubhai Patel and Suresh Mehta, Gujarat BJP president Rajendrasinh Rana and former Union minister Kashirama Rana to discuss the situation.

Inter-State Council

THE STANDING Committee of the Inter-State Council, which met in New Delhi on Tuesday, agreed to prepare the blueprint of an action plan on important issues, including electoral, judicial, administrative, legislative and economic reforms. Home minister Shivraj Patil, who chaired the meeting, said three issues were discussed — good governance, disaster management and implementation of decisions taken by the Inter-State Council.
HTC, New Delhi

THE HINDUSTAN TIMES 30 MAR 2005

THE HINDU
30 MAR 2005

Action plan on good governance: panel stresses need for blueprint

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MARCH 29. There was a broad consensus within the Standing Committee of the Inter-State Council today over preparing a "Blueprint of Action Plan on Good Governance," including electoral reforms, to provide for State funding of elections and preventing criminals from contesting polls. While the modalities for State funding of elections will have to be worked out, the proposed blueprint will come up for further discussion at the next Inter-State Council meeting.

This was disclosed here today by the Union Home Minister, Shivraj Patil, after the four-hour-long meeting. While he informed the media that the Prime Minister, Manmohan Singh, had decided to convene a meeting of all Chief Ministers on April 15, the Minister said the date for the next Inter-State Council was yet to be decided.

State funding of elections was forcefully argued by the Uttar Pradesh Chief Minister, Mulayam Singh Yadav, in his address. He was of the view that at least part of the expenses for contesting elections should be borne by the Government. And, since the States are cash-strapped, he said the Centre should pick up the bill.

Also, citing the recent chapter of political instability in Jharkhand and Goa, Mr. Yadav made out a case against the creation of more smaller States; a point which apparently found currency with the Andhra Pradesh Chief Minister, Y.S. Rajasekhara Reddy. Briefing mediapersons separately about the meeting, Mr. Reddy quoted Mr. Yadav as speaking out against smaller States. Asked whether he agreed with his U.P. counterpart, his answer was: "Mr. Yadav made several good points." However, he was quick to state the Congress official position of setting up a second States Reorganisation Commission to discuss the issue of smaller States.

Meanwhile, last night's tsunami alert and the recent contentious political developments in Jharkhand and Goa saw the Government give precedence to disaster management and good governance over the Sarkaria Commission recommendations at the meeting. On whether the Sarkaria Commission recommendations were discussed at the meeting, Mr. Patil answered in the negative; adding that there was general consensus across the political spectrum that while Article 356 should be retained, it should be used sparingly.

Besides, he said, all members of the Standing Committee — the others being the Union Law and Justice Minister, H.R. Bhardwaj; the Union Shipping, Road Transport and Highways Minister, T.R. Baalu; the Union Information and Technology Minister, Dayanidhi Maran; the Union Minister of State for Personnel, Public Grievances and Pensions, Suresh Pachauri; besides the Chief Ministers of Gujarat, Jammu and Kashmir and Karnataka, Narendra Modi, Mufti Mohammad Sayeed and Dharam Singh respectively — unanimously recommended the immediate setting up of a National Centre for Good Governance in the Capital to showcase the best practices of good governance.

প্রশাসনিক সংস্কারের প্রস্তাব রাজ্যকে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৯ মার্চ: রাজ্যগুলিকে আমূল প্রশাসনিক সংস্কারের পরামর্শ দিল কেন্দ্র। পাঁচটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-সহ বিভিন্ন রাজ্যের মন্ত্রী এবং সচিবদের উপস্থিতিতে আজ আন্তঃরাজ্য পরিষদের স্থায়ী কমিটির বৈঠকে রাজ্যগুলিকে এই পরামর্শ দেওয়া হয়। নির্বাচনী প্রক্রিয়া থেকে শুরু করে অর্থনীতি, শ্রমনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই বহু দফা সংস্কারের পরামর্শ দিয়েছে পরিষদ। অন্য দিকে সুনামি পরবর্তী বিশ্বে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলাকে বাড়তি গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। স্কুল পাঠ্যক্রমেও সঙ্কট মোকাবিলার মতো বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছে পরিষদ।

বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রস্তাবগুলি হল:

নির্বাচনী সংস্কার:

● অপরাধমূলক কাজকর্মে জড়িত ছিলেন, এমন ব্যক্তিদের ভোটে দাঁড়ানো রুখতে হবে।

● ন্যায়সঙ্গত রাজনৈতিক এবং নির্বাচনী প্রচারের জন্য পরিকাঠামোগত খরচ রাজ্য দেবে।

● ভোটারদের নথিভুক্তিকরণ বাধ্যতামূলক করা। একটি অভিন্ন পরিচয়পত্র চালু করা।

● রিগিং বন্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা।

প্রশাসনিক সংস্কার:

● আইন কমিশনের বাতিল করা আইনগুলি বদলানো।

● প্রশাসনে দক্ষতা আনতে তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

● কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসারদের চাকরির ক্ষেত্রে সংস্কার।

● সরকারি অফিসারদের পদোন্নতি, বদলি ইত্যাদি বিষয়ে একটি স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড তৈরির প্রস্তাব।

আর্থিক সংস্কার:

● অনুন্নত শ্রেণির জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে ব্যবস্থা নেওয়া।

● আর্থিক চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা।

প্রশাসনিক সংস্কারের পাশাপাশি সঙ্কট মোকাবিলার ক্ষেত্রেও বেশ কিছু সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে জেলা এবং ব্লক স্তরে বিপর্যয় রোধে পরিকল্পনা তৈরি, বিপর্যয় মোকাবিলা সংক্রান্ত আইনের প্রয়োগ ইত্যাদি।

মাওবাদী পোস্টার

স্টাফ রিপোর্টার: বেলপাহাড়ির ওদলচুয়া থেকে কাঁকড়াঝোর পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক যোজনার রাস্তাটি ফের বন্ধ করে দেওয়ার হুমকি দিল মাওবাদীরা। এই মর্মে তারা কাঁকড়াঝোরে বেশ কিছু পোস্টারও সাঁটিয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুরের পুলিশ সুপার অজয় নন্দা বলেন, "খবর পেয়েছি। তবে মাওবাদীদেরই কাজ কিনা, খোঁজ নিতে হবে।"

ANADABAZAR PATRIKA 30 MAR 2005

INDIAN EXPRESS

Ministry rejects panel's recommendation on Art 356

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, MARCH 28

REJECTING one of the key recommendations of the Sarkaria commission on Centre-State relations, the Ministry of Home Affairs has refused to incorporate safeguards provided in the Supreme Court judgement in the S.R. Bommai case on Article 356.

This decision and several others will come up before the Inter-state Council, headed by the Prime Minister Manmohan Singh, when it meets tomorrow.

It has been argued that "incoporation of the amendment as proposed in Article 356 may create practical difficulties in future." The ministry has argued that the judgement in the Bommai case would be adequate for providing safeguards against possible misuse of Article 356.

Another argument was that incorporating safeguards as provided in the S.R. Bommai case could create "political uncertanity" if President's Rule is imposed in a state "when the House of the People is dissolved". Also, if the ammendements proposed by the commission is carried out, "it would not be possible to deal with situations like those which prevailed in Uttar Pradesh in 1995 and Goa in 1999".

Changes in the Constitution that would make the Governor's report —— the basic document on the basis of which President's rule is imposed —— a "speaking document containing a precise and clear statement of all material facts and grounds on the basis of which the President may satisfy himself," has also been rejected by the Home Ministry. It has been argued by the ministry that no ammendment is required in the Constitution as the Governor's report "normally indicates the grounds for" imposing President's Rule. The ministry has, however, said that issue could be discussed in the Annual Conference of Governors and the President may also advise Governors.

The ministry has also rejected a proposal which allowed a show-cause notice to be issued to the state government before imposing President's rule. The Ministry has argued that "issuance of a show-cause notice would lead to undesirable litigation and will frustrate the constitutional intent."

Tamil Nadu demands statute amendment

PRESS TRUST OF INDIA
CHENNAI, MARCH 28

TAMIL Nadu government today demanded a constitutional amendment to empower the states to determine the quantum of reservation in jobs and education for Backward Classes and other communities according to their requirements.

Unless the Constitution was amended, the state could not increase the quantum of reservation to Backward Classes (bcs) and others, state Backward Classes Welfare Minister S M Velusamy told the Assembly while replying to the debate on the demands of grants pertaining to his department.

At present, the state has 50 per cent reservation for BCS and Most Backward Classes and 19 per cent for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

29 MAR 2005

Parliament approves President's rule in Bihar

Our Political Bureau
NEW DELHI 21 MARCH

THE proclamation to impose President's rule in Bihar on Monday received parliamentary approval, but not before the RJD put the ruling coalition in a spot by staging a walkout from the Rajya Sabha during the voting on the motion.

The RJD, which is opposed to the Centre's decision to clamp down Article 356 on the state, re-enacted the drama orchestrated by it in the Lok Sabha on Saturday. Accompanied by his party colleagues, railway minister Lalu Prasad Yadav had then signalled his disapproval of the UPA government's decision by trooping out of the House during the voting.

Former Union minister Ravi Shankar Prasad (BJP) was quick to pounce, describing the development as an "infraction" of the principle of collective responsibility.

Mr Prasad demanded that the Prime Minister note of his Cabinet colleague's conduct and sack him from the ministry — a demand which was strongly opposed by the Congress and its allies.

In his reply to the points made by the members during the discussion on the statutory resolution, Union home minister Shivraj Patil assured the House that the Centre was not in favour of continuing President's rule for a long time. "The sooner it (President's rule) disappears, the better it will be for Bihar and for democracy," he told the Rajya Sabha.

The responsibility for this, Mr Patil pointed out, lay with the elected representatives of the people. "They should talk to each other and create a situation for installation of a government in the state, even if it is a minority government," Mr Patil said. He emphasised that the difference between the minority and the majority should not be too big.

Mr Patil rejected the Opposition criticism that the Centre was deliberately delaying the appointment of advisors in Bihar. Mr Patil pointed out that though there was no provision in the Constitution for such a post, the Centre was keen on appointing them to give good governance to the people of the state.

"There's no provision in the Constitution for appointment of advisors. The advisors are appointed, only if they are necessary," Mr Patil added.

The home minister gave a clue about the problems faced by the government in making the appointments. "There's some dispute about whether they should be from within the state or outside," Mr Patil said.

Earlier, making a forceful intervention on behalf of the BJP, Mr Prasad said the mandate in Bihar was decidedly against the RJD.

"Even political analysts agree that this was the party's worst performance in 15 years," he said, adding: "But we are now being given a new interpretation of the mandate, with Lalu Prasad Yadav claiming that his outfit had emerged as the largest party and, hence, should be allowed to form the government." He also took the opportunity to warn the Congress against appropriating the Bihar government through Article 356.

Pappu Yadav takes oath

New Delhi
21 MARCH

TAKING oath on Monday, five months after being elected to the Lok Sabha from Bihar, Pappu Yadav, an accused in the murder case of CPM leader Ajit Sarkar, charged the media with hounding him and his family and demanded an immediate halt to his "character assassination". Mr Yadav, alias Rajesh Ranjan, who was brought to Parliament House from Tihar Jail here following a Supreme Court order, told the House that certain newspapers and TV channels were "impinging upon his personal interests" and "all

kinds of things are being stated against a responsible person". Elected from Madhepura constituency in Bihar in a bypoll in October last year on a RJD ticket after railway minister Lalu Prasad Yadav vacated the seat, Pappu Yadav took the oath in Hindi shortly after the question hour when his name was called by Speaker Somnath Chatterjee. Raising the issue during zero hour, Mr Yadav, who was shifted from Beur Jail in Patna to Tihar Jail by the apex court after authorities there found him using a cell phone and holding "durbar" in the prison premises, said he had never campaigned for Lalu Prasad during Assembly elections in Bihar in violation of the jail manual.

"These are allegations being levelled against me by certain sections of the media. I and my family are being traumatised. There should be checks and balances to prevent this," he said.

When the House adjourned for lunch, Mr Yadav went to the central hall of Parliament to greet members. He later said he had no plans to attend the House in the next two days as the apex court has asked the government to conduct his medical examination during the week. On March 17, the court had asked the government to nominate a doctor to examine Mr Yadav in jail after which jail authorities would make arrangements for providing him the treatment as advised. —PTI

The Economic Times 22 MAR 2005

TOWARDS BETTER FISCAL FEDERALISM

THE REPORT OF the Twelfth Finance Commission (TFC) headed by C. Rangarajan has been remarkably free from controversy of the type that accompanied the reports of some of its predecessors. Most of its major recommendations have found ready acceptance at the Centre and in the States. The Union budget has already incorporated some of its broad provisions. All this reflects the sobriety of the TFC and its chairman in consciously working for a consensus on some potentially contentious issues. Adopting principles of distribution of Central revenues very similar to those of its predecessor Commission, the TFC has recommended a total devolution of Central taxes at 30.5 per cent, one percentage point higher than last time. Past experience suggests that arriving at an acceptable devolution pattern of Central revenues is the relatively easy part. The more difficult task is to arrive at a satisfactory method of distributing taxes on an *inter se* basis among States. The TFC has followed the method of assigning weights to parameters such as area, population, tax discipline, infrastructure, and inter-State variations in income levels. It has assigned less weight to the income variations, which are an index of backwardness, than the Eleventh Finance Commission did. The objective seems to be to blunt criticism from better-off States, which stood to lose if the 'distance criterion' were given more weightage. While discarding the weight for infrastructure, the TFC has enhanced the importance of population, area, and tax effort.

The TFC's recommendations on Centre-State fiscal relations, its core subject, are considered a watershed by many experts. While being liberal in its approach to debt relief, it has made the grant of relief conditional on States reducing their fiscal and revenue deficits. Its proposal to write off a portion of the debt contracted by States has already been accepted by the Central Government. This generosity comes at a price: States must reduce revenue deficits according to stipulated parameters. More than half of all State borrowings are used to meet their current expenditure. Any attempt at reining in revenue deficits is therefore welcome. Another key recommendation has to do with the Central funding of State Plans. The TFC has recommended that henceforth the Centre should release only the grant portion of its assistance, letting States raise the loan component from the market. There will be a number of mutual benefits. Because States will borrow directly, the Centre's fiscal deficit will come down. The estimated reduction for the next year will be Rs.25,000 crore. For States, market borrowing means lower costs — the Centre has been charging a 4 to 5 per cent spread — and cultivation of financial discipline. This approach has been accepted in principle; it will be implemented in consultation with the Reserve Bank of India.

The TFC has also recommended a substantial increase in grants-in-aid to the States. This should ensure an element of certainty in the magnitude of resources transferred by the Centre. However, the overall effect of the report is likely to be a reduction in the dependence of the States on Central transfers. As for the Central Government, the Finance Minister has indicated that the additional burden for next year will be around Rs.26,000 crore. Looking beyond numbers, the TFC seems to have contributed to a healthier fiscal federalism.

THE HINDU 17 MAR 2005

Shifting sands of discretion

By N. Ravi

The choice of Chief Ministers based on the shifting sands of discretion of partisan governors has become increasingly more bitter and contentious, and clear guidelines need to be evolved through the political process.

IT WAS in August, 1988 that S.R. Bommai assumed charge as Chief Minister of Karnataka, the Janata Party alliance that he led along with Ramakrishna Hegde and Deve Gowda having come to power three years earlier on a platform of value-based politics. Hardly eight months into office, his government was dismissed and the Assembly dissolved on the basis of unverified withdrawal of support by some legislators without allowing him to prove his majority support in the Legislative Assembly. As it turned out, a dismissed Bommai proved to be a more formidable force for the strengthening of constitutional values than he could have been in office. For it was as the culmination of his long drawn legal battle that the Supreme Court delivered its landmark judgment in 1994 that called a halt to the half a century old habit of the party in power at the Centre dismissing State Governments and imposing President's Rule virtually at will.

The sordid drama of the Jharkhand Governor, Syed Sibtey Razi, choosing the Jharkhand Mukti Morcha leader, Shibu Soren, as the Chief Minister, bypassing the claims of the National Democratic Alliance which claimed the demonstrable support of the majority of the MLAs, holds a potential similar to the Bommai dismissal of transforming constitutional practice in the area of government formation. While in most cases the majority party or coalition will be so far ahead that the choice would be obvious, for the difficult cases of a hung Assembly, or in an Assembly where two groups are evenly matched and, with smaller parties and independents holding the balance, both claim majority support, what rules should guide the Governor in making the choice? The Chief Minister ultimately has no doubt to demonstrate that he has the numbers in the Assembly. Yet, such are the advantages of office that the party that gains power can through pressure and inducements win over legislators who are up for the bidding, thus turning the Governor's choice into a self-justifying act.

The initial choice in such situations has to be seen as manifestly fair to all the contending parties, but beyond saying that the Council of Ministers should command the majority support in — or be collectively responsible to — the State Assembly, the Constitution provides no guidance. Under the Government of India Act, 1935, Instruments of Instructions were provided to Provincial Governors and the Constituent Assembly had originally wanted to include similar instructions for Governors in a schedule of the Constitution, but finally preferred to leave them to be guided by conventions. Even if the schedule had been included, though, it would not have been of much help, for it would have merely required that the Governor "appoint in consultation with the person who in his judgment is most likely to command a stable majority in the Legislature those persons (including so far as practicable members of important minority communities) who will best be in a position collectively to command the confidence of the Legislature."

British precedents lean towards inviting the leader of the single largest party to form the government in a situation of unclear majority. One approach suggested by Ivor Jennings is to look at the change brought about by an election and if the ruling party is defeated, to invite the Opposition. But as the former President, R. Venkataraman, points out in his book, *My Presidential Years*, this has not been the practice followed in Britain in the modern period and invariably the single largest party, even if it be the ruling party that has lost its majority, has been invited to form the government.

During his term in office, Mr. Venkataraman used the single largest party test as an invariant rule, for in his view any other course that would call for the use of discretion by the President, who is most often elected to office with the support of the ruling party, could be partisan or at least seen as partisan. This was the procedure he followed when he sounded out the largest single party, the Congress, before he appointed V.P. Singh as Prime Minister in 1989. A year later when the V.P. Singh Government fell, he went down the list of parties in the order of their strength and sounded out the Congress, the BJP and the Left Front before he called Chandra Shekhar to form the government.

Yet, the single largest party may not necessarily be able to secure the majority, and if the rule worked smoothly during Mr. Venkataraman's term it was only because the larger parties lacking majority support declined to form the government. Shankar Dayal Sharma's application of the same rule led to an anomalous situation in 1996 when the BJP as the single largest party chose to form the government and could last just 13 days. Subsequent practice has moved away from a mechanical application of the single largest party test to assessing the majority support by sounding out the major parties and getting them to declare their stands in writing. This procedure too is not without its pitfalls, for as it happened in Goa and also in Jharkhand in the current round, the head of a party might give a letter of support to one side (in this case, the United Progressive Alliance) while the legislator may choose the other even at the risk of being disqualified under the anti-defection law.

The Sarkaria Commission on Centre-State relations recommended that in cases where no single party gets a majority, the Governor should sound out the parties in the following order: first, a pre-poll alliance claiming majority support, then the largest single party staking a claim, third a post-election coalition with all parties in government and fourth a post-election alliance with some parties in government and others providing outside support. After going through this process, he "should select a leader who in his judgment is most likely to command a majority in the Assembly."

The Constitution Review Commission headed by the former Chief Justice of India, M.N. Venkatachaliah, would not allow any scope for the Governor's discretion or judgment. In cases where no single party or pre-poll alliance got a clear majority, it recommended "the Rules of Procedure in the Lok Sabha may provide for the election of the Leader of the House along with the election of the Speaker and in the like manner. The Leader may then be appointed as the Prime Minister. The same procedure may be followed for the office of the Chief Minister in the States concerned." The Supreme Court's 1998 order on a composite floor test in the Uttar Pradesh Assembly to determine by open ballot if Kalyan Singh or Jagadambika Pal had the majority support approximated to the procedure suggested by the Commission. A procedure for election, however, may not quite accord with the spirit of the Constitution which calls for appointment by the Governor.

As several procedures are available that can be reasonably justified on democratic principles and on the ground of fairness, it is possible to argue back from a preferred outcome and choose a justification. Thus, if one were to consider the loss of mandate, the NDA should be asked to form the government in Bihar and the UPA in Jharkhand, while the opposite result would follow from the application of the single largest party rule. On the other hand, if one were to look at pre-poll alliances, the NDA should be given the first shot at government formation in both the States. The procedure of assessing the majority support through letters of support has not been able to break the deadlock in Bihar while in Jharkhand a non-transparent exercise that defied public perception proved to be disastrous.

Clearly, the Constituent Assembly's confidence that sound conventions would grow in course of time has turned out to have been misplaced, and the process of government formation based on the shifting sands of discretion of partisan Governors has become more contentious, bitter and lacking in legitimacy. This is an area where the judiciary, even if it were so inclined, will not be in a position to find a solution. The political process needs to address the issue through the Inter-State Council or through the less formal conferences of Governors or Speakers and come out with clear and widely acceptable rules.

Vesting some measure of discretion in the Governor will still be inescapable, as he or she will have to judge who would command the majority support of the Assembly. The process of ascertaining the support, however, needs to be made more formal, with all the parties required to spell out their stands in writing. Most important, the process has to be transparent and the Governor's choice has to be a speaking decision, making it clear why a particular party was chosen rather than another so that the reasoning can be debated publicly. Even in times when deviancy of political conduct is being defined down, to use Daniel Patrick Moynihan's phrase, public opinion could be a salutary check, for it was the sense of national outrage that retrieved the situation in Goa and in Jharkhand.

THE HINDU 15 MAR 2005

Manmohan acts after trust has bolted

Exit Soren, enter Munda

OUR BUREAU

New Delhi, March 11: After letting a crisis linger for days and putting his government's image on the line, the "invisible" Prime Minister stepped in to ask Shibu Soren to immediately resign as chief minister of Jharkhand.

Following a late meeting of the cabinet committee on political affairs, the Centre announced that the governor had been asked to explore the possibility of forming an alternative government in Jharkhand where elections threw up a hung Assembly.

At midnight, governor Syed Sibtey Razi appointed Arjun Munda, leader of the National Democratic Alliance, chief minister after Soren handed in his resignation. He has to prove his majority by March 21.

Munda, who had first staked claim but was overlooked by the governor who had called United Progressive Alliance leader Soren instead, will now be sworn in tomorrow.

The decisions were taken apparently at the initiative of Manmohan Singh who found himself in an almighty mess — in conflict with the Opposition that accused him and his government of playing dirty and heading towards a possible confrontation with the Supreme Court.

After the hour-long meeting, home minister Shivraj Patil said: "In view of this situation (in Jharkhand), the incumbent government should be asked to resign forthwith and the possibility of the formation of an alternative government should be explored expeditiously. The new government should be asked to seek a vote of confidence in the next three or four days."

Patil, whose ministry's job it is to supervise governors, stressed that the Prime Minister and his government were "determined to see the Constitution was implemented in letter and spirit".

Earlier in the day, the Supreme Court-mandated trust vote could not be held in the Assembly as the temporary Speaker, P.K. Balmuchu, said he did not have the authority to conduct such an exercise. It was clearly a ploy by the Soren government to avoid a trial of strength since MLAs from his side raised the objection to Balmuchu holding the vote.

Only a few days ago, the temporary Speaker in Goa had presided over a similar vote which the UPA won, though the exercise was later overruled from Delhi by declaring President's rule.

Today's decision is the second time in a short period the government has had to scramble to save face because of the role played by governors it appointed itself.

The Prime Minister, who was described as "invisible" by BJP leader L.K. Advani for allegedly not being conversant with the controversial developments in Jharkhand and Goa where the BJP government was dismissed, was said to be upset at the happenings in the Assembly in Ranchi.

At a meeting with Left leaders Harkishen Singh Surjeet, Prakash Karat and Abani Roy earlier in the day, he is believed to have said the constitutional deadlock, resulting from the Speaker being unable to conduct the vote as instructed by the Supreme Court, had to be cracked. The Left leaders counselled him to do what he thought was "right" after speaking to Laloo Prasad Yadav, who is part of the UPA in Jharkhand.

Laloo Prasad, too, had expressed disapproval of the Ranchi incident and said the court's order should have been followed.

The government will not go in for a confrontation with the judiciary by authoring a presidential reference on the Supreme Court order advancing the date of the test of strength in Jharkhand, which has been interpreted in political circles as interference in the functions of the legislature.

Somnath Chatterjee, the Lok Sabha Speaker, had yesterday proposed at an all-party meeting that the option of a presidential reference should be explored to "restore the constitutional balance".

Top Congress leaders, including Sonia Gandhi, met at the Prime Minister's residence in the morning. Sources said they concluded that instead of making a presidential reference through the Centre, the initiative could be taken by Razi or Balmuchu.

The party felt that the executive and legislative authorities concerned should seek clarification from the court if its order in the Jharkhand case had exceeded the authority of the judiciary.

GUN OR GLASSES: CAN YOU TELL?

Members of the United Progressive Alliance hold up copies of The Telegraph in the Jharkhand Assembly on Friday. They claimed that Harinarayan Rai, the Independent MLA whose name figured on the lists of both the UPA and the rival NDA, had switched allegiance to the opposite camp while a "gun" (in red circle) was held to his head. The picture is hazy but what is held in the hand resting on Rai's shoulder looks more like a pair of sunglasses than a gun.

Conscience calls, late

OUR BUREAU

Ranchi, March 11: Shibu Soren looked disgruntled as he emerged from his meeting with the governor tonight, setting off whispers that he was reluctant to relinquish his crown.

Appearing displeased after answering governor Syed Sibtey Razi's 9.30 summons, the dethroned leader whizzed through the Raj Bhavan gates in his motorcade, past waiting reporters whom he refused to entertain.

Heading straight home, Soren confined himself to a room and refused to meet even his own party members. Official sources said his papers reached the Raj Bhavan at 11.15 pm and were immediately accepted by the governor.

At a news conference soon after, Soren announced he had decided to step down because he was unsure whether he would be able to win the trust vote.

"I did not have the adequate numbers and so my conscience did not allow me to continue as chief minister," he said, adding his colleagues were one with him on the decision.

Soren blamed "vested interests" for blowing out of proportion the developments in the state. "My fight against the oppressors will continue regardless of whether I am in power or not," he said.

Had the Centre not stepped in and asked Soren to resign, an unprecedented constitutional deadlock would have developed in Jharkhand where the Assembly was adjourned this afternoon without holding the floor test mandated by the Supreme Court.

Pradeep Kumar Balmuchu, who was in the chair, adjourned proceedings till Tuesday after concurring with the views of United Progressive Alliance MLAs that a temporary Speaker did not have the authority to conduct a trust vote.

By the end of the day — after uproarious scenes in the House and six adjournments — he had referred the matter to President A.P.J. Abdul Kalam to seek the opinion of the Supreme Court.

"I would like to avoid a confrontation between the judiciary and the legislature and that's why I have taken the decision," Balmuchu said.

Earlier, he told the House: "This is a constitutional question on which my opinion is that only an elected Speaker can conduct the vote of confidence in accordance with tradition and constitutional provisions."

Balmuchu conceded that the Supreme Court's directives had made the situation hazy.

"Section 212 of the Constitution gives an upper hand to the legislature in its functioning. If set aside, it could cast a shadow on democratic and parliamentary democracy."

■ See Page 6

THE TELEGRAPH 12 MAR 2005

THE HINDU

Every court order should be complied with: Bhardwaj

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, MARCH 11. The Manmohan Singh Government has made it known that it is not courting any confrontation with the judiciary, clearly distancing itself from the developments in the Jharkhand Assembly. The Assembly today failed to comply with the Supreme Court directive of conducting the trust vote of the Shibu Soren Government.

After a meeting of senior Cabinet Ministers at the Prime Minister, Manmohan Singh's residence this morning, the Union Law Minister, H.R. Bhardwaj, went before television cameras that "as Law Minister it was his duty to see to it that every order of the Supreme Court was complied with." Mr. Bhardwaj refused to say whether the Government would take up the Lok Sabha Speaker, Somnath Chatterjee's suggestion for a Presidential reference on separation of powers of the legislature and the judiciary in the context of the Supreme Court directive on the Jharkhand issue.

Echoing the Government line of distancing itself from the Ranchi developments, the United Progressive Alliance today asserted in the Lok Sabha that there was no question of Central intervention in Jharkhand and that the Government had nothing to do with the developments there.

Responding to an impromptu debate, the Leader of the Lok Sabha and Defence Minister, Pranab Mukherjee said the Centre did not intend to intervene in the Assembly proceedings. "The Constitution clearly earmarks the jurisdiction of the State Legislature and Parliament ... the expression of confidence or no-confidence is the exclusive jurisdiction of members of the State Assembly... We want the decision should be taken on the floor of the Jharkhand Assembly."

Mr. Mukherjee was categorical that neither the Congress party nor the Union Government had anything to do with developments in the State and even the Prime Minister and the Home Minister had stated that what had happened was a matter concerning the State.

The UPA Government came under attack in the House, with the Opposition led by Vijay Kumar Malhotra of the Bharatiya Janata Party charging that the Centre was behind the developments in the Jharkhand Assembly aimed at keeping a minority Government in place. The Samajwadi Party said the exercise was aimed at imposing Central rule in Jharkhand and said that even though they opposed the National Democratic Alliance, the coalition that had the numbers should have been invited to form the government.

The Left parties too expressed concern over the developments, with the Communist Party of India leader, Gurudas Dasgupta, stating that in his opinion, the Chief Minister, Mr. Shibu Soren, should not have been allowed to form the Government. Mr. Dasgupta expressed concern over "tinkering with democracy." The CPI(M) MP, Rupchand Pal, accused the NDA of "kidnapping" independent MLAs of Jharkhand and shifting them to Rajasthan.

Earlier, the Lok Sabha witnessed a brief adjournment after the BJP insisted on raising the Jharkhand Assembly developments, while the ruling coalition benches joined issue.

The Speaker said the Assembly functioning could not be discussed in the House, but later allowed it to be raised mentioning that this would not be treated as a precedent.

The Congress said that in the constitutional scheme of things, each wing of the Government, executive, legislature and judiciary, derived authorities from the Constitution. "It was presumed that all these three wings functioned within the framework of the Constitution and avoided transgression into the jurisdiction of others," the party spokesperson, Anand Sharma, said.

Over the years, all these wings had functioned smoothly and whenever there had been any deviation or departure, the system had corrected such aberration or deviations amicably through practice, convention and by collective wisdom.

12 MAR 2005

Poor camouflage

Congress for damage limitation

The more Congress tries to distance itself from the highly questionable behaviour of the Governors in Jharkhand and Goa, the more it becomes clear that they were a part of all that has happened. There is no doubt that the disgraced incumbents of Raj Bhavan were acting for the benefit of the party that appointed them, something that the Supreme Court has taken note of by advancing the trial of strength in Jharkhand to Friday. Repeated assertions, including that by the Prime Minister at a meeting with LK Advani, that these Governors acted without prompting from Delhi only expose the camouflage. The effort to distance itself from the actions of Governors is not working. Advani's riposte is telling — if Governors have acted without any advice from the Centre, it should be easier to discipline them! But even now, there is no hint of remorse as far as the Jharkhand Governor is concerned. Nor does SC Jamir in Goa look in any danger of losing his job despite a disgraceful performance. The silver lining is that, in Patna, Buta Singh was halted in his tracks despite Lalu Prasad, and that is saying a lot.

The test now is the appointment of advisers to the Bihar Governor. It is to be expected that Lalu will try to get yes-men in key positions, all protests to the contrary notwithstanding. President's Rule is an opportunity to begin the cleansing in the most lawless state. The question is, will the UPA at the Centre allow conscientious advisers to do their duty? Sonia Gandhi and Manmohan Singh cannot disregard the fact that Lalu and Paswan are ministers at the Centre and that it is necessary to keep the UPA flock together supposedly to preserve a secular ideal. The Left subscribes to this myth, pretending that the two Bihar leaders are doing their best. The Congress is trying to maintain an equi-distance from both. It is fooling no one with its proclamations of innocence. The party's options have suddenly shrunk to damage limitation.

THE STATESMAN 11 MAR 2005

লালুর হুমাকতে থমকে গেল কেন্দ্র

টানাপোড়েনে সারাদিন

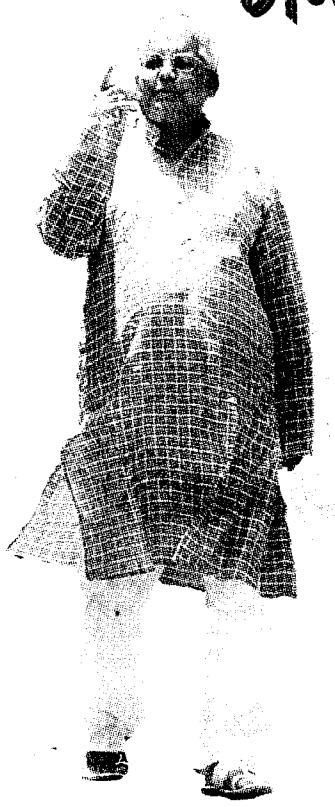

দুপুর ১২টা ➡ রাষ্ট্রপতির শাসন জারির সুপারিশ করে রিপোর্ট বুটার। ফোনও করলেন শিবরাজ পাটিলকে।

দুপুর সাড়ে ১২টা ⬅ প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে সনিয়া, শিবরাজের বৈঠক। মন্ত্রিসভার বৈঠক ডাকার প্রস্তুতি।

দুপুর ১টা ➡ বৈঠকে আসার জন্য পটনায় লালুকে ফোন মনমোহনের বাড়ি থেকেই। লালু নারাজ। বললেন, রাষ্ট্রপতির শাসন হলে কেন্দ্রে সমর্থন নিয়ে ভাবতে হবে। কংগ্রেস নেতাদের বোঝানোর চেষ্টা।

সন্ধ্যা ৬টা ⬅ মন্ত্রিসভার বৈঠক না-ডাকার সিদ্ধান্ত।

গ্রাফিক্স: অত্রি মিত্র

বিহারে রাষ্ট্রপতি-শাসন জারির সিদ্ধান্ত হল না

অগ্নি রায় ● নয়াদিল্লি

৬ মার্চ: শেষ পর্যন্ত লালুপ্রসাদের চাপে থমকে দাঁড়াল কেন্দ্রীয় সরকার। বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির ব্যাপারে কোনও সিদ্ধান্ত নিল না। অন্তত আজ।

বিহারের রাজ্যপাল বুটা সিংহ রাষ্ট্রপতি শাসনের সুপারিশ আজই সকালেই দিল্লিতে পাঠিয়ে দেন। খবর পেয়েই তৎপর হন লালুপ্রসাদ। তিনি কেন্দ্রীয় নেতাদের স্পষ্ট বলেন, বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে তিনিও ছেড়ে কথা বলবেন না। সে ক্ষেত্রে কেন্দ্রের ইউপিএ সরকারের প্রতি সমর্থন নিয়েও ভাবনাচিন্তা করবেন তাঁরা। সমর্থন প্রত্যাহারের প্রচ্ছন্ন হুমকি দিয়েই ক্ষান্ত হননি লালুপ্রসাদ। রাজনৈতিক দূত পাঠিয়েও কংগ্রেসের উপরে চাপ বজায় রেখেছেন। সেই চাপ কাটিয়ে আজ বিকেল পাঁচটায় বিহার বিধানসভার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরেও রাষ্ট্রপতি শাসন জারির সিদ্ধান্ত নিতে পারল না দিল্লি। আর গোটা বিষয়টি নিয়ে চলল দিনভর রাজনৈতিক নাটক। রাতেও লালুকে বোঝানোর চেষ্টা চালাচ্ছেন কংগ্রেস নেতারা। এ দিকে, মুর্শিদাবাদ সফররত প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে অবিলম্বে দিল্লি ফিরতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রী।

আজ সকালেই রাজ্যপাল বুটা সিংহ বিহার পরিস্থিতি নিয়ে চার পাতার রিপোর্ট পাঠান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের কাছে। তাতে বলা হয়েছে, বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতির দিকে নজর রেখে বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা হোক। বিহারের বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার কথাও জানান তিনি। এই রিপোর্টের ভিত্তিতে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের বাড়িতে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক বসে। প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বসেন পাটিল, কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী, এবং তাঁর রাজনৈতিক সচিব আহমেদ পটেল। বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার রাজনৈতিক পরিণতি কী হতে পারে, এবং তার প্রভাব দিল্লিতে ইউপিএ সরকারের উপরে কী ভাবে পড়তে পারে, তা নিয়ে সবিস্তার আলোচনা হয়। যোগাযোগ করা হয় লালুর সঙ্গেও। আরজেডি সূত্রে জানা গিয়েছে, রাষ্ট্রপতি শাসনের সম্ভাবনায় ক্ষুব্ধ লালু সনিয়াকে জানিয়ে দেন, এই ব্যবস্থা তাঁরা পছন্দ করছেন না। এমনকী লালু হুমকিও দেন যে, তাঁর অনুপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা যদি বৈঠকে বসে বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন ঘোষণা করে, তা হলে তার মাসুল গুনতে হবে মনমোহনকে। পটনায় আরজেডি নেতারাও রাষ্ট্রপতি শাসনের তীব্র বিরোধিতা করেন।

কেন্দ্রে আরজেডির সাংসদ সংখ্যাকে (২৫ জন) কোনওভাবেই অবজ্ঞা করা সম্ভব নয় সনিয়া-মনমোহনের পক্ষে। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে লালু চান আরও কিছুদিন সময় পেতে। তিনি চান দিল্লিতে পাসোয়ানের উপরে যদি আরও চাপ তৈরি করে শেষ মুহূর্তে সরকার গড়তে। অন্য দিকে, আজ কংগ্রেস কিন্তু রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবিতে সরব হয়েছে। আজ রাতে দলীয় মুখপাত্র অভিষেক মনু সিংভি বলেছেন, "এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শাসনই একমাত্র পথ।" নিয়ম অনুসারে ৩১ মার্চের মধ্যে বিহারে বাজেট পাস করাতে হবে। কিন্তু সেই কাজ তদারকি সরকারের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে, বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসনই অবশ্যম্ভাবী।

সংবিধান অনুসারে কোনও বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পরে ৬ মাস 'তদারকি মুখ্যমন্ত্রী' হিসাবে কাজ চালাতে পারেন যে কেউ। কিন্তু বাজেট পাসের বিষয়টি মাঝখানে এসে পড়ায় সেই সময় পাওয়া যাচ্ছে না। এই সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার মধ্যে পড়ে আজ দিনভর লালুকে নরম করানোর চেষ্টা চলছে কংগ্রেস শিবিরের পক্ষ থেকে। তাঁর সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেছেন আহমেদ পটেল। তাঁকে বোঝানো হয়েছে, আপাতত বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করাটা আরজেডি-র পক্ষেও ভাল। লালুর উচিত আপাতত রাষ্ট্রপতির শাসন মেনে নেওয়া। সে ক্ষেত্রে রাজ্যপালের দুই উপদেষ্টা নিয়োগ করা হবে লালুর পছন্দ মতো। রাষ্ট্রপতির শাসনের সময়টুকুতে লালুও নতুন করে নিজের দলকে গুছিয়ে নেওয়ার সময় পাবেন। তা ছাড়া, ঝাড়খণ্ড-পরবর্তী পরিস্থিতিতে অন্য রকম কোনও সিদ্ধান্ত নিলে আখেরে তা কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে যাবে।

চেষ্টা চলছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ইউপিএ-র সব শরিক (আরজেডি-সহ) বৈঠকে বসে বিহার পরিস্থিতি নিয়ে একটা ঐকমত্য তৈরি করার। লালুকে না সঙ্গে নিয়ে যে এগোতে চায় না কেন্দ্র, তা আজ স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। বিহার নিয়ে এক তাৎপর্যপূর্ণ নীরবতা বজায় রাখা হয়েছে সাউথ ব্লক এবং নর্থ ব্লকে। বিকাল পর্যন্ত স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে ক্রমাগত অস্বীকার করে যাওয়া হয়েছে যে, বুটা রাষ্ট্রপতি শাসনের প্রস্তাব দিয়ে কোনও রিপোর্ট আদৌ পাঠিয়েছেন। পরে সেটা স্বীকার করে নেওয়া হলেও, মন্ত্রিসভা বসবে কি না, তা নিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত খোলসা করে কিছু বলা হয়নি। ফলে, রাজধানীর রাজনৈতিক শিবিরে ছড়িয়েছে বিভিন্ন গুজব।

কালই বুটা সিংহ জানিয়েছিলেন "ম্যাজিক সংখ্যায় না

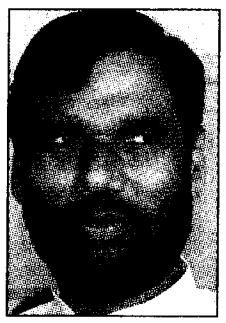

রামবিলাস পাসোয়ান

রাবড়ী দেবী

পৌঁছলে কাউকে ডাকা হবে না।" ঝাড়খণ্ড নিয়ে রাজনৈতিক ঝড়ের পরে বিহার যে কেন্দ্রের গলার কাঁটা হয়ে উঠেছে, তা আজ স্পষ্ট। সংসদ ও সংসদের বাইরে একসপ্তাহ ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালকে নিয়ে যে হ্যাপা সামলাতে হয়েছে, বিহারের ক্ষেত্রেও তার পুনরাবৃত্তি হোক তা চান না মনমোহন। কিন্তু একইসঙ্গে রয়েছে ইউপিএ সরকারের অন্যতম বড় শরিক লালুর চাপ। দু'দিন আগেই প্রণব মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, "আমরা যা-ই করি, লালুকে বাদ দিয়ে করব না। তাঁকে সঙ্গে রেখেই যাবতীয় সমীকরণ খতিয়ে দেখা হবে। লালুপ্রসাদ থাকবেন এই শর্তে পাসোয়ানকে বোঝানো হবে। তিনি যদি আসতে চান, আসবেন।" কিন্তু যত সময় গড়িয়েছে পাসোয়ান তাঁর আরজেডি-বিরোধী অবস্থানে আরও দৃঢ় হয়েছেন।

আজ বিকেলে বিহার পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য শরদ যাদবের বাড়ি এনডিএ বৈঠকে বসে। সেখানে ছিলেন বিজেপি নেতা অরুণ জেটলি, জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার প্রমুখ। বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির মতো পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার জন্য এনডিএ দুষেছে রামবিলাসকেই। নীতীশের বক্তব্য, "পাসোয়ানের জন্যই এটা হল। পাসোয়ান কেন্দ্রে মন্ত্রী থাকবেন, আবার রাজ্যে আরজেডি বিরোধী অবস্থান নেবেন, তা কী করে হয়।" তবে রাষ্ট্রপতি শাসন জারির পক্ষে সওয়াল করে বিজেপি সভাপতি আডবাণী বলেছেন, "ভাল প্রশাসক পাঠিয়ে যদি প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতির শাসন সুপারিশ করেন, তবেই লালুর 'জঙ্গল রাজ'-এর অবসান হবে।"

গাল পাড়ছেন সকলে, হাসছেন পাসোয়ান

সুব্রত বসু ● পটনা

৬ মার্চ: চাবি হাতে, তবু তালা খুললেন না রামবিলাস পাসোয়ান।

বিহারে জারি হতে চলেছে রাষ্ট্রপতি শাসন। লালুপ্রসাদ-রাবড়ীর সরকার হল না। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন এ বারেও পূর্ণ হল না নীতীশ কুমারের। লালু এবং নীতীশ দু'জনেই আজ তাই সমব্যথী।

বাড়া ভাতে ছাই দিয়েছেন যিনি— সেই রামবিলাস পাসোয়ানকে দু'জনেই চড়া-সুরে আক্রমণ করেছেন। তাঁদের বক্তব্য, এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী রামবিলাস। আরজেডির প্রদেশ সভাপতি আব্দুল বারি সিদ্দিকি বলেন, "রামবিলাস কেন্দ্রে ইউপিএ সরকারে রয়েছেন। এখানে ধর্মনিরপেক্ষ সরকার গড়াও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। কিন্তু দায়িত্ব পালন করেননি।" আরজেডি-র মুখপাত্র শিবানন্দ তেওয়ারি বলেন, "সনিয়ার উচিত ধর্মনিরপেক্ষ সরকার তৈরির জন্য রামবিলাসের উপরে চাপ সৃষ্টি করা।" অন্য দিকে, জেডিইউ নেতা নীতীশ কুমার বলেছেন, "রাষ্ট্রপতি শাসন হলেও লালুর পছন্দের লোকই সরকার চালাবেন। এতে পরোক্ষে আরজেডি-র সরকারই হবে। এটাই চান রামবিলাস।" তাঁকে আক্রমণ করেছেন বিজেপি নেতা সুশীল মোদীও।

কিন্তু পাসোয়ান নির্বিকার। আজ দুপুরে তিনি রাজভবনে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বেরিয়ে বলেন, "সরকার আমিই গড়ব। সরকার হবে আরজেডি এবং বিজেপি বিরোধী। কিছু দিন অপেক্ষা করুন।" সন্ধ্যায় তিনি মুখোমুখি হলেন আনন্দবাজারের। ধোপদুরস্ত সাদা কুর্তা-পাজামা পরা রামবিলাস আজ ছিলেন চিন্তামুক্ত। হাসি মুখে তিনি বলেন, "সবাই আমাকে রাষ্ট্রপতি শাসনের জন্য দায়ী করছে। কিন্তু আমি আমার অবস্থানে একদম ঠিক। আরজেডি এবং বিজেপি বিরোধী ভোটারেরা আমাকে ভোট দিয়েছেন। লালুর মুসলিম-যাদব সমীকরণ ভেঙে গিয়েছে।" রামবিলাসের আশঙ্কা, "আমি সরকার তৈরি করলে দাঙ্গা করিয়ে দেওয়া হত। যে দল এতদিন ক্ষমতায় ছিল, তাদের পক্ষে সব করা সম্ভব। তখন বলা হত, রামবিলাসের জন্য দাঙ্গা হয়েছে। এ ছাড়া জেডিইউ তো ঠিক নেই। পরিষদীয় দলের নেতাও নির্বাচন করতে পারেনি তারা।"

রাষ্ট্রপতি শাসন বিহারের মানুষকে আপাতত স্বস্তি দেবে বলেও মনে করছেন পাসোয়ান। তিনি বলেন, "আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে চাই না। লিখে নিন, আমি মুখ্যমন্ত্রীর কুর্শিতে বসব না।" পাসোয়ান যে লালু এবং বিজেপি বিরোধী বিধায়কদের নিয়ে জোট তৈরি করার চেষ্টা চালাচ্ছেন, আজ তা-ও মোটামুটি স্পষ্ট। রামবিলাসের রণকৌশল এটাই। এ ধরনের সরকার হলে সিপিআই(এমএল)-ও সঙ্গে আসতে পারে বলে মনে করছেন তিনি। ভোটের আগে লালুকে সমর্থন করলেও পরিস্থিতি দেখে কিছুটা থমকে গিয়েছে সিপিআই। লালু বারবার ফোন করে সমর্থনের চিঠি চাইছেন। কিন্তু আজও সিপিআই লালুকে এই চিঠি দেয়নি। কংগ্রেসের একটি অংশও রামবিলাসের পিছনে রয়েছে। রামবিলাসের ধারণা, আপাতত রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হলে তিনি বিকল্প সরকার তৈরির সুযোগ পেয়ে যাবেন। কিন্তু অন্য কোনও জোটের সরকার তৈরি হলে সেটা সম্ভব হবে না। অন্য দিকে, রাজ্য কংগ্রেসের একাংশও রামবিলাসের নেতৃত্বে লালু-বিরোধী সরকার গড়তে আগ্রহী। আপাতত রাষ্ট্রপতি শাসনে আপত্তি নেই তাঁদেরও। তবে কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব লালুকে চটাতে চান না।

ভবিষ্যতের কথা ভেবে বড় রকমের ঝুঁকি নিলেন রামবিলাস।

ANADABAZAR PATRIKA

07 MAR 2005

THE TIMES OF INDIA
07 MAR 2005

Guv for Prez rule in Bihar

Paswan Refuses To Budge From His Stand Of Not Supporting Either RJD Or NDA

Patna: After a week-long impasse over government formation in Bihar with polls throwing up a hung assembly, governor Buta Singh on Sunday recommended to the Centre imposition of President's rule in the state.

The Governor's recommendation came within hours of his meeting LJP leader Ram Vilas Paswan whose 29 MLAs held the key to government formation. As Paswan refused to budge from his stand of not supporting either RJD or NDA, the two main contenders for power, the governor recommended the Central rule. "Since neither RJD and its pre-poll allies nor NDA have come forward with the support of 122 MLAs required for majority, the governor recommended imposition of President's rule under Article 356 of the Constitution to end political uncertainty," Raj Bhavan sources told PTI.

The governor's recommendation had been sent to Union home minister Shivraj Patil who met Prime Minister Manmohan Singh in New Delhi earlier in the day to discuss developments in Bihar.

Caretaker chief minister Rabri Devi had on Saturday staked claim to form government on the ground that RJD had emerged as the single largest party in elections. Besides her own 75 MLAs, she had submitted letters of support from the ten-member Congress, three NCP MLAs, two BSP MLAs and a CPM legislator. The combined strength of the RJD and its allies is 91, still 31 short of the magic figure of 122 in the 243-member House.

NDA with 92 MLAs, LJP's 29, seven of CPI-ML (L), four of Samajwadi Party and six Independents had separately petitioned the governor requesting him not to entertain RJD's claim. Buta Singh had reportedly assured an NDA delegation on Saturday that he would take sworn affidavits of support of 122 MLAs from any combination before giving an invitation to form government.

Lalu Prasad | Buta Singh | R V Paswan

Reacting to the governor's recommendation, RJD and BJP accused LJP chief Ramvilas Paswan of being responsible for the impending President's rule in the state by refusing to align with their respective political formations. Paswan's "intransigence" over not aligning with RJD showed 'utter disrespect' to the mandate which was "in favour of secular forces," RJD spokesman Shivanand Tiwari and state president Abdul Bari Siddiqui told reporters here.

"Recommendation of President's Rule was inevitable with Paswan, a major UPA ally at the Centre, sticking to his stand against the RJD," he said. Tiwari said "being a UPA ally, the LJP should have come forward to form a secular government led by the RJD which emerged the single largest after the poll."

Slamming the LJP chief, BJP national vice-president Sushil Kumar Modi said had Paswan not shown intransigence over not aligning with NDA, a stable government would have been formed in the state. The governor was left with no other option but to recommend President's rule keeping the state assembly in suspended animation as the magic figure of 122 required for majority eluded both RJD and anti-RJD combinations, he said.

The NDA, he said, would in the meantime strive for cobbling together a majority to provide 'a stable government.' Claiming that several LJP MLAs were even in favour of the party joining hands with the BJP and JD (U), he urged Paswan to sit across the table and discuss formation of a non-RJD government. PTI

THE STATESMAN

07 MAR 2005

Buta recommends President's Rule

Statesman News Service

PATNA/NEW DELHI, March 6. — Curtains fell on the seven-day, high-voltage drama in Bihar with Governor Mr Buta Singh recommending President's Rule in the state today, after no party came near even the magic number of 122 to form a government in the key Hindi heartland state. The Governor also dissolved the 12th state Assembly after recommending Central rule.

It was an irony that the Union Cabinet, of which RJD president Mr Lalu Prasad was a part, had to decide on the imposition of Central rule in a state where his party reigned uninterruptedly for 15 years. This is the eighth time that President's Rule has been clamped in Bihar. Today's development also "terminated" midway Mrs Rabri Devi's oft-repeated "20-year-contract with the masses".

Union home minister Mr Shivraj Patil discussed the Governor's report with Prime Minister Dr Manmohan Singh and Mrs Sonia Gandhi.

The Governor called Mr Paswan this morning to know his final position on government formation. Mr Paswan reiterated his stand of not siding with either the RJD or the BJP and sought more time to provide a "stable government". After this, Mr Singh sent his report to the Centre, recommending President's Rule.

CURTAINS ON LALU RAJ: Buta Singh, Lalu Prasad, Rabri Devi and Ram Vilas Paswan

The recommendation for President's Rule met with much criticism from all parties, except Lok Janshakti Party which described it as its "victory". Congress spokesman Mr Abhishek Singhvi said: "We have always maintained we want a secular government in Bihar. But now President's Rule is the only option." CPI-M general secretary Mr HS Surjeet said: "The Governor had nothing else to do." Asked whether he thought yet another election was imminent, he said: "Yes."

The NDA accused Mr Paswan of pushing Bihar towards Central rule. "A canard is being spread that JD-U is responsible for pushing the state towards President's Rule. But in fact, it has happened because of Paswan who wants to remain a minister at the Centre and continue his anti-RJD posture in Bihar," JD-U leader and former chief minister Mr Nitish Kumar said.

However, the LJP president hit back saying a short spell of President's Rule will "clean up the accumulated garbage" of the RJD regime. He said he would keep on trying to form a non-RJD and non-BJP government. Central rule, Mr Paswan said, was inevitable with no combination having the majority number in the 243-member Assembly. "The writing was on the wall. I had been speculating about it all along," Mr Paswan said.

As soon as news of Central rule spread, people spontaneously came out on the streets in Patna, fuming at LJP chief Mr Ram Vilas Paswan. A common refrain was: "Most people voted to oust the RJD and yet President's Rule would mean the Centre (Congress), hobnobbing with the RJD, would rule Bihar."

BJP chief Mr LK Advani cautioned the Prime Minister that he had served the country long enough as a bureaucrat to know the credentials of civil servants from Bihar. "Officers who can relieve Bihar of its biggest scourges — corruption and criminalisation — must be appointed as advisers to the group that would oversee Bihar during President's Rule," he said.

More reports on page 4

States and their finances

By V. Jayanth

THE TWELFTH Finance Commission (TFC) recommendations have been accepted by the Centre and Finance Minister P. Chidambaram has estimated the total impact on the Union budget for 2005-06 at approximately Rs.26,000 crore — or an addition of three-quarters of a percentage point as a proportion of GDP.

He has expressed concern that such a large allocation in the first year of implementation may even affect the capacity of the Centre to abide by the Fiscal Responsibility and Budget Management Act. His stand is clear — the States stand to benefit substantially from the TFC recommendations.

But there are still two views on not just the recommendations, but also the kind of balance that is sought to be maintained between the more developed and the more backward among the States in this five-year exercise of sharing Central resources. In an overall picture, the States' share in Central resources has been marginally increased from 29.5 per cent to 30.5 per cent, whereas States such as Tamil Nadu sought a whopping 50 per cent of the divisible pool.

The horizontal distribution between the States has now been spelt out in a new formula by the TFC. It will be distributed on the following basis: 50 per cent based on per capita income on a distance basis; 25 per cent based on population; 10 per cent on geographical area; 7.5 per cent on tax effort; and 7.5 per cent on fiscal discipline.

Economists take the view that there cannot be a more "reasonable or equitable sharing formula" than this, given the vast economic, social, and political disparities among the States. Yet, there is a degree of disappointment among some of the more developed States, which take the view that "performance" is not being rewarded and the "more populous and profligate States" are continuing to benefit.

The terms of reference mandated the TFC to review the state of the finances of the Union and the States and suggest a plan by which Governments could restore budgetary balance, achieve macroeconomic stability and debt reduction along with equitable growth.

Opinion is divided on the benefits to the States from the Twelfth Finance Commission recommendations. But there is no getting away from the need for fiscal discipline.

The Commission, headed by Dr. C. Rangarajan, has walked the tightrope to ensure that the performing States are duly rewarded, while the so-called backward States are also provided the resources to move forward.

Two of the criteria laid down in the TFC formula together accounting for 15 per cent — tax effort and fiscal discipline — provide a new dimension to a concerted effort in improving the state of finances of all the States. Keeping the broad index of fiscal discipline in mind, the Commission's recommendations may have a far-reaching effect for the period 2005-10.

In particular, the plan for restructuring debt has been linked to fiscal reforms, doing away with the present system of Central assistance to State plans in the form of grants and loans and transfer of external assistance to States on the same terms and conditions as attached to such assistance by the agencies.

Besides focussing on fiscal discipline and even transfer of resources to the local bodies, the TFC has provided a healing touch with regard to the spheres of calamity relief, grants-in-aid, and debt management. The scheme of Calamity Relief Funds will continue in its present form in a 75:25 ratio between the Centre and the States, with the fund estimated at Rs.21,333 crore for the five-year period 2005-10. But the present system of grants-in-aid as Central assistance for State plans is being done away with.

Non-Plan revenue deficit grant of Rs.56,856 crore has been recommended to 15 States for these five years. In addition grants for Rs.10,172 crore for the education sector to eight States and Rs.5,887 crore to seven States for the health sector. But this has also sparked some problems because health and education are key sectors in which all States want help and singling out a few of them may only complicate the issue. An equally important aspect, planners point out, is to ensure that the allocated funds are properly utilised for the projects they are meant for — that the States are made accountable. In the area of debt relief and course correction, the TFC has done a lot of homework and come up with a useful package. Central loans to States contracted till March 2004 and outstanding on March 31, 2005, amounting to Rs.1,28,795 crore are to be consolidated and rescheduled for a fresh term of 20 years at an interest rate of 7.5 per cent. But this will be subject to their adopting the Fiscal Responsibility Act.

Similarly, a debt write-off scheme, this time linked to revenue deficit reduction will also be offered. Under this scheme, repayments due from 2005-06 to 2009-10 on Central loans contracted up to March 31, 2004, will be eligible for write-off.

The crux of the problem is that the revenue account of States has been continuously in deficit since 1987-88. The deterioration in the States' finances has been more pronounced from the late 1990s, which many States concede became critical after the implementation of the Fifth Pay Commission's recommendations. As a proportion of GDP, revenue deficit of States has kept rising from 0.3 per cent in 1987-88 to 1.1 per cent in 1996-97 and to 2.5 per cent in 1998-99.

The need of the hour appears to be fiscal adjustment and discipline. Five States have already adopted the Fiscal Responsibility Act and three more are expected to do so. If the States have to find more funds for capital investment, including infrastructure development, they have no choice except to accept fiscal discipline and prune their revenue deficits because their tax potential is limited and resources rather inelastic. They have to cut their coats according to the cloth.

সুতোয় ঝুলছে দুই রাজ্যের ভবিষ্যৎ

কী করণীয় বিহারে, কেন্দ্র এখনও ধন্দে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও পটনা, ৫ মার্চ: সময় পেরিয়ে যাচ্ছে; কিন্তু ম্যাজিক সংখ্যা ১২২ এখনও কোনও পক্ষেরই আয়ত্তে নেই। অতএব বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হওয়াটাই স্বাভাবিক। কিন্তু কাল বিকেল পাঁচটায় বিদায়ী বিধানসভার মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেই রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা হবে কি না, তা নিয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এখনও চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে উঠতে পারেনি।

ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সৈয়দ সিবতে রাজি বিতর্কে জড়িয়ে পড়ার পরে বিহারে বুটা সিংহ যে চটজলদি কোনও পদক্ষেপ করবেন না, তা তাঁর কথা থেকেই পরিষ্কার। তিনি বলেন, "ম্যাজিক সংখ্যায় না পৌঁছলে কাউকে ডাকা হবে না।"

রাজ্যপালের সামনে এক দিকে রয়েছে রাবড়ী দেবীর পক্ষে ৯১ জন বিধায়কের চিঠি ও আরও আঠারো জনের সমর্থনের দাবি (সি পি আই ৩ ও নির্দল ১৫), অন্য দিকে এন ডি এ-র (সংযুক্ত জনতা ৫৫, বিজেপি ৩৭) আপত্তি। দু'পক্ষের কাউকেই সমর্থনে নারাজ রামবিলাস পাসোয়ান (২৯), সি পি আই-এম এল (৭), সমাজবাদী পার্টি (৪) ও ছয় জন নির্দল।

এই পরিস্থিতিতে লালু আজ স্ত্রী রাবড়ী দেবীকে নিয়ে বুটার কাছে গিয়ে দাবি জানিয়ে এসেছেন, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে তাঁদেরই সরকার গড়তে ডাকা হোক। রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করার পর তিনি জানিয়েছেন, অতীতে বিশ্বনাথপ্রতাপ সিংহ, নরসিংহ রাও, বা অটলবিহারী বাজপেয়ীকেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসাবে প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব নিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন রাষ্ট্রপতিরা। কথাটা ভুল নয়। কিন্তু সাম্প্রতিক ঝাড়খণ্ড-বিতর্কের পর বিহারের রাজ্যপাল যে সেই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না।

আবার লালুপ্রসাদ ও তাঁর দলীয় তীর্থদের চাপে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাও বিহারে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করা নিয়ে দ্বন্দে পড়েছে। ক্যাবিনেট যে এখনই বিহারে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করতে বিশেষ উদগ্রীব নয়, মন্ত্রিসভার ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রবীণ সদস্য প্রণব মুখোপাধ্যায়ের তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। কলকাতায় তিনি বলেছেন, বিহারের সরকার গড়ার প্রক্রিয়া এখনও চলছে। কোনও দলই সংখ্যাগরিষ্ঠ না হলে কাউকেই সরকার গড়তে ডাকা যাবে না, এমন নিয়ম নেই। সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও সরকার গড়তে ডাকার একাধিক নজির রয়েছে। সরকারকে বিধানসভার মধ্যেই সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের একাংশের ধারণা হল, শেষ পর্যন্ত 'কেয়ারটেকার মুখ্যমন্ত্রী' হিসাবে রাবড়ী দেবী রবিবারের পরেও কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।

তবে রাবড়ী-হটাও অভিযানকে ক্রমশই আরও জোরদার করছে বিরোধী-শিবির। দিল্লিতে সংযুক্ত জনতার শরদ যাদব, নীতীশ কুমার ও বিজেপির অরুণ জেটলি প্রমুখ আলোচনা করে ঠিক করেন, এন ডি এ-র তরফে রাজ্যপালকে স্পষ্ট জানানো হোক, রাবড়ীকে কোনও ভাবেই ডাকা চলবে না। রাবড়ীকে না-ডাকার জন্য চাপ জারি থাকুক রাজভবনের উপরে।

সেই অনুযায়ী নন্দকিশোর যাদব ও সুশীল মোদী এবং রাজ্য জে ডি (ইউ)-এর কয়েক জন নেতা বিকাল পাঁচটায় রাজ্যপাল বুটা সিংহের সঙ্গে দেখা করেন। সরকার গড়ার দাবি না তুললেও তাঁরা জানিয়ে আসেন, সময়সীমা পার হতে আরও ২৪ ঘণ্টা রয়েছে। লালুপ্রসাদের একক গরিষ্ঠতার দাবির বিপরীতে তাঁরাই কিন্তু বৃহত্তম প্রাক-নির্বাচনী জোট।

সরকার গড়ার চাবি যাঁর হাতে, সেই রামবিলাস পাসোয়ান কিন্তু আজও দিল্লিতে জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি রাষ্ট্রপতি শাসনের পক্ষে। রামবিলাস আজ এ কথা অস্বীকার করেন যে, গত রাতে তাঁর সঙ্গে সংযুক্ত জনতা নেতা শরদ যাদবের বৈঠক হয়েছে। তবে রাজনৈতিক সূত্রের খবর, সংযুক্ত জনতা দলের পক্ষ থেকে তাঁকে বলা হচ্ছে নীতীশ কুমারকে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে মেনে নিয়ে জোট সরকারের কথা ভাবতে। কারণ সে ক্ষেত্রে বিজেপি ওই সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করবে।

কিন্তু সে ক্ষেত্রে তাঁকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ছাড়তে হবে বলেই রামবিলাস তাতে রাজি নন। তিনি চান, তাঁকেই মুখ্যমন্ত্রী করা হোক। ফলে ম্যাজিক সংখ্যার ধারেকাছেও এখনও পৌঁছতে পারেননি কেউ— না লালুপ্রসাদ-শিবির, না তাঁর বিরোধী শিবির।

আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একটি বৈঠক হলেও পরে সরকারি ভাবে বলা হয়েছে, বৈঠকে বিহার নিয়ে না কি কোনও আলোচনাই হয়নি।

ANADABAZAR ... 06 MAR 2005

GUEST COLUMN | *Kedar Nath Sahani*

Governors and power play

The four state governors were removed because the Congress was not comfortable with the chief ministers there

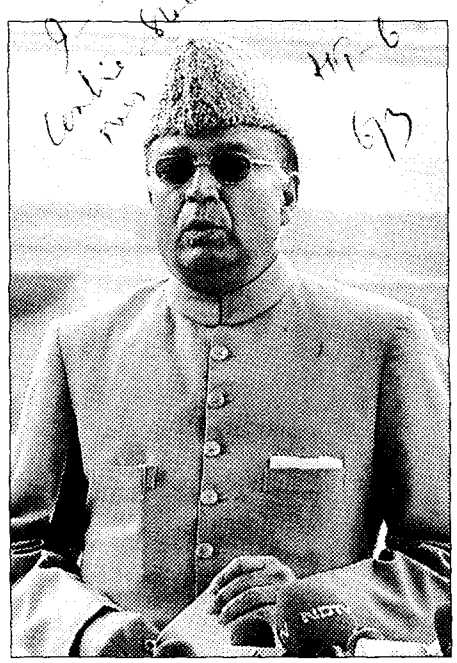

COURTING CONTROVERSY: Goa Governor S.C. Jamir (left), Jharkhand Governor Syed Sibte Razi

HAVE YOU READ the debates in the Constituent Assembly about the role of Governors? You should go through them. It was debated at length then, by people of the stature of Babasaheb Ambedkar and Kailashnath Katju as to whether there should be a governor at all — whether it would be proper to have a nominated person over the head of an elected person. Eventually, it was decided that yes, we do need a governor to see that the Constitution is properly implemented, and the office was created.

It was never contemplated that the person selected as Governor will misuse the trust reposed in him. Unfortunately, some of the Governors functioned in such a manner that the Sarkaria Commission, set up by Indira Gandhi, had to look into this matter. Having discussed the matter at various levels, eventually it recommended that in the appointment of governors the state chief ministers should also be consulted.

Experience shows that those governors who have stood by the Constitution and refused to bend before the wishes of the central government were not appreciated by the Centre. For example, B.K. Nehru, who was governor of Jammu and Kashmir at a time when the central government wanted to bring down the National Conference government in the state, did not think that the situation in the state merited the government's removal. He was removed and Jagmohan was sent there.

In Tamil Nadu, when Karunanidhi's DMK government was in power, and S.S. Barnala was the governor, there were pressures on Barnala to remove Karunanidhi, but Barnala did not remove him. There have been situations where the governor has stood by his duties and resisted pressure.

Of course, the appointment and removal of governors at the whim of the central government has also gone on. It used to happen frequently during Congress rule. It also happened during the Janata Party's rule. Though Jawaharlal Nehru was against it, this had started in his time itself, at the instance of Indira Gandhi.

The NDA government was the only exception to this rule. Before I went to Sikkim as governor, Chaudhary Randhir Singh, a Congress supporter, was the Governor. There were pressures on the Government of India to remove him but he was allowed to complete his full term. When I met him recently, he said, I don't know what has happened to my party, the Congress.

A good precedent was being set to allow governors to complete their terms. Then the UPA upset that and removed four governors.

Shriprakash Jaiswal, the Minister of State for Home, said on TV that "they will remove all the governors with RSS background before July 5, 2004". The basis was the governor's personal ideology, not whether he was working according to the Constitution or not.

This is no ground. I wrote then to the President that differences of opinion and ideology are respected in the Indian ethos. This is a country where every faith and shade of belief has historically been welcomed and respected. How can the governors be removed just because of their ideology or beliefs?

A governor can be removed if he has done some wrong, if his integrity was in question. But removing the governor without any ground is wrong. The four governors who were removed last year before the completion of their terms were removed because the Congress was not comfortable with the chief ministers in those states. They thought they needed governors who would listen to them.

Take Goa, for example, where the government was doing fine. *India Today* ranked the state first in its ranking of states. Chief minister Manohar Parrikar's integrity is something that even Congressmen admired. They used ideology as a facade to remove me from there, but the aim was political.

In UP, Governor Vishnu Kant Shastri, who had only four months of his tenure left, was removed, but the target was Mulayam Singh. In Haryana, elections were due, and they thought they might need the governor's help, so Babu Parmanand was removed. They being not happy with Narendra Modi wanted some such person in Governor in Gujarat who would, when needed, act as per their wishes, so they removed Kailashpati Misra.

See what is happening in Jharkhand now. Even the NDA's critics are criticising the governor's role there. I saw on the news that the President has called him to Delhi. The episode is disgraceful for the institution of governor.

I think the government needs to decide once and for all whether they need the office of governor or not. If they want to keep the office, they must respect it, they should maintain its dignity. Both the governors and the Centre have to ensure that.

To keep the integrity of the office, rules can be made. For example, that anyone who holds the office of the Governor will become ineligible for all other offices in the future. Then the Governor will not have any incentive to try and please the Centre.

The night before I was removed from Goa, at around 11.30 at night, there was a call from Home Minister Shivraj Patil. I was not well and had gone to bed by then. My wife woke me up because the call was from the Home Minister. He asked me what I thought about the debate in the newspapers about the controversy regarding the governors. I asked him why he was asking me this, when I was working within the Constitution and what was the purpose to ask me in this regard?

The next day I was removed. This sort of behaviour does not improve anyone's honour. The Governor is there in the state as the representative of the President. The way the governor is used and treated reflects adversely on the office of President also. If they don't want to keep the office of governor, let them decide it once and for all.

Now Parliament is held up because of the new governors they appointed, and their conduct has brought the office to disgrace. Think of what has happened after 41 members of the Jharkhand Assembly went and stood in front of the president in support of the NDA. Look at the partisan attitude in Goa — the governor gave 48 hours to Parrikar to prove his majority while he gave one month to his Congress rival.

There is a view that political people should not be appointed to the office of governor. I don't agree with this — I think their experience should be used. If I do my job diligently and honestly, according to the Constitution, then there should be no problems. But don't throw the governor at the mercy of such political people who delve in petty party politics.

(Sahani was governor of Goa before S.C. Jamir, who now holds the office)

THE HINDUSTAN TIMES 06 MAR 2005

CM HAS TO PROVE MAJORITY 'AT THE EARLIEST'

Razi defends inviting Soren

SNS & PTI

NEW DELHI, March 4. — He serves at the President's pleasure and he clearly acted in haste by giving the UPA Cabinet minister and accused in two murder cases, Mr Sibu Soren, time to prove his majority in a hung House at his leisure. Today, after meetings with the President, the Prime Minister and the home minister, the Jharkhand Governor agreed to an earlier trial of strength in the Assembly. However, Syed Sibtey Razi defended his decision to ask Mr Soren to form the government, saying it was in accordance with the Constitution.

He denied that his decision was influenced by Mrs Sonia Gandhi and explained to those he met that he invited Mr Soren only after the Jharkhand Party had informed him about its decision to support the Congress-JMM alliance. "Nobody influenced me. If anybody has influenced me it is the Constitution and the facts of the case and the practices adopted in various court cases." The Assembly, he said, would be called "at the earliest" for Mr Soren to face a trial of strength ahead of the 21 March deadline.

(A late night report from Ranchi said Mr Razi has invited Mr Soren and NDA leader Mr Arjun Munda to Raj Bhavan tomorrow.)

Asked whether today's decision was taken on the President's directive, he said: "It is not a good tradition to divulge the details of what transpired between Governor and President."

The Congress today sided with Mr Razi's decision, saying the results showed that the BJP government had lost its majority.

The BJP said it was "not happy with mere reduction in time" given to Mr Soren and demanded the immediate dismissal of both the Governor and the chief minister.

The Anglo-Indian member in the Assembly will be nominated after the trust vote, officials said tonight. Earlier, it was said that the nomination would be made before the trust vote.

Nobody influenced me. If anybody has influenced me, it is the Constitution and the practices adopted in various cases

Birds of a feather

NEW DELHI, March 4. — Trying to keep its flock together, the NDA today sent all its 41 MLAs from Jharkhand, including the five Independents, to pick up lessons from the birds that visit Sariska in Rajasthan, home to a well-known bird sanctuary. The MLAs are likely to go straight to Ranchi from Rajasthan just before the vote of confidence, a BJP leader said. "We want to give them a break and keep them together. That is why they have all been sent to Sariska." — PTI

THE STATESMAN 05 MAR 2005

Goa start to dented Delhi image repair

OUR BUREAU

New Delhi, March 4: After finding itself covered with infamy in Jharkhand and Goa, the Manmohan Singh government and the Congress today set about undoing some of the damage by putting the tiny western state under President's rule.

At the same time, Jharkhand governor Syed Sibtey Razi announced that he would bring forward the date of the floor test to cool tempers triggered by his action of asking Shibu Soren to form the ministry, though the rival BJP alliance had submitted a list of 41 supporting MLAs.

The Goa decision was taken, though the Congress-led government of Pratapsinh Rane had won the trial of strength by one vote after an MLA of the rival BJP camp was disqualified and the acting Speaker used his casting vote in its favour.

Three hours later, a meeting of the Union cabinet decided to declare President's rule before being subjected to some more embarrassment. The Supreme Court today said it was keeping a close eye on Goa. It will also hear a petition by the former chief minister, Manohar Parrikar of the BJP, against his government's dismissal by governor S.C. Jamir.

Like Razi, Jamir is a Congress leader-turned-governor.

Under vicious attack over Jharkhand, the government scrambled to cut its loss of image at least in Goa before the BJP opened another front.

The sentiment was reflected in home minister Shivraj Patil's statement. "What has happened in the legislative assembly of Goa today is not acceptable to the government. It was not proper not to allow one member to vote and then get the confidence vote passed with a casting vote given by the (acting) Speaker. This is exactly what was done by the previous government in the legislative Assembly. If that is wrong, this is also wrong," he said.

QUOTE

If the previous government's decision was wrong, this was also wrong

SHIVRAJ PATIL
on the Goa trust vote fiasco

With two wrongs on its plate, the Congress decided to get rid of one, though, by virtue of central rule, it would still be in control of Goa. The decision was also a signal that, stung by the groundswell of criticism, the Congress alliance would step with caution in Bihar, where the Assembly is hung, like Jharkhand.

In Bihar, Ram Vilas Paswan is the difference between sitting in power and in the Opposition for the BJP and Laloo Prasad Yadav. There were reports that the BJP had established contact with him.

However, the talks had got bogged down in Paswan insisting it be a non-BJP and non-Laloo government and the BJP refusing to provide him support from outside.

That the Jharkhand confidence vote would be brought forward from the deadline of March 21 Razi had set for Soren was decided even before the governor met President A.P.J. Abdul Kalam.

After the meeting, Razi said he would announce the new date shortly, but the BJP alliance declined to sit with him to discuss the schedule after an invitation was issued by the Raj Bhavan in Ranchi to both sides.

Razi, who rushed here on the President's summons, held lengthy meetings with the Prime Minister and Patil.

Owning responsibility for the decision to invite Soren, the governor insisted that he did not act at the behest of either Sonia Gandhi or the Singh government.

"Nobody influenced me. If anybody has influenced me, it is the Constitution and the facts of the case and the practices adopted in various court cases," he said.

"Today I am the governor, tomorrow it may be somebody else. Their dignity must be maintained," he said, bristling at the "*supari* killer" label slapped on him by BJP president L.K. Advani.

■ **See Page 6**

THE TELEGRAPH 05 MAR 2005

রাঁচির শিক্ষায় ভোল বদল পানজিমে

আস্থা ভোট এগোচ্ছে ঝাড়খণ্ডে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও রাঁচি, ৪ মার্চ: ঝাড়খণ্ড বিধানসভায় শক্তি-পরীক্ষার দিন এগিয়ে এল।

রাষ্ট্রপতি এ পি জে আব্দুল কালামের সঙ্গে বৈঠক করে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সৈয়দ সিবতে রাজি আজ জানিয়ে দিলেন, রাজ্যে বিধানসভার অধিবেশনের তারিখ তিনি কয়েক দিন এগিয়ে আনবেন। ফলে, নির্ধারিত সময়ের আগেই শিবু সোরেনকে তাঁর সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রমাণ দিতে হবে। তবে ঠিক কতদিন এগোনো হচ্ছে, তা অবশ্য আজই স্পষ্ট করেননি রাজ্যপাল। এর আগে তিনি সোরেনকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের জন্য তিন সপ্তাহ সময় দিয়েছিলেন। আজ সকালে রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের পরে বিকালে প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক করেন রাজ্যপাল।

রাষ্ট্রপতির নির্দেশেই কি সে ক্ষেত্রে এই মত বদল? সৈয়দ সিবতে রাজির বক্তব্য, "রাষ্ট্রপতি ও রাজ্যপালের মধ্যে কী কথাবার্তা হচ্ছে, তা প্রকাশ করে দেওয়াটা মোটেই ভাল ঐতিহ্য নয়।" তিনি এটুকুই জানিয়েছেন, 'সাংবিধানিক ও আইনি' সমস্ত দিক তিনি কালামের সামনে তুলে ধরেছেন এবং রাষ্ট্রপতি ' বিষয়টি শান্ত ভাবে শুনেছেন।'

অন্য দিকে, কাল রাষ্ট্রপতির সামনে ঝাড়খণ্ডের ৪১ জন বিধায়ককে হাজির করার পরে বিজেপি আজ তাঁদের রাজস্থানের সরিস্কায় গোপন একটি ডেরায় নিয়ে গিয়েছে। বিজেপি সূত্রের খবর, আস্থা ভোটের সময় রাজস্থান থেকে সরাসরি রাঁচিতে উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে তাঁদের।

তবে আস্থাভোটের দিন এগিয়ে আনার খবরে শিবু কোনও উদ্বেগ দেখাননি। তিনি বলেন, "আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। যে কোনও দিনই সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে আমরা প্রস্তুত।" এমন কী পাঁচ নির্দল বিধায়কের এনডিএ শিবিরের কব্জায় থাকা নিয়েও তিনি চিন্তিত নন। তাঁর মন্তব্য, "এক দিন তো ওঁদের ফিরতেই হবে। নিজের গ্রাম, পরিবার ছেড়ে কত দিন বাইরে থাকবেন ওঁরা?"

বিজেপি শিবিরের ধারণা, আরও দিন পাঁচেক সময় লাগবে ঝাড়খণ্ডে বিধানসভা অধিবেশনে নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের। যে পাঁচ জন নির্দল বিধায়ককে রাজস্থানে রাখা হয়েছে, তাঁদের সম্পর্কে এখন নিশ্চিন্ত বিজেপি। দলের অন্যতম এক শীর্ষ নেতার বক্তব্য, "ওঁরা যদি নিজেরা মত বদলান, তা হলে আলাদা কথা। কিন্তু এখন ওঁদের নিয়ে ঝঞ্ঝাট নেই।" তাঁর দাবি, "কংগ্রেসেরও আর শিবু সোরেনের ব্যাপারে কোনও উৎসাহ নেই। সোরেনের জন্য দিল্লিতে সনিয়ার সম্মান হানি হচ্ছে। অথচ বিনিময়ে ওঁরা কী পাচ্ছেন? না মুখ্যমন্ত্রী, না উপমুখ্যমন্ত্রী।"

তবে যত দিন না চিত্র স্পষ্ট হচ্ছে, সরকার পক্ষের উপর থেকে চাপ এতটুকু আলগা করতে রাজি নয় বিজেপি। আজ ধারাবাহিক ভাবে তৃতীয় দিনও লোকসভা শুরু হয় চিৎকার

এর পর ছয়ের পাতায়

রানে সরকার ভাঙতে বাধ্য হল কংগ্রেসই

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৪ মার্চ: গোয়া, ঝাড়খণ্ড, বিহার—তিন রাজ্য ক্রমশই বেসামাল করে দিচ্ছে কংগ্রেসকে। এখন আর দিনের হিসাবে নয়, বস্তুত ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলে যাচ্ছে দলের কৌশল। তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ, আজ গোয়ায় কংগ্রেস সরকার যেন-তেন-প্রকারেণ 'আস্থা ভোট' জেতার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কেন্দ্রের স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে রাজ্যে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি।

ঝাড়খণ্ডে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে বিপর্যস্ত ভাবমূর্তি উদ্ধারের জন্য কংগ্রেস আজ বিকেলে অস্ত্র করল গোয়াকে। তার আগে গোয়া বিধানসভার কার্যনির্বাহী স্পিকার এক সদস্যকে ভোটদানের অধিকার থেকে বঞ্চিত করায় দু পক্ষের 'টাই' হয়ে যায়। সেই অবস্থায় ওই কার্যনির্বাহী স্পিকারের ভোটে সরকার জিতলেও তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিল জানিয়ে দেন, কেন্দ্র নিজের বিবেচনা অনুযায়ী গোয়ায় রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করেছে। তবে বিধানসভা ভেঙে না-দিয়ে অনির্দিষ্ট কাল মুলতুবি রাখা হয়েছে। গোয়ার বিষয়টি সুপ্রিম কোর্টের সামনে রয়েছে ও সোমবার ফের শুনানি হওয়ার কথা।

তবে ঝাড়খণ্ড নিয়ে অস্বস্তি ক্রমশ চেপে বসায় কৌশলগত কারণে অবস্থান বদলেছে কংগ্রেস। যাঁকে বরখাস্ত করার দাবি জানাচ্ছে বিজেপি, ঝাড়খণ্ডের সেই রাজ্যপাল সংখ্যার বিচার না করে সোরেনকে মুখ্যমন্ত্রী করার পরে কাল কংগ্রেস তাঁর থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে নিয়েছিল। কিন্তু আজ আবার দলের তরফে প্রিয়রঞ্জন দাশমুন্সি বলেন, "সভানেত্রী সনিয়া গাঁধী মনে করেন এই সব বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সাংবিধানিক এক্তিয়ার রাজ্যপালের আছে।" দলের মুখপাত্র আনন্দ শর্মাও জানিয়ে দিয়েছেন, "দু'পক্ষের ৩৬-৩৬ বিধায়ক হওয়ার পর রাজ্যপাল নিজের বিচার-বুদ্ধি অনুযায়ী কাজ করেছেন।"

বস্তুত রাজ্যপালের বিষয়টিকে বিরোধী-শিবির তুঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় শাসক পক্ষে আজ বুঝে গিয়েছে যে বেশি 'ব্যাকফুট'-এ গেলে অস্বস্তি বাড়বে বই কমবে না। ফলে তাঁরা আবার আক্রমণাত্মক হতে শুরু করেছেন, ও রাজ্যপালকে 'সুপারি কিলার' বলায় আডবাণীকে আক্রমণ করতে শুরু করেছেন। এমনকী সি পি এমের তরফে নীলোৎপল বসুও আজ বলেন, 'রাজ্যপালের বিচার-বিবেচনায় কিছু ভুল হয়ে গিয়ে থাকতে পারে', কিন্তু বিষয়টিকে রাজনৈতিক রঙ দেওয়া উচিত নয়।

তবে যতই 'আক্রমণাত্মক' হোক কংগ্রেস, অস্বস্তি যে পুরোদস্তুর আছে তার প্রমাণ বিহার নিয়ে এখন দল কোনও ঝুঁকিই নিতে চাইছে না। গোয়া ও ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল এস সি জামির ও ঝাড়খণ্ডের সিবতে রাজির মতোই বিহারের রাজ্যপাল বুটা সিংহও 'আদ্যোপান্ত কংগ্রেসি' হিসাবে

এর পর ছয়ের পাতায়

ANADABAZAR PATRIKA 05 MAR 2005

P. T. O.

সরকার ভাঙতে বাধ্য হল কংগ্রেস

প্রথম পাতার পর

পরিচিত। ওই রাজ্যে রবিবারের মধ্যে নতুন সরকার তৈরি না-হলে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি হওয়ার কথা। কিন্তু কংগ্রেস সূত্রে বলা হচ্ছে, ঝাড়খণ্ডে সোরেনের মতো বিহারের লালু প্রসাদকে গদিতে বসানোর চেষ্টা তাঁরা করবেন না।

কিন্তু আজ দিনের শেষে বিহার-ঝাড়খণ্ডের উত্তেজনাকেও হার মানিয়েছে গোয়া। ওই রাজ্যে রাজ্যপালের ভূমিকা নিয়ে প্রথম থেকেই সংশয় দানা বেঁধেছিল। সমস্যার গোড়ার দিকে তিন বিধায়কের পদত্যাগের পর বিজেপি সরকারের গরিষ্ঠতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। কিন্তু সে সময়কার স্পিকার 'ধ্বনিভোট'-এ আস্থাপ্রস্তাব পাশ হয়েছে বলে ঘোষণা করে দেন। এর পরেই রাজ্যপাল সরকার ভেঙে দিয়ে ধোঁয়াশার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী করেন প্রতাপ সিংহ রানেকে। তাঁকে এক মাস সময়ও দিয়ে দেন। শুরু হয় বিধায়ক কেনা। দলত্যাগ রোধ আইন এড়াতে ছ'জন বিধায়ক পদত্যাগ করে মন্ত্রী হয়ে যান। চল্লিশ থেকে সদস্যসংখ্যা নেমে যায় চৌত্রিশে। তার পরেই বিজেপির স্পিকার পদত্যাগ করেন সভায় সমতা ফিরিয়ে আনতে।

ফলে, কংগ্রেসের এক জনকে কার্যনির্বাহী স্পিকার করতে হয়। তিনি বিরোধী পক্ষের এক জনের সদস্যপদ খারিজ করে দিতে পারেন বলে বিরোধীদের আশঙ্কা ছিল। বিজেপি বিষয়টি নিয়ে রাজ্যপালের কাছেও যায়। রাজ্যপাল জামির কিন্তু আজ স্পষ্ট নির্দেশে বলেন, কার্যনির্বাহী স্পিকার শুধুই আস্থাভোট নেবেন (প্রমোদ মহাজন তাঁর আজকের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বলেন, "রাষ্ট্রপতির ভয়েও যদি নিয়ে থাকেন, তা হলেও তিনি ঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন")। সভায় ঢুকে স্পিকার কিন্তু বিরোধী সদস্য সালডানহা'র ভোট গুনবেন না বলে জানিয়ে দেন। দু'পক্ষ ১৬-১৬ হয়ে গেলে স্পিকার সারডিনহা নিজে ভোট দিয়ে সরকারকে জেতান।

এর পরেই সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা জরুরি বৈঠকে বসে গোয়ার সরকারকে খারিজ করে দেয়। রাজ্যপালের রিপোর্টের জন্যও অপেক্ষা করা হয়নি। এ ভাবে নিজের সরকার ভেঙে দিয়ে কংগ্রেস সম্ভবত দেখাতে চেয়েছে, শুধু 'কংগ্রেসি' রাজ্যপালেরা নয়, কেন্দ্রও কত 'নিরপেক্ষ'।

আস্থা ভোট এগোচ্ছে ঝাড়খণ্ডে

প্রথম পাতার পর

চেঁচামেচির মধ্যেই। লালকৃষ্ণ আডবাণী শুরুতেই কামান দাগেন গোয়া ও ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপালের প্রতি। তিনি বলেন, "এমন পরিস্থিতি এসেছে যে, ঝাড়খণ্ডের জনমতকে ঠকিয়ে ওখানে একটা সরকার বানিয়ে দেওয়া হয়েছে। তার বিরুদ্ধে আমরা সংসদে ও রাষ্ট্রপতির সামনে আমাদের বক্তব্য জানিয়েছি। আমাদের বিধায়কদেরও রাষ্ট্রপতির সামনে নিয়ে গিয়েছি।" এর পরে তিনি গোয়া-বৃত্তান্ত টেনে বলেন, "আমাদের দাবি, এই দুই রাজ্যপালকেই ফিরিয়ে নিয়ে আসা হোক।" এর পরে হল্লা শুরু হয় দু'পক্ষ থেকেই। এনডিএ সাংসদেরা 'ওয়েল'-এ নেমে আসেন। সাত মিনিট চলার পরেই স্পিকার সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় মঙ্গলবার পর্যন্ত সভা মুলতুবি করে দেন। সোম ও মঙ্গলার এমনিতেই সংসদ ছুটি ছিল পার্বণ উপলক্ষে। তাই বুধবার আবার সভা বসার কথা ঘোষণা করেন স্পিকার।

ঝাড়খণ্ডে শিবু সোরেনকে সরকার গড়তে বলা নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে ওঠার পরে গতকাল রাষ্ট্রপতি ডেকে পাঠিয়েছিলেন সিবতে রাজিকে। আজ সকালেই তিনি দেখা করেন কালামের সঙ্গে। আধঘন্টা বৈঠকের পর বাইরে এসে রাজি বলেন, "পরিস্থিতির দিকে লক্ষ রেখে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণের দিন আমি এগিয়ে দিচ্ছি।" স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শিবরাজ পাটিলের সঙ্গে বৈঠকের পরে বলেছেন, "বর্তমান সরকারকে বলব বিধানসভা অধিবেশন যতটা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে আসতে।" তিনি জানিয়েছেন, রাঁচিতে এই তারিখ ঘোষণা করা হবে "দু'তিন দিনের মধ্যেই, অন্যান্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আলোচনা করে।" কাল দিল্লি থেকে রাঁচি পৌঁছচ্ছেন রাজ্যপাল সিবতে রাজি। রাঁচিতে রাজভবনের বক্তব্য, এনডিএ এবং ইউপিএ-র বিধায়কদলের দুই নেতার সঙ্গে আলোচনা করে আস্থা ভোটের দিন নির্দিষ্ট করা হবে। বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি রঘুবর দাস অবশ্য বলেন, "রাজ্যপালের ভূমিকা ষড়যন্ত্রকারীর। তাঁর সঙ্গে বৈঠকে বসার কোনও প্রশ্ন নেই। আমরা রাষ্ট্রপতির কাছে গিয়েছি। তাঁর উপরে আমাদের ভরসা আছে।"

ANADABAZAR PATRIKA 05 MAR 2005

ঘিসিং ফের সেই হুমকির পথেই

পাহাড় নিয়ে রাজ্যের পাশেই মনমোহন

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি ও নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি: শেষ পর্যন্ত দার্জিলিঙের বিষয়ে রাজ্যের পাশেই দাঁড়াল কেন্দ্র। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংহের সঙ্গে এক ঘণ্টা ১০ মিনিটের দীর্ঘ বৈঠকের পরে তাঁর সমর্থন আদায় করে নিলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। আপাতত দার্জিলিং গোর্খা পার্বত্য পরিষদের মেয়াদের শেষে প্রশাসক বসানো এবং পরে পরিষদের নির্বাচন করানো, দু'টি বিষয়েই মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা সম্পূর্ণ সমর্থন করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

অন্য দিকে, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে জিতেও শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি যে তাঁর অনুকূলে থাকছে না, তা বুঝে পরিষদের চেয়ারম্যান তথা জি এন এল এফ-প্রধান সুবাস ঘিসিং পুরনো সুরে আবার হুমকি দিতে শুরু করেছেন। এ দিনই তিনি দিল্লি থেকে দার্জিলিঙে ফেরার পথে শিলিগুড়িতে কার্যত রাজ্য সরকারকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন। তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, শুধু ভোটের বিরোধিতা নয়, প্রশাসক নিয়োগের মতো 'ভুল' সিদ্ধান্ত নিলে তাঁরা তারও বিরোধিতা করবেন।

বৈঠকের পরে প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় ও মুখ্যমন্ত্রী এই নিয়ে কিছুই বলেননি। একাধিক বার একই প্রশ্নে বিব্রত মুখ্যমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকদের বলেন, "এ ব্যাপারে কিছু বলা যাবে না। আমাকে বারবার প্রশ্ন করবেন না।" তবে রাতে সরকারি সূত্রে জানা যায়, বৈঠকের শুরুতেই প্রধানমন্ত্রীকে দার্জিলিং পরিস্থিতি সম্পর্কে সব কিছু জানান মুখ্যমন্ত্রী। সুকনা বাংলোয় ঘিসিংয়ের সঙ্গে তাঁর বৈঠক, পরে মহাকরণে দ্বিতীয় দফার বৈঠকে যে-আলোচনা হয়েছিল, জানান তা-ও। ঘিসিংয়ের দাবি এবং সেই সম্পর্কে বুদ্ধবাবুর অভিমত কী, প্রধানমন্ত্রীকে তা জানানো হয়। সেই বিষয়গুলি হল:

তাঁর উপরে আক্রমণের ঘটনার তদন্ত সি বি আই-কে দিয়ে করানোর দাবি ছিল ঘিসিংয়ের। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ওই ঘটনার তদন্তের শেষে বিচার শুরু হয়ে গিয়েছে। তা সত্ত্বেও আমি ওঁর দাবি মেনে নিয়েছি। পরিষদ এলাকায় নতুন কিছু এলাকা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি ছিল জি এন এল এফ-প্রধানের। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, সেটাও করে দেওয়া হবে। দু'-একটি এলাকার ক্ষেত্রে অসুবিধা আছে। সেখানে পঞ্চায়েত নির্বাচন হয়েছে। তবে তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘিসিংয়ের দাবি ছিল, পরিষদের জন্য কেন্দ্রীয় বরাদ্দ রাজ্যের মাধ্যমে নেবেন না তিনি। সরাসরি নেবেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি রাজি।

প্রধানমন্ত্রী সব শুনে মুখ্যমন্ত্রীকে জানান, তিনিও নির্বাচনের পক্ষে। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে-হেতু ভোট সম্ভব হচ্ছে না, তাই আপাতত প্রশাসক বসানোর বিষয়েও সম্মতি দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করেন, প্রধানমন্ত্রী যেন ঘিসিংকে বোঝান। এর আগে মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিকদের বলেছিলেন, ঘিসিংকে বাদ দিয়ে তিনি ভোট করাতে চান না। ঘিসিংয়ের সঙ্গে সংঘাতেও যেতে চান না। প্রধানমন্ত্রীকেও এ দিন তা জানান মুখ্যমন্ত্রী। তার পরেই ঠিক হয়, প্রয়োজন হলে ঘিসিংয়ের কাছে তাঁর 'দূত' পাঠাবেন প্রধানমন্ত্রী। বোঝানো হবে ঘিসিংকে। পরিষদের আর্থিক ক্ষমতার প্রশ্নে ঘিসিংয়ের দাবি ছিল, কেন্দ্রীয় সাহায্য সরাসরি পরিষদের হাতে দেওয়া হোক। মুখ্যমন্ত্রী তাতেও রাজি। কিন্তু এই ব্যাপারে যা করার, তা করতে হবে কেন্দ্রকেই। এ দিনের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, বিষয়টি যোজনা কমিশনের বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে।

এ দিকে, শিলিগুড়িতে ঘিসিং বলেন, "ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে আমি পরিষদের বিকল্প সম্পর্কে নানা প্রস্তাব দিয়েছি। তাতে সংবিধান মেনে আলাদা রাজ্যের দাবিও রয়েছে। আলোচনা শেষ হওয়ার আগে ভোট হতে পারে না। তাই নির্দিষ্ট সময়ে ভোট না-হলে রাজ্য সরকার পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করবে, সেটাও হতে পারে না।" তিনি জানিয়ে দেন, আমরা এর বিরোধিতা করব। আমার মনে হয়, রাজ্য সরকার প্রশাসক নিয়োগের মতো কোনও ভুল পদক্ষেপ করবে না। ঘিসিং বলেন, "যাঁরা নির্বাচন নিয়ে আকুল হয়ে পড়েছেন, তাঁদের উচিত, ত্রিপাক্ষিক বৈঠকের কাজ যাতে দ্রুত শেষ হয়, সেই ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া। ২৫ মার্চের আগে সেই কাজ সারা হলে ভোটে সামিল হতে আপত্তি নেই।" ঘিসিংয়ের এই বক্তব্য সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী অবহিত। তাঁর বক্তব্য, "উনি যা বলেছেন, তা জেনে গিয়েছি। কোনও মন্তব্য করব না।"

অন্য দিকে, পরিষদের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে রাজ্য সরকার নির্বাচনী প্রস্তুতি নিয়ে কী করছে, দু'সপ্তাহের মধ্যে তা হলফনামা দিয়ে জানাতে বলেছে কলকাতা হাইকোর্ট। গোর্খা লিগের সম্পাদক মদন তামাং পরিষদ খারিজ করার দাবিতে মামলা করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য বেআইনি ভাবে দু'বার পরিষদের মেয়াদ বাড়িয়েছে। বিচারপতি প্রণব চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, মামলা চলছে বলে ভোট বন্ধ করা হবে না। তিনি নির্বাচনের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে বলেছেন।

ANADABAZAR PATRIKA 25 FEB 2005

Delhi meet on Hill polls

Buddha to discuss Darjeeling impasse with PM today

HT Correspondent
Kolkata, February 23

CHIEF MINISTER Buddhadeb Bhattacharjee is meeting Prime Minister Dr Manmohan Singh tomorrow at 7 pm to discuss and review the situation in the Darjeeling Hills in the wake of the imminent expiry of the term of the Darjeeling Gorkha Hill Council (DGHC) and Subhas Ghising's reluctance to hold the polls.

Chief secretary Asok Gupta and Home Secretary Amit Kiran Deb would be accompanying the CM. Earlier, Bhattacharjee had sought a meeting with the Prime Minister to apprise him of the situation in the Hills, post Ghising's demand for more powers to the council and his unyielding attitude to stave off the polls. Today, Bhattacharjee called the PM and a meeting was fixed for tomorrow.

Bhattacharjee is likely to inform the PM about the overall situation and also apprise him of the state government's line of action after the expiry of the term of the council.

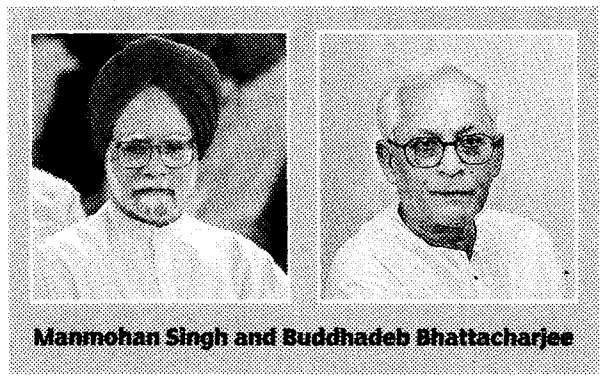

Manmohan Singh and Buddhadeb Bhattacharjee

Yesterday, municipal affairs minister Asok Bhattacharya had said that after the expiry of the life of the DGHC and its dissolution, the state government would appoint an administrator as the caretaker, who would be in a position to hold the polls. He also said that an amendment to the DGHC act was necessary to include the appointment of an administrator as a caretaker.

The CM confirmed today that the government was preparing to bring the amendment in the budget session of the Assembly, scheduled to begin on March 10. He also said there was no need for an ordinance to push the amendment through, as the Assembly session would commence well before the expiry of the council's term.

Bhattacharjee asserted that his party would fare well in the election. He said that the four parties – CPI(M), CPRM, Gorkha League and GNLF (C) - could fight the polls together. Bhattacharjee is going to Siliguri on February 26 to hold talks with the allies.

About the Congress, he said the party was in a state of utter confusion. While the Darjeeling Zilla Congress had circulated a statement saying that they were with the GNLF in the imminent election and even later in the 2006 Assembly polls, the state committee was silent on the issue.

Asked, if the CPI (M) would hold talks with the Congress since the Marxists were supporting the UPA government at the Centre, Bhattacharjee ruled out any such possibility.

He said that the Congress was a competitor of the CPI(M) in the state and there was no question of holding talks at political level.

Meanwhile, Ghisingh, officials said, was still in Delhi after the last tripartite talks on February 17 and had not yet returned to Darjeeling. Officials said it was not communicated to the CM's secretariat if a bipartite meeting between the PM and the CM would culminate in a tripartite one with Ghisingh.

THE HINDUSTAN TIMES 24 FEB 2005

New Centre-state tack on Naxalites

Move to close gaps in police training

Agencies
New Delhi, February 20

THE CENTRE and the nine Naxal-affected states worked out fresh strategies over the weekend to effectively neutralise the threat posed by Left-wing extremists. Senior police officials from Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Maharashtra, Jharkhand, West Bengal, Orissa and Karanatka were present at the third meeting of the task-force on Naxalism set up by the Centre in November last year.

"We decided on the strategy and the tactics to be adopted for effectively neutralising the threat posed by Naxalites — especially to police personnel," a home ministry official said.

The daylong meeting discussed specific action plans and appropriate measures to tackle the threats of extortion, intimidation, creating terror and targeting police officials by the Naxal outfits.

The tactics adopted by Naxalites in targeting police personnel were studied in depth. The strengths and weaknesses of the state police forces were carefully assessed and gaps with regard to training equipment and weapons taken note of, the official said. It was agreed that collective efforts comprising the Central and state police forces would be launch to deal with the menace.

The first meeting of the coordination committee was held in November, while the second took place in Raipur in January this year.

Two gunned down

Two Naxalites were gunned down by the security personnel during an exchange of fire in Malkangiri district of Orissa on Sunday afternoon, which came within hours of the extremists blasting a series of landmines in the Kalimela area.

Four Naxalites were also arrested by the police in this connection. Large quantities of explosives and ammunition were seized from their possession.

State DGP B.B. Mishra said the Naxalites blasted six landmines under a culvert in the Gopa Gunda forest area of the district.

The blasts occurred when a CRPF and Greyhound police patrol was passing by the culvert for combing operations. At least five security personnel were slightly injured.

Nine more landmines were detected in the area and defused by the police. The Naxalites killed were members of an extremist group that opened fire at the patrol after the landmine blasts.

The police also raided a Naxalite hideout, in which one SLR gun, two 303-rifles, one double-barrel gun and a pistol were seized along with huge quantities of raw material used for making landmines and bombs.

THE HINDUSTAN TIMES 21 FEB 2005

New commission to look into Centre-State ties: Patil

By Our Special Correspondent

NEW DELHI, FEB. 16. The Centre has decided to set up one more commission to take a new look at the Centre-State relations, the Union Home Minister, Shivraj Patil, said today.

Clarifying that the purpose of the commission would not be to enter into any conflict with the recommendations of the earlier Sarkaria Commission, Mr. Patil said the country could not remain stagnant in the face of new developments in science and technology, greater autonomy, participation of non-government organisations and new concepts of administration. "The Sarkaria Commission is not in existence today and except about 50 to 60 of its recommendations, all others have been implemented. There was no consensus in the Inter-State Council on many recommendations of the Sarkaria Commission," he said.

Terms of reference

The Home Minister was replying to queries at an interactive session during the "Meet the Leaders" programme, organised by the Press Association, here. The terms of reference for the proposed commission were being worked out by a Group of Ministers (GoM), he said.

To a question on naxal violence, Mr. Patil defended the Government's policy as being an "integrated one" and refuted the suggestion that it was following a "piecemeal" approach.

On the Nanavati Commission report on the 1984 anti-Sikh riots submitted to him, Mr. Patil said the report was with the Government and after examining it, the report would be tabled in Parliament along with the Action Taken Report (ATR).

THE HINDU 17 FEB 2005

The Economic Times
08 FEB 2005

Team Montek sanctions state's Rs 6,476-cr plan

New Delhi
7 FEBRUARY

THE Planning Commission on Monday sanctioned the Rs 6,476-crore annual Plan of West Bengal which is 29% above the last year's Plan. The state finance minister, Dr Asim Dasgupta, said the money would be mobilised from the state's resources and the Centre's support.

"In the discussions with the Planning Commission the Plan outlay was fixed at Rs 6,476 crore for 2005-06 which is 29% above the last year's Plan. This outlay has been based on resources to be mobilised by the state on its own besides central government's support," the state finance minister said here after meeting the commission's deputy chairman Montek Singh Ahluwalia.

Earlier, West Bengal chief minister Buddhadeb Bhattacharjee and his ministers had fruitful discussions with the panel and later Dr Dasgupta said he was happy that the Plan has been approved.

However, Dr Dasgupta expressed concern on the recommendations of the 12th Finance Commission saying its results have not been good for the state "as the gains from it is temporary besides being marginal."

He said the priority of the state government was to generate productive employment through expansion of infrastructure and increasing the ambit of social sectors as well as encouraging decentralised planning.

Dr Dasgupta is slated to meet Union finance minister P. Chidambaram later in the day to discuss on the recommendations of the Finance Commission.

The Planning Commission extended a one-time assistance of Rs 100 crore to the West Bengal government for implementing special projects in the State.

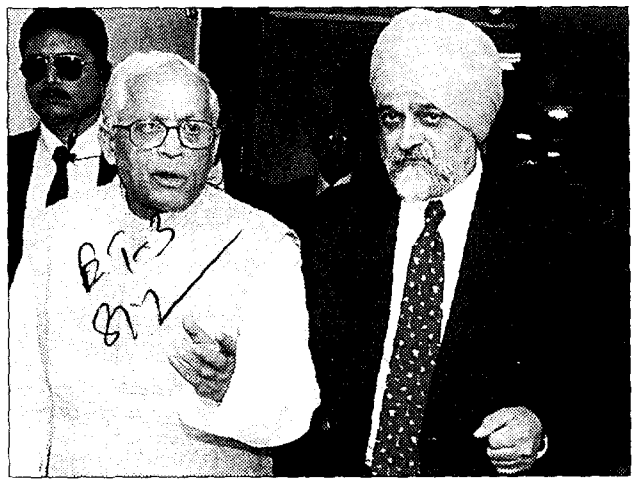

JUST TWO MUCH: Montek Singh Ahluwalia with Buddhadeb Bhattacharjee at the annual plan meeting in New Delhi on Monday. – PTI

The commission also pledged to support the state's request to the finance ministry for enabling it to borrow a sum of Rs 500 crore extra from the market to help the state reduce its high debt, sources said. The plan panel has also expressed satisfaction on the state's industrial reform programme, which the former said was in tune with its view.

Mr Bhattacharjee informed the commission that his government was working for setting up a logistics hub at Haldia and accordingly a team headed by commission member Anwarul Hoda would visit Kolkata to assess the quantum of central support to be extended to the state, sources said. The Plan panel has also agreed to extend support to help the state in organising foreign investment. The commission informed the state that a group of consultants were working on modernisation of the airports including Delhi and Mumbai and airports in the state would also be developed.

The Planning Commission pointed out that the preliminary thinking of the Investment Commission was that every special economic zone should be headed by an anchor industry, to which the state informed the commission that the Jindals have agreed to set up a steel plant in its SEZ in west Midnapore but the only irritant was that Jharkhand was refusing to provide iron ore to the state unless the former was paid as per its needs.

The panel would also take up the matter in providing adequate money to West Bengal to upgrade its highways with the ministry of transport and shipping soon, sources said. Dr Dasgupta told the commission that the present funding of Sarva Shikhsha Abhiyan should also be extended to secondary education and has sought about Rs 700 crore for the purpose. — PTI

H/D 1/2 TUESDAY, FEBRUARY 1, 2005

ANTI-FEDERAL AND BREACH OF FAITH

THE DECISION REPORTEDLY taken by the Central Government, on the recommendation of the Union Finance Ministry, on a "Rajiv Gandhi Rehabilitation Package for Tsunami-Affected Areas," and specifically to route the subsidy-cum-loan package for the livelihood of the tsunami-affected fishermen through the nationalised and commercial banks, is high-handed and cuts at the root of the federal constitutional structure. When all major Centrally sponsored schemes are being implemented through State Governments, it is surprising and deplorable that the Centre should have decided to ignore the States in this instance and try to reach the intended beneficiaries through the banks. Tamil Nadu Chief Minister Jayalalithaa's opposition to the move is well reasoned and wholly just. She has requested the Prime Minister to intervene to reverse the arrangement set out by Finance Minister P. Chidambaram in a recent press statement. Her stand will have silent backing from the Congress-ruled States of Andhra Pradesh and Kerala and even the Union Territory of Pondicherry. The Constitution prescribes the rules of the game for the conduct of Centre-State relations. In addition, norms, procedures, and conventions have evolved over the decades. When these are violated, all States, not just the immediately affected ones, need to worry and resist.

Tamil Nadu is way and ahead the worst affected among the tsunami-hit States. More than 8,000 people have been killed, over 150,000 families have been rendered homeless, and livelihood and property have suffered staggering damage. Responding to the challenge on "a war footing," the State Government took up rescue, life saving, relief, and immediate rehabilitation work without waiting for any Central financial assistance. It was also the first to come up with a livelihood rehabilitation package for fishermen. Only after undertaking these tasks did the State approach the Centre for assistance to finance further relief and rehabilitation operations. Following the Chief Minister's discussion with Prime Minister Manmohan Singh in Chennai, the proposals, which had the support of all political parties in Tamil Nadu, were discussed in detail with Union Agriculture Minister Sharad Pawar and fine-tuned. Specifically, grant assistance to the tune of Rs.1030.93 crore was sought for a rehabilitation package for fisherfolk. They were becoming restive; their livelihood was at stake, and without immediate financial assistance they could not hope to repair or replace their fishing craft. Following press reports and other indications that a massive assistance package had been finalised by the Union Cabinet, and that Tamil Nadu was going to get Rs.2262 crore out of the Rs.2731 crore allotted to the three southern States plus Pondicherry, the Tamil Nadu Government announced a major package for the livelihood rehabilitation of fishermen. The Governments of Andhra Pradesh and Pondicherry did likewise — as Chief Minister Jayalalithaa points out, "on the specific understanding that the assistance from the Government of India would be given to the State/Union Territory to take up the rehabilitation programme of fishermen."

The Central decision to have the subsidy and loan amounts for the purchase of fishing craft and related items disbursed directly by nationalised and commercial banks is not merely anti-federal. It is a breach of political faith. It is also non-practical: how on earth can the banks identify the beneficiaries or those eligible for assistance without going through the State administration that is directly and intensively engaged in relief, rehabilitation, and rebuilding operations in the tsunami-hit districts? Read along with the partisan, over-the-top decision to name the rehabilitation package after Rajiv Gandhi, the financing arrangement seems to be for the sole purpose of deriving narrow political gain. As the move seems to reflect a Cabinet decision, it is up to the Prime Minister to set matters right before further damage is done to federal relations. He must rise above partisan considerations and ensure that Central financial assistance for rehabilitation goes to the victims of the tsunami through the elected State Governments.

THE HINDU

01 FEB 2005

Y.S. Reddy Govt To Construct Alternate Link Canal

Orissa, AP on warpath over Vamsadhara waters

Nageshwar Patnaik
BHUBANESWAR 9 JANUARY

THE battle between Orissa and Andhra Pradesh for water from Vamsadhara river is once again hotting up with the latter announcing a Rs 850-crore irrigation project on the river. The Vamsadhara river, known for its fury and destruction in southern town of Gunupur, flows from Rayagada district in the state and passes through two districts in Andhra Pradesh. The catchment area of the river is about 1,400 sq km in Orissa and 300 sq km in Andhra Pradesh. Circumventing the inter-state dispute with neighbouring Orissa on Vamsadhara irrigation project, Andhra Pradesh government recently announced to go ahead with the Rs 850-crore project, called Vamsadhara Stage 11, with some modifications to construct an alternative link canal. The project, which is scheduled to be completed in two years, is expected to provide irrigation facility to an additional 1.07 lakh acres of land in the backward north-coastal district of Srikakulam, vitiated by Naxalite menace.

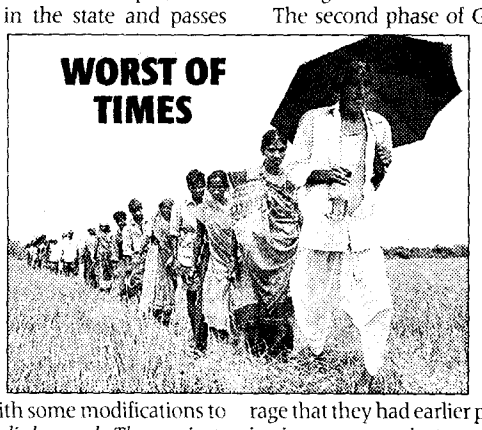

The stage II project has been hanging fire for decades as Orissa government had raised objections over the proposed construction of a barrage at Neradi village on the ground that it would lead to flooding of several villages in the state. Interestingly, the Andhra Pradesh government had earlier completed the first phase of the Gotta barrage, which now irrigates large parts of the state, despite loud protests by the Orissa government, which had also opposed the construction of a barrage at Neredi, 16 km from Gunpur town. The Andhra Pradesh government is understood to have got clearance from the Central Water Commission (CWC) and Planning Commission for the project.

The second phase of Gotta and the Neredi by Andhra Pradesh government will cause havoc on at least two lakh people in its Raigada district in trouble, Rammurti Gomang, Bharatiya Janata Party (BJP) legislator said adding that the project would also displace a large number of people and submerge their prime agricultural land. "If they are going to construct the same barrage that they had earlier planned at Neredi, claiming it as a new project, we will vehemently oppose that," a top official said.

In September 1962, Neelam Sanjiva Reddy and Biju Patnaik, the then chief ministers respectively of Andhra Pradesh and Orissa, agreed that the two states would share an equal volume of Vamsadhara's water. Biju Patnaik's government had vehemently opposed the Andhra Pradesh government's Neredi proposal. His son, chief minister Naveen Patnaik, now faces a piquant situation on the two-decade long inter-state water dispute.

The Economic Times

10 JAN 2005